ভাগের বিচার

[পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

শ্রীজগদীশচন্দ্র মাইতি প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
সত্যনারায়ণ অপেরায় অভিনীত

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১। এ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সন ১৩৬১ সাল

ভূমিকা।

এই নাটকখানি আমার প্রথম লেখা। এর ভূমিকা লিখতে বসে মনে পড়ছে ক'টি কথা। যা না লিখলে ভূমিকা লেখার সার্থকতা থাকে না। তাই লিখতে হ'লো কথা কয়েকটি।

পঠদ্দশায় মনের খেয়ালে লিখতাম গান, কবিতা, গল্প। কল্পনায় ভাবতে পারতুম না যে আমার লেখা কোনদিন উপস্থিত হবে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে। এমনিভাবে কি যেন লিখছিলুম একদিন, হঠাৎ হরনারায়ণ অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীমান নলিনীকান্ত মাইতি এবং তরুণ অভিনেতা শ্রীমান সুধাংশুশেখর জানা এসে অনুরোধ করে বসলো একখানি নাটক লিখে দেওয়ার জন্য। সম্মত হলুম, কিন্তু চিন্তা এসে আচ্ছন্ন করলে মনকে! পথ নূতন ও অজানা, কি নিয়ে যাত্রা করি এই নূতন পথে? ভাবনায় কাটলো ক'দিন। এমনি সময়ে হাতে পড়লো মহাকবি মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটক। মনে জ্বলে উঠলো আশার আলো! কবির কল্পনাকে গ্রহণ করলুম নূতন পথ-যাত্রার পাথেয়রূপে। তাঁরই কল্পনার পদ্মাবতীকে অবলম্বন করে এই নাটকখানির জন্ম।

অমর কবির ছবির ওপর তুলি বুলানো ধৃষ্টতা ও অপরাধ। তাই পাঠক-পাঠিকাদের সর্বাগ্রে অনুরোধ জানাচ্ছি,—নাটকখানি পাঠে কেউ যদি বিন্দুমাত্র আনন্দলাভ করেন, তাহ'লে প্রশংসাটুকু দেবেন মহাকবিকে, আর অপরাধী লেখককে করবেন মার্জনা।

নাটকখানি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহিত করতেন আমার পরম হিতৈষী শ্রীউপেন্দ্র নাথ মালাকার। প্রকাশ দেখবার জন্য এঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ইনি আজ পরলোকে! এঁর আত্মার নিকটে আমি চির কৃতজ্ঞ।

বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র দাস মহাশয়ের সুর সংযোজনায় এবং যশস্বী নট শ্রীযতীন্দ্রনাথ মান্না মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই নাটকখানি দর্শকগণের সামনে প্রথম উপস্থিত হয় ১৩৫৪ সালের বিজয়া দশমীতে। হরনারায়ণ অপেরা ও সত্যনারায়ণ অপেরায় অভিনয়কালে এর নাম ছিল 'অভিশপ্তা'। দীর্ঘকাল পরে স্বর্ণলতা লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীগোবর্দ্ধন শীল মহাশয় রূপের বিচার' নাম করণে এই নাটকখানিকে প্রকাশ করে আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করলেন।

নাটকখানি যাঁদের অনুরোধে লেখা,—যাঁদের অভিনয়-নৈপুণ্যে রূপায়িত, তাঁদের নিকট আমি আজীবন থাকলুম ঋণী। ইতি—

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃব্য ৺কালিপ্রসন্ন মাইতি মহাশয়ের

চরণ-কমলে—

কাকা, 'অভিশপ্তা'র অভিনয় খুব বেশী আনন্দ দান করতো আপনাকে। তার প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে আপনি চলে গেছেন পরলোকে! আপনার অমর আত্মার আশীর্ব্বাদে রূপের বিচারে সে হোক জয়ী।

প্রণত

জগদীশ

কাহিনী রূপ নিলো যাদের নিয়ে—

পুরুষ :—

শিব

দেবর্ষি

দৈব

মোহন ... ছদ্মবেশী কৃষ্ণ।

মন্নু ... „ ধর্ম।

ইন্দ্রনীল ... বিদভরাজ।

রঞ্জক ... ঐ নগরাধ্যক্ষ।

শত্রুজিৎ ... ঐ সেনাপতি।

দেবদাস ... ঐ পুরোহিত।

চন্দ্রচূড় ... ঐ প্রজা।

অনন্তদেব ... রাজগুরু।

ফটিক ... চন্দ্রচূড়ের পুত্র।

রাহুসেন ... সোমেশ্বররাজ।

কালদণ্ড ...
ভৈরব .. } দস্যুদ্বয়।

করাল ... ছদ্মবেশী কলি।

যজ্ঞসেন ... মাহেষ্মতীপুরের রাজা।

ঘোষবাদক

নাগরিকগণ।

স্ত্রী :—

পার্ব্বতী

রতি

বিজয়া ... কুবের-কন্যা।

সুনন্দা ... ইন্দ্রনীলের মা।

লালা ... রাজভগ্নী।

পদ্মা ... যজ্ঞসেনের কন্যা।

নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি।

রূপের বিচার

প্রস্তাবনা

কৈলাস-ধাম।

হর-পার্বতী একাসনে উপবিষ্ট ; সঙ্গিনীগণ নৃত্যগীত করিতেছে।

সঙ্গিনীগণ।—

গান।

এনেছি তুলে রক্তজবা
সাজাতে মোদের উমারে।
বসন ভূষণ মাণিকের চেয়ে
সাজে সুন্দর ফুলহারে॥
উমার বিশ্বমোহন রূপে
চন্দ্র, তপন হাসে,
ফুল্ল কমল সরসীবক্ষে
দিবস-রজনী ভাসে ;
ত্যজিয়া শ্মশান এসেছে ঈশান
সংসারী সাজে ফিরে॥

[চলিয়া গেল।

পার্বতী। হে শঙ্কর! মনে পড়ে,
যবে সতীশোকে উন্মাদের সম
ফিরেছিলে শ্মশানে মশানে ?

মহা তপস্যায় পরিতুষ্ট করি
লভেছিনু তোমারে ঈশান !
সেই কঠোর তপের কথা
পড়ে যবে মনে,
শঙ্কায় কেঁপে ওঠে প্রাণ।

শিব। কেন সতি ?

পার্বতী। কেন ?—বৈরাগ্য তোমার
শ্রেষ্ঠ তিন লোকে !
ভয় হয়—উমারে ঠেলিয়া পদে
যাও চ'লে পুনঃ
বৈরাগ্যের লীলাভূমি সে ঘোর শ্মশানে !

শিব। ত্রিনয়নে ! ত্যজ শঙ্কা !
জেনো মনে…
সতীকুলরাণী অঙ্কলক্ষ্মী যার,
সে কী পুনঃ তেয়াগি সংসার
পারে যেতে বৈরাগ্যের পথে ?
চিন্তা কি কারণ ? রাখিও স্মরণ…
প্রলয়ের ঘূর্ণাবর্তে যাবৎ না হবে ধ্বংস
এ তিন ভুবন, তাবৎ কৈলাস-ধামে
রবে সতি, শঙ্কর-শঙ্করী।

বিজয়া আসিলেন।

বিজয়া। প্রণমি চরণে ওগো পার্বতী-শঙ্কর !

[প্রণাম করিলেন।]

[বিজয়ার হঠাৎ আগমনে বিস্ময় ও ক্ষোভে পার্বতী
স্বামিসঙ্গত্যাগ করিলেন।]

পার্বতী। [কঠোর কণ্ঠে] দেব, নাগ, নর,
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর
নামে যাঁর কাঁপে থর থর,
শমনে করিয়া জয়
নিয়েছেন যিনি নাম মৃত্যুঞ্জয়,
সহ বিধি স্বয়ং বিষ্ণু
এই পুরী প্রবেশের কালে
নেন নিত্য আদেশ যাঁহার,
বিনাদেশে—কী সাহসে
করিলি প্রবেশ পুরীমাঝে তাঁর ?

বিজয়া। ত্যজ ক্রোধ। শোন বাণী
জগন্মাতা শিবানি ঈশানি,
অজ্ঞ নারী···নাহি জানি
এ পুরীর নিয়ম শৃঙ্খলা,
মনোসাধ···করিব দর্শন
তোমাদের রাতুল চরণ ;
তাই, না ভাবিয়া পূর্বাপর
দর্শন-আগ্রহে করেছি প্রবেশ হেথা।

শিব। কেবা তুমি···কি নাম তোমার···
দাও পরিচয়।

বিজয়া। পরিচয় ? বিজয়া আমার নাম···
বাস অমরায়।

অতুলন ঐশ্বর্যের একক নায়ক
যক্ষরাজ কুবের জনক মম···

পার্বতী। কুবের-তনয়া তুমি!
জন্মদাতা ধনেশ্বর···বুঝি তাই
দেখাইতে ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার,
উপেক্ষিয়া কৈলাসের নিয়ম শৃঙ্খলা,
সদম্ভে পশেছ পুরে
অবহেলি ভিখারী স্বামারে মম?

বিজয়া। না···না, নহে ভ্রম, নহে দম্ভ,
অহঙ্কারে প্রবেশ করিনি মাতা
আমি এই পুরে!
যেই ভাবে···
যেরূপে থাকেন মাগো জনক-জননী,
শিশু সেথা
অসঙ্কোচে যে প্রকারে ধায়,
তনয়া তেমনি জেনো এসেছে হেথায়।

পার্বতী। ভুলাইতে পার্বতীরে
বাক্‌জাল রচনা বৃথায়!
স্বামী মোর সব ভোলা,
ভূষণ বিভূতি ফণী,
তাই দেখাইতে পিতার বৈভব-দম্ভ
আবরিয়া নিজ অঙ্গ বসন-ভূষণে
সুনিশ্চয় এসেছ হেথায়;
আমি কী বুঝিনি?

বিজয়া। অকারণ করিতেছ নিমিত্ত ভাগিনী!
জননি গো, আমি জানি…
সর্ব্বদেবপূজ্য শূলপাণি;
সঙ্গে শক্তিস্বরূপিনী
জগজ্জননী তুমি।
পিতার সম্পদ ছার…
তিনলোকে যতেক বৈভব
তা' হ'তেও মহামূল্য
তোমাদের চরণ-পঙ্কজ।

পার্বতী। হ'য়েও দেবের কন্যা নাহি তবু লাজ?
বারে বারে কত মিথ্যা
সত্যেরে ঢাকিতে?
জাননা কী দাম্ভিকা রমণি,
ভিখারী ভাবিয়া যাঁরে
দেখাইতে এসেছ বৈভব,
একটি কটাক্ষে তাঁর
তব জনকের রতন-ভাণ্ডার
নিমেষে ছড়াতে পারে ধরণী-ধূলায়?
বিপুল ধনাধিকারী যক্ষের ঈশ্বর
পলকে সাজিতে পারে পথের ভিক্ষুক?

বিজয়া। জানি।
মহাশক্তিসনে শিব ধরিলে ত্রিশূল
প্রলয়-পয়োধিনীরে
নিমেষে ডুবিবে মাগো এ তিন সংসার!

ধর্ম্ম সাক্ষ্যে কহি বার বার
দেখাতে বৈভব-গর্ব এ পুরে পশিনি।

পার্বতী। প্রগল্‌ভা রমণি!
বাক্‌জালে সতীরে ভুলাতে চাও?
শোন…শোন নাবি!
হ'য়ে স্বর্গনিবাসিনী,
বিস্মরিযা দেবত্ব মহত্ত্ব,
মরতের নারীসমা ঘৃণ্য ব্যবহারে
করিয়াছ অপমান
পতি-দেবতায মোর,
সেই হেতু মনস্তাপে দিই অভিশাপ…
মর্তধামে লভিয়া জনম
দেখাওগে বৈভবের গরিমা কেমন!

বিজযা। উঃ! রক্ষা কর…রক্ষা কর
হে দেব শঙ্কর!

[শিবের পদতলে পড়িলেন।]

শিব। পার্বতি!

পার্বতি। কেন মরেছিল সতী,
বিস্মৃত কি তাও ভোলানাথ?
করিও না অনুবোধ;
পার্বতী সহে না কভু
পতিনিন্দা-পাপ।

[চলিয়া গেলেন।

বিজয়া। ওঃ! তীব্র অভিশাপ!
অন্ধকার নেহারি নয়নে,
কম্পিত হতেছে দেহ,
বন্ বন্ ঘুরিছে মস্তক,
সঙ্গে যেন ঘুরে ত্রিভুবন!
ব্যর্থ হ'লো দেবজন্ম,
হ'লো ব্যর্থ ধর্মপুণ্য যত!
পলকে হইনু চ্যুত পূত বাসভূমি!
কহ ..কহ হে নিখিল-স্বামি,
মানবীর গর্ভবাসে
ক্লেদ, মাংস, গন্ধ, রস সহিব কেমনে?
স্মরণে শিহরে প্রাণ...
সে যে দেব যন্ত্রণা ভীষণ।

শিব। ওঠ্...ওঠ্ ওরে কুবের-তনয়া!
কাতরতা তোর
বিচলিত করিছে আমায়।
কহি শোন্...অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য...
নাহিক উপায়!
মর্তে তোরে জন্মিতেই হবে!
মানবীর গর্ভবাসে যন্ত্রণা যদ্যপি...
ধরাগর্ভে লভিতে জনম
হবে কি আপত্তি তোর?

বিজয়া। এত ভাগ্য হবে মোর?
ধরণী কী দেবে স্থান পূতগর্ভে তাঁর?

শিব। দেবে···আমারই আদেশে।
অন্যথায় ত্রিশূল-ফলকে
মুছে দেবো নাম তার চিরদিন তরে।

বিজয়া। অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য···
অভিশাপ অবশ্য ভুঞ্জিব !
করুণায় কহ দেব,
কবে মুক্তি পাবো ?

শিব। পুণ্যভূমি বিদর্ভ নগর ···
সিংহাসনে তার বসিবেন
এক ধার্মিক রাজন্···নাম ইন্দ্রনীল।
মিলনে তাঁহার, হ'লে শাপক্ষয
ফিরিবে কুবের-সুতা পুনঃ অমরায়।

[প্রস্থান।

বিজয়া। দেব, এই আশীর্বাণী তব
অভিশপ্তা বিজয়ার মর্তের সম্বল !

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

বিন্ধ্য-উপবন।

নৃত্যগীতরতা অপ্সরাগণ ও রতি।

অপ্সরাগণ।—

গান।

হাসি…হাসি…হাসি…
আমরা কেবল হাসি।
সগু ফোটা ফুলের মতো
ফুটে থাকি দিবানিশি।
আমাদের সঙ্গী পরিজাত,
কাটাই নিয়ে মধুভরা রাত,
গন্ধে ছন্দে দিবস-সন্ধ্যে
সুখ-সায়রে নিতুই ভাসি॥

[নৃত্যগীতে রতির মনে শান্তি নাই। তাহার অন্তঃস্থল মথিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।]

১মা অপ্সরা। হাঁগা রতিদি, তোমায় মনমরা দেখাচ্ছ কেন ?

২য়া অপ্সরা। ওর অবস্থা আর বুঝলি না ? মদন দাদু বাণ হেনেছে—তাই !

[সকলে হাসিয়া উঠিল।]

রতি। [পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] তোরা হাসছিস্! আমার কান্না আসছে !

৩য়া অপ্সরা। আমারো দিদি! এমন উৎসবে প্রাণনাথ পাশে না থাকলে কোন্ অভাগীর কান্না না আসে, বল?

রতি। রহস্য রাখ্! এ উৎসবে বিশ্বযা উপস্থিত থাকলে, কী আনন্দই না হ'তো, বল্ দেখি! দুর্ভাগ্য আমাদের···তাকে হারিয়েছি!

১মা অপ্সরা। ও—! এইজন্য তোমার দুঃখ! তা ভাই, যে যেমন কর্ম করে—সে ফলও পায তেমনি!

রতি। কী মন্দ কর্ম করেছিল শুনি?

২য়া অপ্সরা। করেনি? জগজ্জননীর কাছে কখনো ধনরত্নের গরব দেখানো চলে?

রতি। না রে, জানিস্‌নে তোরা,—গর্ব অহঙ্কার দেখাতে নয়—সে গিয়েছিল হর-পার্বতীর দর্শনে। হায়, ফল এমন হবে, কে জান্‌তো?

একটি স্বর্ণপদ্মহস্তে দেবর্ষি আসিলেন।

দেবর্ষি। কে জান্‌তো···কে জান্‌তো যে, সুকোমল স্বর্ণপদ্মের বক্ষে বিপদের বজ্র আত্মগোপন ক'রে আছে! হায়—হায়, কেন একে তুললাম! কেন সর্বনাশকে স্বেচ্ছায বরণ ক'রে নিলাম!

অপ্সরাগণ। দেবর্ষি যে! আসুন—আসুন!

[সকলে প্রণাম করিল।]

দেবর্ষি। কল্যাণ হোক্!

রতি। এমন ব্যস্তভাবে কেন দেবর্ষি?

দেবর্ষি। বিপদের বজ্র মাথার ওপর। মদনপ্রিয়া, ঋষিত্ব···দেবত্ব সবই গেল!

সকলে। কী হয়েছে ঠাকুর?—কী বিপদ আপনার?

দেবর্ষি। শুন্‌বে? হর-পার্বতী দর্শন ক'রে ফিরছিলাম, হঠাৎ দারুণ

তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে উঠলো ! ছুটলাম মানসসরোবরে বারিপানেচ্ছায়। উপস্থিত হ'য়ে দেখলাম—এই পদ্মটি ফুটে আছে ! বারিপানান্তে এইটিকে তুললাম—

রতি। তারপর ?

দেবর্ষি। হঠাৎ দৈববাণী হ'লো,—"পদ্মটি তুলে সর্বনাশকে বরণ করলে ঋষি ! ওটি ফুটেছিল পার্বতীর জন্য।" ভয়ে শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠলো।

১মা অপ্সরা। আহা, সুন্দর পদ্মটি...পার্বতীর যোগ্যই বটে !

২য়া অপ্সরা। তা' তুলেই যখন ফেলেছেন, দিয়ে আসুন মা ভগবতীর পাদপদ্মে...বিপদ কেটে যাক্ !

রতি। আঃ—থাম্‌না তোরা ! ঠাকুরকে কথাটা শেষ করতে দে !

দেবর্ষি। শেষ আর কী করবো মদনপ্রিয়া—কণ্ঠে ভাষা রুদ্ধ ! মাতৃচরণে এটিকে সমর্পণের উপায় থাকলে তো বাঁচতাম !

৩য়া অপ্সরা। উপায় নেই ? কেন ঠাকুর ?

দেবর্ষি। আমাকে শঙ্কিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে পুনরায় দৈববাণী হ'লো,—"ত্রিভুবনের মধ্যে যে নারী সর্বশ্রেষ্ঠা রূপবতী— পদ্মটি যদি তাকে দিতে পারো ঠাকুর, তবেই পাবে অব্যাহতি ; নতুবা, পার্বতীর ক্রোধানল তোমাকে দগ্ধ করবে।" ঋষির পক্ষে এটা কী কম বিপদ ?

১মা অপ্সরা। ও,—এই কথা ? তা' এ বিপদ হ'তে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত সহজ।

দেবর্ষি। সহজ নয় উর্বশি, সহজ নয় ! বুঝছো না তুমি। নারীরূপ দর্শন যাদের পক্ষে মহাপাপ—তারা কী ক'রে নির্ণয় করবে শ্রেষ্ঠা রূপবতী কে ? ওঃ, ভগবান্, কী বিপদেই ফেললে ?

১মা অপ্সরা। বৃথা শঙ্কিত হচ্ছেন ঠাকুর! জানেন তো, আমার রূপে দেব-সমাজ পাগল? অতএব আমাকে ও পদ্মটি দিলেই আপনি মুক্ত।

দেবর্ষি। সত্য?

৩য়া অপ্সরা। রম্ভার রূপের কাছে তোর রূপ? কথাটা বল্‌তে লজ্জা হ'লো না? আমাকে দিন ঠাকুর! দৈবাদেশ রক্ষিত হোক্।

দেবর্ষি। তাহ'লে—

২য়া অপ্সরা। দাঁড়ান ঠাকুর! হ্যাঁরে, যার রূপের খ্যাতি ত্রিভুবন জুড়ে, সেই তিলোত্তমার সামনে রূপের বড়াই দেখাস কী ক'রে?

দেবর্ষি। হ্যাঁ—হ্যাঁ,—তাইতো—

অন্য একজন। ঠাকুর, ভুলবেন না ওদের কথায়। উগ্রতপা বিশ্বামিত্র যার রূপ দেখে—

দেবর্ষি। হ্যাঁ,—ঠিকই বলেছ মেনকা!

রতি। মুখে আগুন মেনকার! স্বয়ং মন্মথ যার রূপমুগ্ধ—সে দাঁড়িয়ে থাকতে রূপের গর্ব দেখাস তোরা? চিন্তা ক'রে দেখুন দেবর্ষি, পদ্মটি আমারই প্রাপ্য কি না?

দেবর্ষি। মাথাটা ঘুলিয়ে গেল। না, এ রূপ-দ্বন্দ্বের মীমাংসা আমার দ্বারা অসম্ভব। কী করি? কেমন ক'রে বিপন্মুক্ত হই? হ্যাঁ,—পেয়েছি উপায়। শোন, তোমরা পরস্পর যেরূপ দ্বন্দ্ব সুরু করেছ, তাতে শুভের পরিবর্তে আমি অশুভটাই বেশী দেখতে পাচ্ছি—

রতি। কী করতে চান তা হ'লে?

দেবর্ষি। পদ্মটিকে ওই পর্বত-শিখরে রাখছি,—তোমাদের মধ্যে যে নিজেকে সর্বাধিক রূপশ্রেষ্ঠা মনে কর—সেই নাও।

সকলে। উত্তম যুক্তি।

দেবর্ষি। কিন্তু স্মরণ রেখো,—শ্রেষ্ঠা ব্যতীত অন্যে স্পর্শ মাত্রই পাষাণে পরিণত হবে।

[চলিয়া গেলেন।

অপ্সরাগণ। এঁ্যা! [পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল।]

রতি। ঠাকুর—ঠাকুর! ফিরলো না! কৌশলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি ক'রে চ'লে গেল! আচ্ছা! করল! করাল!

ভীষণদর্শন করাল আসিলেন।

করাল। কী? কেন ডাকলে?

রতি। একটি অনুরোধ···

করাল। আঃ! ভূমিকা কেন? বল কার মাথা নিতে হবে?

রতি। মাথায় প্রয়োজন নেই করাল, প্রয়োজন ওই ঋষিকে।

করাল। ডাকবো?

রতি। না—না। আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে যাচ্ছেন উনি—

করাল। কী! আচ্ছা—নিয়ে আসি ধ'রে!

রতি। না করাল, না। তুমি বিস্তার কর মায়াজাল·· রুদ্ধ কর ওঁর বহির্গমন পথ···মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখ এই বিন্ধ্যাচলে।

করাল। এই কথা! মায়া! মায়া!—

[চলিয়া গেলেন।

রতি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

অপ্সরাগণ। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল।

শিকারীবেশে ইন্দ্রনীল ও দেবর্ষি কথোপকথন করিতেছিলেন।

দেবর্ষি। বল তো রাজা, এখন আমি কী করি?

ইন্দ্রনীল। তাইতো দেবর্ষি, দারুণ সমস্যা আপনার সম্মুখে।

রতি আসিলেন।

রতি। সমাধানও ওঁরই আয়ত্তে। পদ্মটি দিন···পথ ছেড়ে দিই।

ইন্দ্রনীল। ঋষি!

দেবর্ষি। দাবী যে ওঁর একার নয় রাজা, অনেকেরই। ওই যে তারাও আসছে।

অপ্সরাগণ আসিল।

১মা অপ্সরা। কী ঠাকুর, স্থির কর্‌লেন কিছু?

দেবর্ষি। শুনছো রাজা! সবাই পদ্মটি চায়,—দিই কাকে?

ইন্দ্রনীল। দেবাঙ্গনাগণ, পদ্ম তো একটি মাত্র, আপনারা সবাই দাবী ক'রে ঋষিকে বিপন্ন কর্‌বেন না। আমার অনুরোধ—দেবর্ষির যৌক্তিকতা স্বীকার ক'রে, এঁকে মুক্তি দিন।

১মা অপ্সরা। স্বীকার ক'রে নেবো? কেন? দৈববাণীতে কী এরূপ কৌশলপ্রয়োগের নির্দেশ ছিল?

ইন্দ্রনীল। না থাকলেও, ঋষির পক্ষে রূপের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করা সম্ভব কী? আমি যুক্তকরে নিবেদন কর্‌ছি—

২য়া অপ্সরা। আমরা বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান কর্‌ছি।

ইন্দ্রনীল। আপনাদের সকলেরই কী এই মত?

অপ্সরাগণ। একই মত।

ইন্দ্রনীল। তা'হ'লে আমি নিরুত্তর। দেবর্ষি, আপনিই স্থির করুন আপনার কর্ত্তব্য।

দেবর্ষি। রাজা!

ইন্দ্রনীল। ঋষির কল্যাণে এ দাস জীবন দানে সম্মত। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে আমি যে নিরুপায়!

দেবর্ষি। সুবিচারক ব'লে পৃথিবীখ্যাত তুমি, বিপন্ন ঋষিকে রক্ষার উপায় নির্ধারণে তুমিও নিরুপায়?

ইন্দ্রনীল। কী কর্‌বো ঋষি? দেবাঙ্গনা মাতৃস্বরূপা! মাতৃরূপের বিশ্লেষণ সন্তানের পক্ষে নীতিবহির্ভূত। নতুবা এর মীমাংসা বহুপূর্বে হ'য়ে যেতো।

রতি। রাজা নিরুপায়—দেবর্ষি অক্ষম; এস তোমরা।

দেবর্ষি। তা'হ'লে এ বিন্ধ্যাচলে কী আবদ্ধই থাকতে হ'লো?

রতি। কী কর্‌বো ঠাকুর, থাকাই আপনার বিধিলিপি।

দেবর্ষি। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।]

মন্মু ছুটিয়া আসিল।

মন্মু। র—র ঠাকুর বাবা, তুহার নিশ্‌ওয়াসে দুনিয়া জ্বলিয়ে উঠবে যে! ফিরিয়ে আয় মাগিরা, ফিরিয়ে আয়, হামি বাতুলে দি···

১মা অপ্সরা। রূপের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় কর্‌বে তুমি!

মন্নু। হাঁ—হাঁ, হামি পারবে, হামি ব্যাধের রাজা আছেক।

রতি। সভ্যসমাজ হ'তে দূরে যাদের বাস, তাদের মীমাংসার যূপে মাথা বাড়িয়ে দিতে দেবাঙ্গনা বাধ্য নয়।

অপ্সরাগণ। এ জংলীর সাহস তো কম নয়!

মন্নু। আরে থাম্—থাম্! দেওতা-সমাজের মন ভুলানো ও রূপ যো গড়িয়েছে, এই জংলীর আঁখ্‌সে দেখবার শক্তিটাও সেই ভগোয়ানজীরই দান, বুঝলি বেশ্যার দল।

১মা অপ্সরা। কী বল্‌লি বর্বর ব্যাধ!

ইন্দ্রনীল। আহা, শান্ত হোন্ আপনারা, সংযত হও ব্যাধ। জননীগণ, সেবকের মীমাংসায় কী আপনারা সন্তুষ্ট হ'তে পারবেন?

মন্নু। কী বল্‌ছিস রেজা, আগ্‌সে হাত বাড়াবি?

ইন্দ্রনীল। দেবর্ষির দীর্ঘশ্বাস আগুন হ'তেও ভয়ঙ্কর সর্দার!

মন্নু। হামার কথাটা ভাবিয়ে দেখ্‌...

ইন্দ্রনীল। তোমার এ অযাচিত সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি সর্দার! তুমি ক্ষত্রিয় জাতিকে চেনো না,—তারা যমকে আলিঙ্গন করে, তবু বিপদের ভয়ে বিপন্নকে ত্যাগ করে না। দিন তো ঋষি!

মন্নু। আরে, র—র! হামি হাতটি জুড়িয়ে মানা কর্‌ছে...কভ্‌ভি এমন কামটি কোর্‌বিক না।

দেবর্ষি। ব্যাধের কথা রাখ রাজা, আমার যা হয় হোক্!

ইন্দ্রনীল। ইন্দ্রনীলের সঙ্কল্প ঋষি! জগত নিষেধ কর্‌লেও অবিচল থাকবে। দিন।

মন্নু। এখোনো ভাবিয়ে দেখ—ওহি ফুলটা একঠো মেইয়াকে দিলে—

ইন্দ্রনীল। দেখবার কৌতূহল থাকলে থাকতে পারো…নতুবা, স্থান ত্যাগই তোমার বর্তমান কর্তব্য সর্দার। দেবর্ষি! [পদ্মটি গ্রহণ করিলেন।]

মন্নু। একঠো ভুলকে কুড়িয়ে নিলি, রেজা!

[চলিয়া গেল।

ইন্দ্রনীল। দেবাঙ্গনাগণ, সুশৃঙ্খলভাবে দণ্ডায়মান হ'য়ে এ মীমাংসায় আমাকে একটু সাহায্য করুন! [দেবাঙ্গনাগণ শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইল।] দিতে হবে রূপশ্রেষ্ঠাকে?

দেবর্ষি। হাঁ রাজা, ইহাই ছিল দৈবাদেশ!

[ইন্দ্রনীল একটি একটি করিয়া অপ্সরাগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহারা আগ্রহের সঙ্গে স্ব স্ব পরিচয় দিতে লাগিল।]

১মা অপ্সরা। আমি উর্বশী—অমরাবতীর সকল দেবতাই আমাকে প্রীতির চক্ষে দেখে থাকেন।

২য়া অপ্সরা। শুনেছেন তো রাজা, তিলোত্তমার রূপের খ্যাতিটা ত্রিভুবন জুড়েই?

৩য়া অপ্সরা। রম্ভাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে যায়—স্বর্গে এমন দেবতা একজনও নেই রাজা!

অন্য অপ্সরা। এই গর্বিতাদের সামনে মেনকা তার রূপের পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ কর্‌ছে; কারণ, কঠোরতপা বিশ্বামিত্র—

[ইন্দ্রনীল অন্যান্য অপ্সরাগণের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহারা 'আমার রূপে' 'আমি' ইত্যাদি কহিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া রতির নিকটে আসিয়া তাহার প্রতি চাহিলেন।]

ইন্দ্রনীল। স্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টি…রূপ ও বিনয়ের অদ্ভুত সম্মেলন …অতুলনীয় সুষমার চমৎকার সমাবেশ! আমার চক্ষে ত্রিলোকশ্রেষ্ঠা রূপবতী ইনিই। [রতির হস্তে পদ্মটি দান করিলেন।]

রতি। চিরস্মরণীয় থাক্‌লো রাজা, তোমার বিচার! করাল! মুক্ত কর মায়াজাল! ঐ দেখুন দেবর্ষি, পথ মুক্ত!

দেবর্ষি। আঃ—শান্তি! মহাবিপদ হ'তে আমায় রক্ষা কর্‌লে রাজা! ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।

১মা অপ্সরা। দাঁড়ান দেবর্ষি!

দেবর্ষি। আবার কেন?

১মা অপ্সরা। বিপন্মুক্ত করিতে তোমায়
যে বিচার করিলেন রাজা,
দেবো পুরস্কার তার—
সম্মুখে তোমার।

দেবর্ষি। দেবে পুরস্কার?

১মা অপ্সরা। হ্যাঁ। শোন—শোন বিচারক,
স্বর্গে—মর্ত্তে—রসাতলে
রহিয়াছে কোটী কোটী রূপবতী,
রূপে গুণে হীনা নন্ তাঁরা।
অবহেলি তাঁহাদেরে—
দানিলে শ্রেষ্ঠত্ব তুচ্ছ মদন-প্রিয়ায়।
এই পক্ষপাত বিচারের হেতু—

দেবর্ষি। উর্বশি—উর্বশি—

১মা অপ্সরা। দিনু অভিশাপ—
রমণীর লাগি পাবে তীব্র মনস্তাপ!

অন্ধ হ'তে না হইতে গত তিনদিন—
রাজ্য তব হইবে শ্রীহীন।

[অপ্সরাগণ চলিয়া গেল।

ইন্দ্রনীল। [বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।]

দেবর্ষি। ওঃ। শোন্—শোন্
ওরে দাম্ভিকা নর্ত্তকি,
বিনা অপরাধে যেইরূপ দিলি অভিশাপ
এক পুণ্যবান ধার্মিক রাজায়,
সেইরূপ তোরে আমি
দিই অভিশাপ—

[দেবর্ষির বাক্য শ্রবণে ইন্দ্রনীল নিজের
বেদনা ভুলিযা কহিলেন।]

ইন্দ্রনীল। হে মহান্ ঋষি!
করি অনুবোধ—দিও নাকো ঘৃতাহুতি
প্রজ্বলিত হুতাশন 'পরে।
তুলো নাকো ঝড়…
এনো না প্রলয় স্রষ্টার সাম্রাজ্যে।
লভিয়াছে যোগ্য পুরস্কার
মাতৃরূপ-বিশ্লেষণকারী।
মন্দ অদৃষ্টের সাথে তার
নিজ ভাগ্যে কেন তুমি করিছ জড়িত?

দেবর্ষি। থামো—থামো রাজা!
দেখি কতদূর গর্বিতার
রূপদম্ভ-সীমা!

ইন্দ্রনীল। শান্ত হও—শান্ত হও
হে মহান্! কিবা প্রয়োজন?
কেন ঋষিত্ব বর্জন?
মুক্ত পথ—ত্যজি ক্রোধ
চ'লে যাও ত্বরা।
নহে, আবরিবে পুনঃ
বিপদের মেঘজাল
ভাগ্যাকাশ তব।

মন্নু পুনরায় ছুটিয়া আসিল।

মন্নু। হায়—হায়, ঠাকুর বাবা, কেন তুলিয়েছিলি ফুলটা? কী সরবনাশ হইয়ে গেলরে!

ইন্দ্রনীল। ব্যাধ—ব্যাধ,
নাহি শোনে যেইজন
হিতকামী বান্ধবের কথা,
পশ্চাতে অশান্তি পায
অনুতাপ ব্যথা!

মন্নু। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিল] চল্…চল্ রেজা, হামার সাথে চল্। জংলীদের নাচ গান দেখলে তুহার মনের ব্যথা কমিয়ে আস্‌বে।

দেবর্ষি। যাও রাজা, যাও।

ইন্দ্রনীল। না ঋষি,
অভিশাপে অপবিত্র দেহ…
প্রবেশের নহি যোগ্য
সুপবিত্র ব্যাধের কুটিরে।

যাও ঋষি—যাও ব্যাধ !
অভিশপ্ত-স্পর্শ-কলুষিত
এই স্থান হ'তে দূরে।
একাকী থাকিতে দাও
ভুঞ্জিবারে যোগ্য কর্মফল।

মন্নু। রেজা—রেজা—

ইন্দ্রনীল। অস্ত গেল সুখরবি
ইন্দ্রনীল-ভাগ্যাকাশ হ'তে !
বুঝি তাই—
সহসা থামিয়া গেল বিহগের গান !
নিভে গেল ধরণীব আলো !
মুছে গেল পথবেখা বিন্ধ্যবুক হ'তে !

[কয়েক মুহূর্ত উদাস দৃষ্টিতে চহিয়া রহিলেন।]

মন্নু। দেখ্ ঠাকুর বাবা, দেখ্—দেখ্ !

দেবর্ষি। বুঝতে পারিনি ব্যাধ, নিজেকে বিপন্মুক্ত কর্‌তে গিয়ে এমন একজন ধর্মপ্রাণ রাজার সর্বনাশ ক'রে ফেল্‌বো! জানি না, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কিসে !

[চলিয়া গেলেন।

মন্নু। রেজা !

ইন্দ্রনীল। ওঃ ! অনন্ত আঁধার গ্রাসিল ধরণী !
কোথা সঙ্গিগণ—কোথায় শিবির ?
না পারি চিনিতে পথ।
বলিতে কি পারো ব্যাধ,
কোথা যাই ঘন অন্ধকারে ?

প্রজ্বলিত দীপহস্তে মোহন আসিল।

মোহন।—

গান।

এগিয়ে এসো···এগিয়ে এসো ওগো পথহারা!
অন্ধকারে ডাকছে তোমায় আমার আলোকধারা॥
সাম্‌লে চলো নাম্‌ছে বাদল, পা রেখো ঠিক, কাঁপছে ভূতল;
পথহারার থাক্‌বে সাথী নিশীথ রাতের তারা॥

[মোহনের দীপশিখা ইন্দ্রনীলকে আহ্বান করিতে করিতে দূরে যাইতে লাগিল।

ইন্দ্রনীল। পেয়েছি সন্ধান, দীপশিখায় নয়···তোমারই রূপালোকে! এসো ব্যাধ, আমরা অনুসরণ করি ওই রূপজ্যোতি লক্ষ্য ক'রে।'

[সকলে চলিয়া গেল।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

সখীগণ ও পদ্মা।

সখীগণ।—

গান।

কার আগমন লাগি রে
আজ এই উপবন সাজলো।
কোন্ ভোমরায় ভাবি রে
ফুল তার বুকে মৌ রাখ্‌লো॥

১মা।— শোন্ ওই কোকিলার কুহু রে,
২য়া।— থাম্, মন ক'রে উঠে উহু রে,
৩য়া।— জেগে ওঠা যৌবন মিলন মাগে রে,
৪র্থী।— আঁখিঠারে বঁধু ওই ডাক্‌লো॥

পদ্মা। যা—যা, ভাল লাগছে না!

১মা সখী। কী?…গান…না আমাদের থাকা?

পদ্মা। দু'টোই।

১মা সখী। তা' লাগবে কেন? যেতে চাইলেও তোমার মন যাকে ছাড়তে চাইবে না, সেও আস্‌ছে!

[সখীগণ চলিয়া গেল।

পদ্মা। আস্‌ছে! [দীর্ঘশ্বাস সহকারে] পিতা কর্‌ছেন স্বয়ম্বরের আয়োজন…জানি না, কার গলায় বর-মাল্য দিয়ে পিতার স্নেহনীড় ছেড়ে যেতে হবে।

গীতকণ্ঠে দৈব আসিলেন।

দৈব ।—

গান।

ওরে নীল আকাশের পাখি রে,
নীল আকাশের পাখি!
ছেড়ে মুক্ত আলো লাগ্‌লো ভালো
সোনার খাঁচাটা কী?
ঝড় বাদলে গহন বনে সবুজ পাতার ছায়া,
বলনা পাখি কেমন ক'রে কাটালিরে তার মায়া?
শেকলখানা জড়িয়ে পায়ে রাখ্‌ছে কেবল ছাতু দিয়ে,
নয়নের জল কি দিয়ে বল্ রাখ্‌লিরে তুই ঢাকি?

[চলিয়া গেলেন।

পদ্মা। বেশ ছিলাম! এ আমার মনের গতিকে ওলটপালট ক'রে দিয়ে গেল। ঝড়বাদল···গহন বন···সবুজ পাতা··· এ আবার কী? দূর ছাই। রাজা যজ্ঞসেনের কন্যা···রাজভোগে আবাল্য পালিত যে, তার ভাবনা কোথায়?

রতি আসিলেন।

রতি। মনে।

পদ্মা। কে বল্‌লে?

রতি। তোমার মুখ।

পদ্মা। কিসের ভাবনা?

রতি। পুরুষসঙ্গলাভের।

পদ্মা। দূর—দূর! স্বয়ম্বরটা কি বন্ধ হয় না ছন্দা? এ কী! কে তুমি?

রতি। চিন্‌লে না বিজয়া?

পদ্মা। কাকে কী বল্‌ছো? আমার নাম তো···

রতি। পদ্মা।

পদ্মা। তাহ'লে?

রতি। জানি গো, জানি! কত কালের পরিচয়···

পদ্মা। তোমার সঙ্গে? মহারাজ যজ্ঞসেনের কন্যার পরিচয় যার তার সঙ্গে!

রতি। গর্ব কর্‌ছো রাজার মেয়ে ব'লে! নিজের বাপকে ভুলে পরকে যে বাপ বলে, তার আবার গর্ব দেখ!

পদ্মা। কী! বাড়ী ব'যে এসে গালাগালি! স্পর্দ্ধা তো কম নয়! ওরে, কে আছিস্? ডাক্‌তো বাবাকে!

রতি। আঃ! এমন চট্‌বে জান্‌লে, বল্‌তুম না! পোড়ারমুখি, পরকে লাগিয়ে অপমান কর্‌বে নিজের জনকে! গলায় কলসী বেঁধে ডোব গে! [পদ্মার গালে ঠোকা মারিলেন।]

পদ্মা। এ কী! তুমি!

রতি। এতক্ষণে চিন্‌লে যজ্ঞসেন-কন্যা?

পদ্মা। সখি! সখি! কর্‌লে কী? কেন জালিয়ে দিলে ছাই চাপা আগুন? কেন স্মরণ করিয়ে দিলে আমার অতীত স্মৃতিকে? বল···বল, কেমন আছে মা? কেমন আছেন পিতা? কেমন আছে স্বর্গবাসিগণ?

রতি। রাহুগ্রস্ত চাঁদের ম্লান জোছনায় সারা আকাশ যেমন বিষাদ-মাখা হ'য়ে ওঠে, তোমার অভাবে স্বর্গের অবস্থাও সেইরূপ!

পদ্মা। ওঃ! মনে পড়েছে পার্বতীর অভিশাপ! মনে পড়েছে শঙ্করের আশ্বাসবাণী! কোথায় বিদর্ভ? কোথায় রাজা ইন্দ্রনীল?

রতি। [একখানি ছবি দেখাইয়া] এই যে !

[পদ্মা ছবিখানি লইয়া একাগ্রচিত্তে দেখিতে লাগিল, সেই অবকাশে রতি তাহার স্মৃতি হরণ করিয়া চলিয়া গেল।]

পদ্মা। কী সুন্দর! কে ইনি? স্বয়ম্বরের সংবাদ এঁর নিকট পৌঁছাবে কি? না যাই, বাবাকে বলিগে!

[চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

[নেপথ্যে রাহুসেন।—সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! আক্রমণ কর—আক্রমণ কর! বিরাট জলোচ্ছ্বাসের মতো একযোগে…একসঙ্গে! বিদর্ভের সেনাপতিকে বন্দী করা চাই!]

পলায়মানা গ্রাম্যরমণীগণ ছুটিয়া আসিল।

গ্রাম্যরমণীগণ।—

গান।

পালিয়ে চল্…পালিয়ে চল্!
আস্‌ছে তেড়ে পেছন হ'তে রাহুসেনের দল॥
মিন্‌সেরা কেউ নাইকো ঘরে,
যা' কিছু সব গুছিয়ে নেরে,
চল্‌রে পালাই চুপিসারে, আস্‌ছে লুঠের দল॥

[পলায়ন করিল।

রুদ্রমূর্তিতে রাহুসেন ও তৎপশ্চাতে জ্বলন্ত মশালহস্তে ভৈরব ও কালদণ্ডের প্রবেশ।

রাহুসেন। ঐ যে পালাচ্ছে! হত্যা কর···সর্বস্ব ছিনিয়ে নাও! সারা বিদর্ভবক্ষে বিভীষিকা জাগিয়ে তোল! ওকী! ওদিকের পল্লীতে এখনো ক্রন্দনরোল ওঠেনি যে! কালদণ্ড, ভৈরব! উল্কাবেগে ছুটে যাও—ঘরে ঘরে আগুন লাগাও! বিদর্ভটাকে শ্মশানে পরিণত কর!

শত্রুজিৎ আসিলেন।

শত্রুজিৎ। তা'হ'লে সেই শ্মশান-বক্ষে প্রথম প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠবে তোমাদেরই চিতা!

রাহুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভৈরব! কাল! আক্রমণ কর!

[যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। শত্রুজিতের প্রচণ্ড আক্রমণে রাহুসেন প্রভৃতি পলায়ন করিলেন।]

শত্রুজিৎ। কোথায় পালাবে দস্যু! যমালয়ে লুক্কায়িত হ'লেও তোমাদের পরিত্রাণ নেই।

করাল আসিলেন।

করাল। বাঃ! তুমি তো মস্ত বীর! তিন তিনটে জোয়ানকে তাড়িয়ে দিলে!

শত্রুজিৎ। তুমি কে?

করাল। হিতাকাঙ্ক্ষী···নাম করাল।

শত্রুজিৎ। হুঁ, নামের সঙ্গে চেহারারও সাদৃশ্য আছে! কী বলতে চাও তুমি?

করাল। বল্‌ছিলাম কি, তোমার বাহুতে যেরূপ জোর আছে, ইচ্ছা কর্‌লে রাজা হ'তে পার্‌তে!

শত্রুজিৎ। কী বল্‌লে?

করাল। শুন্‌লে তো! আমার এরূপ থাক্‌লে, রাজভগ্নীকে বিয়ে ক'রে সিংহাসনে ব'সে পড়্‌তাম।

শত্রুজিৎ। দ্বিতীয়বার এরূপ বাক্য উচ্চারণ কর্‌লে, আমি তোমায় হত্যা কর্‌বো।

করাল। ও-ও! তুমি একটি আস্ত বোকা। ছিলে গরীবের ছেলে, হয়েছ সেনাপতি। ভাগ্যটা তোমার কম কিসে শুনি? রাজা ছিল অনুপস্থিত...সুযোগও ছিল ভালো! তা' যাক্‌গে...আমার কি?

শত্রুজিৎ। মাথাটা গুলিয়ে গেল। চলতো করাল, নিরালায় ব'সে তোমার কথাগুলো আর একবার শুনি।

[করালসহ চলিয়া গেল।

একটা পোঁটলা পৃষ্ঠে বাঁধিয়া চন্দ্রচূড় আসিল।

চন্দ্রচূড়। গেল—গেল—সব গেল! চারিদিকে লুঠতরাজ! হায়—হায়, যাই কোথা! 'রাহুসেন'...কী বিদকুটে নাম বাবা! স্মরণ কর্‌লে গা ছম ছম ক'রে উঠে! না, সময় থাক্‌তে...

নেপথ্যে ফটিক। বাবা! ও বাবা!

চন্দ্রচূড়। এই রে! সার্‌লে!

নেপথ্যে ফটিক। বলি, ও বাবা!

চন্দ্রচূড়। [চাপাস্বরে] কী রে?

নেপথ্যে ফটিক। [অধিকতর উচ্চকণ্ঠে] আরে, কোথায় তুমি?

চন্দ্রচূড়। সব মাটি হ'লো! ওরে, আস্তে ডাক্‌না!

ফটিক আসিল।

ফটিক। কেন? বাবাকে গালভরে ডাক্‌বো, তা আস্তে কেন?

চন্দ্রচূড়। আস্তে কেন? তোর ঠাকুরদা'রা সন্ধান পেলে, বাবার নাম ভুলিয়ে ছাড়বে! দেখছিস্ রাহুসেনের দল আসছে!

ফটিক। আসুক্‌গে। এখন চল—তোমাকে রাণীমা ডেকে পাঠিয়েছেন। শীগ্‌গির চল।

চন্দ্রচূড়। কেন রে?

ফটিক। সন্দেশ খেতে! এ কী বাবা, তোমার পেছনে কিসের পৌটলা? খাবার নিয়ে পালাচ্ছ বুঝি? আমায় লুকিয়ে খাবে! উঁ—উঁ—উঁ— [ক্রন্দন]

চন্দ্রচূড়। থাম্—থাম্! কাঁদ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে! এ্যাঁ!

ফটিক। কী? এদিক ওদিক কী দেখ্‌ছো? কোথাও চুরি-টুরি ক'রে আন্‌লে না কী? জানো বাবা, প্রথমভাগে লিখেছে,—না বলিয়া পরের জিনিষ লইলে চুরি করা হয়?

চন্দ্রচূড়। এ্যাঁ! ব্যাটা যেন সরস্বতীর বরপুত্তুর!

ফটিক। বটে! ঠাট্টা আমায়! লেখাপড়া করিনি, না? ইতিহাস ভূগোল, কোন্‌টা অজানা বল? 'পৃথিবী গোল' ইতিহাসে কি এ কথা লেখেনি? সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র হিমালয় যাত্রা করিয়াছিলেন, ভূগোলে পরিষ্কার লেখা···

চন্দ্রচূড়। চমৎকার জ্ঞান! ব্যাস-বাল্মীকির অন্ন তুমিই উঠাবে!

ফটিক। রাজবাড়ীতে কখন যাচ্ছ তাহ'লে? ব'লে রাখছি—আমিও কিন্তু যাবো। কারা আস্‌ছে বাবা?

চন্দ্রচূড়। [না দেখিয়া] আস্‌ছে! হায়—হায়—

ফটিক। তুমি চট ক'রে এসো,—আমি চল্‌লাম! গুড়ে হয় মুড়কি চা'ল মাথলে নাড়ু, বাবার ভাগটা মুখে ফেলে পেট কর্‌বো গাড়ু!

[উচ্চৈঃস্বরে ছড়া কাটিতে কাটিতে চলিয়া গেল।

নেপথ্যে ভৈরব। ঐ যে কারা পালাচ্ছে!

চন্দ্রচূড়। গেলাম! মা কালি, রক্ষে কর!

ভৈরব আসিল।

ভৈরব। কে তুই?

চন্দ্রচূড়। মাইরি বাবা, আমি আদৌ পালাচ্ছি না!

ভৈরব। কী ওটা পিঠে বাঁধা?

চন্দ্রচূড়। কুঁজ! বাতাস লাগ্‌লে কোঁ কোঁ করে, তাই কাপড় জড়িয়ে—

ভৈরব। কই, দেখি?

চন্দ্রচূড়। খুলো না—খুলো না! ওহো-হো, কী ব্যথা!

ভৈরব। বাব্বা! পোঁটলার উপর কাপড় জড়িয়ে, বলে কি না কুঁজ! [পোঁটলা খুলিয়া] গহনা যে!

চন্দ্রচূড়। আজ্ঞে, গিন্নীর!

ভৈরব। হ'তে পারে না! চুরি করেছিস্!

চন্দ্রচূড়। রামচন্দ্র! আমি পৈতেয় হাত দিয়ে বল্‌ছি, ও অভ্যেস আমার নেই।

বর্শাহস্তে কালদণ্ডের প্রবেশ।

কালদণ্ড। সত্য বল্, নইলে রক্তগঙ্গা কর্‌বো!

[বর্শাফলক চন্দ্রচূড়ের বুকে ঠেকাইয়া দিল।]

চন্দ্রচূড়। দোহাই বাবা! একটু হাঁফ ছাড়তে অবসর দাও। সব কথাই বল্‌ছি।

ভৈরব। বল্‌?

চন্দ্রচূড়। গরীব বামুন ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলাম—

কালদণ্ড। তারপর?

চন্দ্রচূড়। কিছুই জুটলো না। মাথায় হাত দিয়ে, গাছতলায় ব'সে মা কালীকে দুঃখের কথা জানাচ্ছিলাম,—শব্দ উঠলো 'ঝুম্‌'।

ভৈরব। তারপর?

চন্দ্রচূড়। দেখ্‌লাম একখানি গহনা! ভক্তিতে বুক ভরে উঠলো—দয়া করেছেন মা! তখন চোখ বুজে 'মা' 'মা' ব'লে ডাক্‌তে থাক্‌লাম! মায়ের আশীর্বাদে পড়্‌তে থাকলো,—ঝুম্‌—ঝুম্‌—ঝুম্‌—

কালদণ্ড ও ভৈরব। এ্যাঁ!

চন্দ্রচূড়। অবাক হওয়ার কিছুই নেই! মা সকলের, যে ভক্তিভরে ডাক্‌বে, সেই তাঁর করুণা লাভ কর্‌বে!

ভৈরব। আমাদের মত পাপীকে মা দয়া কর্‌বেন?

কালদণ্ড। পেটের দায়ে আমরা করি খুন—ডাকাতি; মায়ের করুণা পেলে আমরা এ ব্যবসা ছেড়েই দিতুম—

চন্দ্রচূড়। দুষ্টু ছেলে কি মায়ের স্নেহে বঞ্চিত হয়? ডাকো তাঁকে—করুণাময়ীর করুণা পাবে বৈ কি! আহা-হা, মাগো—মা—মা—

কালদণ্ড। মা, বড় অধম আমরা—বহু পাপ করেছি; তুমি দয়া কর—দয়া কর মা! কই ঠাকুর?

ভৈরব। থাম কাল, আমি একবার মন দিয়ে মাকে ডাকি। মা কালি করালি—কালিকে কালরাত্রিকে—জগত্তারিণি তারা গো! কই ঠাকুর, পড়্‌ছে না তো?

চন্দ্রচূড়। এমন ক'রে ডাকার নাম কি মন দিয়ে ডাকা? একাগ্র-চিত্ত হও—মন দিয়ে প্রাণ খুলে ডাকো।

ভৈরব। ডাকার তো ইচ্ছে, কিন্তু মন মানে না যে!

কালদণ্ড। তাইতো, একাগ্রতা আসে কি ক'রে?

ভৈরব। চোখ দু'টো বেঁধে ডাক্‌লে হ'তো না কাল?

কালদণ্ড। ভৈরব, তোব মাথা আছে! আচ্ছা, ডেকে দেখি—

ভৈরব। থাম্—থাম্, আমি ডাকি—

কালদণ্ড। না রে না, আমি ডাকবো।

ভৈরব। তোর একাগ্রতা আমাব চেয়ে কম।

চন্দ্রচুড। দু'জনেরই যখন ইচ্ছা, এক সঙ্গে ডাকলেই পারো—

কালদণ্ড। বাঃ,—বেশ যুক্তি! ভৈরব কি বলিস্?

ভৈরব। তাই হোক্। বেঁধে দাও তো ঠাকুব!

[চন্দ্রচূড় একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা উভয়ের চক্ষু বন্ধন করিয়া দিল।]

চন্দ্রচূড়। বল—জয় মা কালি!

কালদণ্ড ও ভৈরব। জয় মা কালি! গরীব আমরা, দয়া কর মা!

চন্দ্রচূড়। [গহনাগুলিকে উচ্চ হইতে পতনের মতো শব্দ করিতে করিতে গুছাইয়া লইতে লাগিল।] বল—বল—পড়্‌তে সুরু হয়েছে! আহা, মা, তোর কী অসীম দয়া!

[পলায়ন করিল।

কালদণ্ড ও ভৈরব। শব্দ বন্ধ হ'লো কেন? মা, পাপীদের উদ্ধার কর—

রাহুসেন আসিলেন।

রাহুসেন। কর্‌ছি উদ্ধার—একেবারে পৃথিবী থেকে!

[একহস্তে তরবারির অগ্রভাগ অন্য হস্তে বর্শাফলক দ্বারা
কালদণ্ড ও ভৈরবের বক্ষ স্পর্শ করিলেন।]

ভৈরব ও কালদণ্ড। কী—যমের সঙ্গে চালাকি! তবে রে শালা! [বন্ধন খুলিয়া ফেলিয়া] রাজা!

রাহুসেন। বল্—চক্ষু বন্ধন ক'রে কেন প্রলাপ বক্‌ছিলি?

কালদণ্ড। প্রলাপ বকিনি রাজা, ডাক্‌ছিলাম মা কালীকে।

রাহুসেন। আমার আদেশ অমান্য ক'রে? কেন?

কালদণ্ড। পাপের পয়সায় গরীবের দুঃখ ঘুচে না, রাজা!

রাহুসেন। আজই বুঝলি? ডাকাতি ক'রে দিন কাটতো—চাক্‌রী দিয়ে উপার্জনের সুযোগ ক'রে দিয়েছি—এই কথা শোনবার জন্য?

কালদণ্ড। নাও তোমার অর্থ—

রাহুসেন। শোন্ কালদণ্ড! ইন্দ্রনীলকে আমার জয়-যাত্রার পথ থেকে সরিয়ে দে,—আরো কিছু দিচ্ছি।

কালদণ্ড। খুন আর আমরা কর্‌বো না!

রাহুসেন। ভৈরব, তোরও কী ঐ মত?

ভৈরব। কালের যখন ইচ্ছা নেই—

রাহুসেন। তাহ'লে ইষ্টকে স্মরণ কর! [তরবারি নিষ্কাসন]

শত্রুজিৎ আসিয়া শুভ্র পতাকা তুলিয়া ধরিলেন।

শত্রুজিৎ। প্রার্থী।

রাহুসেন। বিদর্ভ-সেনাপতি! কী চাও?—সন্ধি?

শত্রুজিৎ। না রাজা! চাই আপনার অনুগ্রহ!

রাহুসেন। সে কী! সুর উল্টো যে! অন্তরালে কোন উদ্দেশ্য আছে নাকি?

শত্রুজিৎ। আছে রাজা! আমি এসেছি, আপনার সঙ্গে একটা মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে!

রাহুসেন। সহজ ভাষায় বল সেনাপতি,—কী বল্‌ছো তুমি?

শত্রুজিৎ। আমি চাই রাজভগ্নীসহ বিদর্ভরাজ্যের অর্দ্ধাংশ! তা লাভ কর্‌তে হ'লে আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন!

রাহুসেন। লক্ষ্য চমৎকার! কিন্তু শত্রুজিৎ, দীর্ঘকাল যাকে শত্রুরূপে সম্মুখে দেখেছি—তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা শাস্ত্রের নিষেধ!

শত্রুজিৎ। শাস্ত্রব্যবসায়ী আমি, তরবারি স্পর্শে শপথ কর্‌ছি—মৈত্রী-বন্ধন অটুট থাকবে!

রাহুসেন। বিশ্বাস কর্‌লাম, চল চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর কর্‌বে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—কথার খেলাপ হ'লে রাহুসেনের তরবারি শত্রু-মিত্র বিবেচনা রাখবে না!

শত্রুজিৎ। স্মরণ রাখবো—রাজা রাহুসেনের মহত্ত্ব শত্রুকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করে।

রাহুসেন। কালদণ্ড, পুনরায় সুযোগ দিচ্ছি—যা, ইন্দ্রনীলের মাথাটা এনে দে! ভৈরব, প্রতিশ্রুত অর্থের দ্বিগুণ পাবি, যা! কী, তবুও নীরব! আচ্ছা, তোদের চোখের সাম্‌নে তোদের পুত্র-কন্যাকে হত্যা ক'রে চিনিয়ে দেবো—রাহুসেন কী ধাতু দিয়ে তৈরী!

[চলিয়া গেলেন।

কালদণ্ড ও ভৈরব। রাজা—রাজা—

শত্রুজিৎ। অর্থলাভের এমন সুযোগ মূর্খও হারায় না! চোখের সাম্‌নে পুত্রকন্যার মৃত্যু দেখা বড় সহজ নয়, কালদণ্ড! চিন্তা কর—একদিকে অর্থলাভের সঙ্গে পুত্রকন্যার জীবন রক্ষা—অন্যদিকে সব হারিয়ে

পুণ্যসঞ্চয়,—কোনটা বেশী কাম্য! আমার কথা রাখ্ তোরা—নিয়ে আয় রাজার মাথাটা!

[টাকার তোড়া একটা তাহাদের গায়ে ছুড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভৈরব। কাল, কী কর্‌বি?

কালদণ্ড। চল্! বাঁচতে হ'লে এ পশুদের গোলামী কর্‌তেই হবে।

[উভয়ে চলিয়া গেল।

চন্দ্রচূড় পুনরায় আসিল।

চন্দ্রচূড়। ওরে বাবা, ভেতরে ভেতরে শালার এ কী মতলব!

ফটিক আসিল।

ফটিক। বাবা,—শুনলে?

চন্দ্রচূড। হুঁ! তুই ছিলি কোথায়?

ফটিক। ওই গাছটার ডালে লুকিয়ে! কী কর্‌বে এখন?

চন্দ্রচূড়। চল্—রাণীমাকে খবরটা দিইগে!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দির।

মণি-মুক্তা-খচিত সিংহাসনে নিরঞ্জনের বিগ্রহ স্থাপিত, বিগ্রহগাত্রে অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে। পুরোহিত দেবদাস পূজা করিতেছেন, পুরনারীগণ শঙ্খ ঝাঁঝর প্রভৃতি বাজাইতেছে, ভক্তি-আপ্লুত-চিত্তে লীলা ও রাজমাতা সুনন্দা বিগ্রহের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। পূজাশেষে পুরোহিত এবং পুরনারীগণ স্তোত্র-সঙ্গীত গাহিলেন।

গান।

দেবদাস।— অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্, রামকৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণু,
বাসুদেব, ভগবন্নিরুদ্ধ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্।

পুরনারীগণ।— হে ভগবান্! হে ভগবান্!
কল্যাণ কর কল্যাণময়, দুঃখের কর অবসান।

দেবদাস।— বিশ্বমঙ্গল, বিভো জগদীশ, নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র,
মুক্তিদাযক, মুকুন্দমুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥

পুরনারীগণ।— হে অনাদি, হে অনন্ত, হে বিরাট্, হে মহান্!
মঙ্গল কর মঙ্গলময়, দুঃখের কর অবসান॥

দেবদাস।— রামচন্দ্র রঘুনাযক দেব দীননাথ দুরিতাক্ষয়কারিন্!
যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞেশ্বর, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥

পুরনারীগণ।— তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ, তুমিই বিষ্ণু।
করুণা কর করুণাময়, দুঃখের কর অবসান॥

দেবদাস।— দেবকীতনয়, দুঃখদাবাগ্নে রাধিকারমণ রম্য সুমূর্ত্তে!
দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥

পুরনারীগণ।— তুমি বাসুদেব, নন্দদুলাল রাধিকাজীবন সুন্দর,
গুণসিন্ধু দীনবন্ধু, দুঃখের কর অবসান॥

দেবদাস।— দুষ্ট নির্দ্দলন দেবদয়াল, পদ্মনাভ ধরণীধর ধীমান্!
রাবণান্তকরমেশমুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্॥

পুরনারীগণ।— যুগে যুগে তুমি হ'য়ে অবতার মোচন করেছ ধরণীভার,
ইচ্ছায় তব উঠিছে বিশ্বে শান্তির জয়গান॥

সুনন্দা। নিরঞ্জন! ওগো দেবতা! কোন্ অপরাধে বিদর্ভের এ সর্বনাশ কর্‌লে? নির্য্যাতিতের ক্রন্দনধ্বনি—প্রজাদের হাহাকার আর যে দেখতে পারছি না! ওগো দয়াল! ফিরিয়ে এনে দাও ইন্দ্রকে—নিভে যাক সমরানল—ফিরে আসুক পূর্ব্বশান্তি!

নেপথ্যে রাহুসেন। সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! আক্রমণ কর জলোচ্ছ্বাসের মতো—লাফিয়ে পড় কেশরীর লম্ফে—বিদ্রোহীগণের ছিন্নমস্তক দ্বারা প্রস্তুত কর মন্দির-প্রবেশের পথ।

লীলা। কীসের কোলাহল?

অনন্তদেব ছুটিয়া আসিলেন।

অনন্তদেব। প্রলয়ের!

সুনন্দা। কি হয়েছে গুরুদেব?

অনন্তদেব। রাহুসেন মন্দির লুণ্ঠনের জন্য ছুটে আস্‌ছে মা! গৃহে গৃহে অগ্নিকাণ্ড—দিকে দিকে লুণ্ঠন—পথে পথে শোণিত-তরঙ্গ! ওঃ, আর রক্ষা হ'লো না। মা! মা!

সুনন্দা। নিরঞ্জন! তোমার মনে এই ছিল?

লীলা। সেনাবাহিনী কী কর্‌ছে?

অনন্তদেব। নিশ্চেষ্ট!

সুনন্দা। শত্রুজিৎ কোথায়?

অনন্তদেব। দূত ফিরে এলো, সন্ধান পেলে না।

সুনন্দা। ওঃ, বিশ্বাসঘাতক! আমি স্বয়ং সৈন্যদের নিকট যাবো। আসুন গুরুদেব!

অনন্তদেব। কোন ফল হবে না মা! নুনের গুণ তারা ভুলে গেছে! আমি নিজে আহ্বান করেছিলাম, বেইমানের দল বল্‌লে—আমরা রাজপ্রতিনিধিকে জানি না, জানি সেনাপতির আদেশ।

লীলা। বল্‌তে পার্‌লে!

সুনন্দা। অসাড় হ'লো না জিহ্বা? বাজ পড়্‌লো না মাথায়? ওহো, নিরঞ্জন! তুমি কী মন্দিরে নেই?

রক্তাক্তকলেবরে রঞ্জক ছুটিয়া আসিল।

রঞ্জক। থাকলে, আগেই গুঁড়িয়ে ফেলতো শত্রুজিতের মাথাটাকে।

সুনন্দা। রঞ্জক! রঞ্জক! এ কী দশা তোমার?

রঞ্জক। পারলাম না মা! বিরাট জলস্রোত কী বালির বাঁধে আটকায়? পালিয়ে যান্ মা, পালিয়ে যান্!

সুনন্দা। পালিয়ে যাবো! কেন? তোমাদের রাণীমা কি তোমাদের সঙ্গে মর্‌তে পারবে না?

রঞ্জক। পারবেন জানি! কিন্তু কুলমর্য্যাদা দস্যুগণের পায়ে লুন্ঠিত হবে যে!

সুনন্দা। হোক্! তবুও যাবো না! তোমাদের যমের মুখে তুলে দিয়ে, কুলদেবতার বিগ্রহ ফেলে—

রঞ্জক। বিগ্রহরক্ষার ভার গ্রহণ কর্‌লো সেবক। যান্ মা, যান্, পলমাত্র বিলম্বে মহাবিপর্য্যয় নেমে আস্‌বে!

সুনন্দা। পুত্র! পুত্র!

রঞ্জক। কাঁদবার সময় অনেক পাবেন, কিন্তু পালাবার সুযোগ হারালে আর আসবে না! এই মুহূর্তে চলে যান্ পুরনারীগণকে নিয়ে! রাজপ্রতিনিধি, আপনিও।

অনন্তদেব। আমি যাবো?

রঞ্জক। হাঁ—হাঁ! কথা বাড়াবেন না! যান্! যান্!

সুনন্দা। ঠাকুর! বিগ্রহ নাও, চল।

রঞ্জক। বিগ্রহ অপসারণ করা চল্‌বে না! রাহুসেন বিগ্রহ অপহৃত দেখলে, গুপ্তপথ অনুসন্ধান ক'রে পশ্চাদ্ধাবন কর্‌বে!

সুনন্দা। ওগো কুলদেবতা! অপরাধ নিও না! পালিয়ে যাচ্ছি তোমায় ফেলে! তোমার মর্য্যাদা তুমিই রেখো! আর রক্ষা ক'রো তাদের, যারা রইলো তোমার বিগ্রহের রক্ষক।

অনন্তদেব। তোমার নাম নিয়ে চল্‌লাম, যেন ফিরে এসে আবার দেখতে পাই!

[সুনন্দা, অনন্তদেব, লীলা ও পুরনারীগণ চলিয়া গেল।

রঞ্জক। দেবতা! যুগযুগান্তরের পুণ্যপ্রতিষ্ঠিত মন্দির সত্যই কী দানব আক্রমণে চূর্ণবিচূর্ণ হবে? ওগো শাশ্বতদ্রষ্টা, তোমার দৃষ্টিশক্তি কী আজ বিলুপ্ত? দেখতে পাচ্ছো না এ বিপর্য্যয়? জাগো, জাগো দেব, তোমার বিশ্বত্রাসমূর্ত্তি দর্শনে রসাতলে তলিয়ে যাক্ শয়তানের দল!

[নেপথ্যে কোলাহল ও রাহুসেনের জয়ধ্বনি উঠিল।]

দেবদাস।—

গান।

হুঙ্কারে ওই মন্দির-দ্বারে উল্লাসে শয়তান।
বিগ্রহে তব রক্ষিতে তুমি জেগে ওঠো ভগবান্!
শঙ্খ, চক্র ধরিয়া করে, এস ছুটে দেব অসুরসংহারে,
যেমন করিয়া জেগেছিলে পেয়ে প্রহ্লাদ-আহ্বান।

করাল, কালদণ্ড ও রাহুসেন আসিলেন।

রাহুসেন। মন্দির-দ্বারে নয়—সম্মুখে।

রঞ্জক। এস, যম দাঁড়িয়ে।

দেবদাস। ঠাকুর! ঠাকুর!

[বক্ষে বিগ্রহ চাপিয়া ধরিলেন।]

রাহুসেন। ছিনিয়ে নাও করাল!

রঞ্জক। সাবধান! বিগ্রহ অপবিত্র করিস্‌নে, কুক্কুর!

করাল। বিষহীন সাপের ফোঁস্ ফোঁস্ অসহ্য!

রাহুসেন। পদাঘাতে পিষ্ট ক'রে ফেল ওর উদ্যত ফণাকে।

কালদণ্ড। এস পিশাচ!

রঞ্জক। আয় দস্যু! [যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল]

রাহুসেন। একযোগে—একসঙ্গে আক্রমণ কর!

রঞ্জক। [যুদ্ধ করিতে করিতে] নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! শক্তি দাও।

করাল। পাথরের ঠাকুর, ডাক শোনে?

রঞ্জক। ওঃ—দেবতা, শক্তি দাও—

কালদণ্ড। আমিই দিচ্ছি, শক্তি নয়,—শাস্তি! [অস্ত্রাঘাত]

[মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া রঞ্জক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

রাহুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ছিনিয়ে নাও বিগ্রহ! খুলে নাও অলঙ্কার। [চলিয়া গেলেন।

[কালদণ্ড বিগ্রহ কাড়িয়া লইলে, দেবদাস "নিরঞ্জন—নিরঞ্জন" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। করাল ক্ষিপ্রহস্তে অলঙ্কারাদি ছিনাইয়া লইল।]

কালদণ্ড। হাত্তোর নিরঞ্জন! [ছুড়িয়া ফেলিয়া] পাথর আবার দেবতা! [করালসহ চলিয়া গেল।

দেবদাস। ওহো, ঠাকুর! [বিগ্রহটিকে কুড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া] তোমার এ অপমান তুমি দেখতে পার্‌ছো! কী কর্‌লে? এ তুমি কি কর্‌লে? [বালকের মতো কাঁদিয়া উঠিলেন ; রঞ্জকের দেহ পরীক্ষা করিয়া] চক্ষু স্থির! হস্তপদ অসাড়! বক্ষস্পন্দন এখনো থামেনি! জল—ওঃ, দস্যুদল ঘড়াটি পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে! জল কোথায় পাই—জল—

[দ্রুত চলিয়া গেলেন।

জলের ঘড়াহস্তে মোহন আসিল।

মোহন।—

গান।

ধরণী-শয়নে কেন অচেতন, ওঠো ওগো বীরবর।
আঁখি মেলে দেখ আলোকের শিখা, হ'য়ে গেছে নিশি ভোর॥
হরিতে ক্লান্তি বহিছে বাতাস,
আনিছে শান্তি কুসুমসুবাস,
তৃষ্ণার বারি জোগাইতে বহে কুল্ কুল্ নির্ঝর॥

[মোহন রঞ্জকের চোখে মুখে জল দিলে, তিনি উঠিয়া বসিলেন। দেবদাস জল লইয়া আসিয়া মোহনের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিলেন।]

রঞ্জক। আঃ!

মোহন। জল খাবে? নাও!

[রঞ্জক জলপান করিলেন।]

রঞ্জক। বল বালক! তুমি কে?

মোহন। মোহন।

দেবদাস। মোহন! বল্ ছোঁড়া, এ ঘড়া তুই পেলি কোথায়?

মোহন। পথে।

দেবদাস। পথে? না, চুরি করেছিস্? এ যে আমাদের ঠাকুর-বাড়ীর ঘড়া।

মোহন। বেশ, নাও!

দেবদাস। নাও! চুরি করেছিস্, শাস্তি নিতে হবে না? চল রাজবাড়ীতে! [মোহনের হাত চাপিয়া ধরিল।]

মোহন। আহা-হা! ছাড়ো না! আমার নরম হাত,—বড় লাগছে! দূর ছাই! যাদের ভাল করবে, পাল্টে গালাগালি দেবে! এদের কাছে থাকতে আছে!

[চলিয়া গেলেন।

দেবদাস। হায়! পেয়েও হারালুম।

রঞ্জক। কী?

দেবদাস। আমার আরাধ্যকে! আমি ওঁর বুকে ভৃগুপদ-চিহ্ন দেখতে পেয়েছি! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন! দাঁড়াও! ফিরে এস!

[ছুটিয়া গেলেন।

রঞ্জক। ওঃ! বৃথায় ছুটছো ব্রাহ্মণ, নিরঞ্জন এতক্ষণে জগতের দৃষ্টির বহির্ভাগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

বিন্ধ্যাচলের একাংশ ।

মুহ্যমান ইন্দ্রনীল পদচারণা করিতেছেন ।

ইন্দ্রনীল । শ্রীহীন হইবে রাজ্য,
আত্মজন কাঁদিবে নিয়ত ;
উর্বশীর অভিশাপ
না হ জানি, কোন্‌রূপে দেবে দেখা
ইন্দ্রনীল-অদৃষ্ট-গগনে !
বহুদিন রাজ্য-ছাড়া, না পাই সংবাদ
কুশলে আছেন কি-না জননী আমার
পরিজন সহ ! না পারি বুঝিতে
কিরূপে কাটায় কাল প্রিয় প্রজাগণ ।
স্নেহশীল গুরুদেব,
শত্রুজিৎ বিশ্বস্ত বান্ধব,
প্রভুভক্ত নগর-অধ্যক্ষ
সুনিশ্চয় রাখে লক্ষ্য সবার উপরে ।
তবু কেন দুরু দুরু কেঁপে ওঠে হিয়া,
কেন মন ক্ষণে ক্ষণে হতেছে চঞ্চল !

রতি আসিলেন।

রতি। রাজা!

ইন্দ্রনীল। কে? তুমি! আবার কী জন্য এসেছ?

রতি। দেখতে।

ইন্দ্রনীল। কী? আগুনগিরির গহ্বরে দাঁড়িয়ে কেমন আরাম উপভোগ করছি? বিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গাঘাতে স্থির আছি কি-না? এই তো?

রতি। না—না! উর্বশী নই আমি।

ইন্দ্রনীল। তারই জাতি—সঙ্গিনী—প্রতিবাসিনী তো? তোমাদের মুখে অমৃত—অন্তরে হলাহল! যাও নারি, দেখ্‌তে এসো না আর!

রতি। ভুল বুঝছো রাজা!

ইন্দ্রনীল। ঠিকই বুঝেছি! এসেছ একহস্তে আশীর্ব্বাদ আর অন্য-হস্তে বিষের বাটী নিয়ে। তুষ্টিসাধন করতে পারলে করবে আশিস্—নইলে ঢেলে যাবে বিষ!

রতি। কী বল্‌ছো সব! আমি যে তোমার সুবিচারে গৌরব-আসনে অধিষ্ঠিতা!

ইন্দ্রনীল। প্রশংসা কর্‌লে যখন, ধন্যবাদের সঙ্গে কর্‌ছি নমস্কার! যাও।

রতি। শোন রাজা! আমারই জন্য তুমি শান্তিহারা—তাই—

ইন্দ্রনীল। অবাধ্য রমণি!
বারে বারে অবহেলি রাজ-অনুরোধ
করিতেছ উত্যক্ত তাহায়!
শান্তির নিকুঞ্জে ছিল রাজা ইন্দ্রনীল,

তোমারই ষড়যন্ত্রে
নিমজ্জিত সে আজিকে বিষের সায়রে !
সর্ব অঙ্গে দুর্নিবার অভিশাপ-জ্বালা,
তুমিই কারণ তার !
[তরবারি টানিযা] হত্যা—
হত্যাই যোগ্য শাস্তি তব।

গীতকণ্ঠে দৈব আসিলেন।

দৈব।—

গান।

বাহুতে কি তব এতই শক্তি
অসিতে কি তব এতই ধার ?
পারিবে কী ক্ষেপা বধিতে উহারে
শমন ওখানে মেনেছে হার ॥
পরমায়ু যার হরেনি বর্ষ,
কালও যাহারে করেনি স্পর্শ,
কিসের সাহসে তাহার ধ্বংসে
ঊর্ধ্বে তুলেছ হাত তোমার ॥

[চলিয়া গেলেন।

ইন্দ্রনীল। ওঃ, কী তীব্র তোমার নয়ন-দ্যুতি ! সম্বর—সম্বর !
রতি। প্রকৃতিস্থ হও ! শোন রাজা, তোমাকে যা বল্‌তে চাই !
ইন্দ্রনীল। বল—বল।
রতি। নাও। [একখানি ছবি রাজার হস্তে দিল।]
ইন্দ্রনীল। কী—ও ?

রতি। দেখ! জ্বালায় যখন মনটা ভরে উঠবে, খুলে দেখো ওটা, শান্তি পাবে। [চলিয়া গেলেন।

ইন্দ্রনীল। [খুলিয়া দেখিযা] অপূর্ব্ব সুন্দরী! কে ইনি?

ছুরিকাহস্তে অতি সন্তর্পণে ভৈরব আসিল।

ভৈরব। যম! বহু সন্ধানের পর পেয়েছি! দিই শেষ ক'রে!

[মন্নু পশ্চাতে থাকিযা ভৈরবের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। ভৈরব ইন্দ্রনীলকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে সে তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিল।]

মন্নু। বেইমান!

[ভৈরব বেগতিক দেখিয়া মন্নুকে প্রচণ্ড আঘাত করিল এবং নিজেকে মুক্ত কবিয়া মুহূর্তে পলায়ন করিল।]

মন্নু। ওঃ!

ইন্দ্রনীল। কি হ'লো! কে ওই আততায়ী? কেন তোমাকে আঘাত কর্‌লে? ব্যাধ! ব্যাধ!

মন্নু। দুশমন হামার নয় রেজা, তুহার।

ইন্দ্রনীল। আমার! এই দুর বিন্ধ্যাচলে আমার জীবনের ওপর লক্ষ্য করে, কে ও?

মন্নু। হামিলোক্ কেমন করিযে জান্‌বে? দেখ্‌লো দুশমন তুহার কলিজা তাক করিয়ে ছোরা উঠিয়েছে, তাইতো পেছন থেকে ধর্‌লো!

ইন্দ্রনীল। জীবনদাতা ব্যাধ, তোমার এ ঋণ অপরিশোধ্য!

জনৈক ঘোষবাদক বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে আসিল।

মন্নু। কিসের ঢেঁড়ারারে?

ঘোষবাদক। রাজা যজ্ঞসেন তার কন্যার স্বয়ম্বরের আয়োজন করেছেন। সারাভারতের রাজন্যবর্গ, অতিথি, দর্শক, যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারেন।

[চলিয়া গেল।

মন্নু। চল্‌না রেজা!

ইন্দ্রনীল। বহুদিন রাজ্যছাড়া, চল, ফেরার পথে ওইপথ হ'য়েই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সভাগৃহ।

অনন্তদেব ও লীলা আসিলেন।

লীলা। বলুন গুরুদেব, রাজ-প্রতিনিধি আপনি না শত্রুজিৎ?

অনন্তদেব। কেন মা?

লীলা। একজন সামন্তরাজা বিদর্ভবক্ষে তাণ্ডবলীলা চালিয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে পালিয়ে গেল, আজও প্রতিকার হ'লো না? রাজকীয় সৈন্যবাহিনী কি মৃত?

শত্রুজিৎ আসিলেন।

শত্রুজিৎ। জীবিত!

অনন্তদেব। সেনাপতি, উত্তর দাও রাজভগ্নীর প্রশ্নের।

শক্রজিৎ। রাহুসেনের পলায়নের কারণটা কি, চিন্তা করেছেন রাজভগ্নি ?

লীলা। সেনাপতি মশায কি বল্‌তে চান্ যে, তাঁরই ভয়ে সে পালিয়েছে ?

শক্রজিৎ। রাজভগ্নী অস্বীকার কর্‌লেও, প্রকৃতিপুঞ্জ শক্রজিতের বাহুবলেরই প্রশংসা কর্‌ছে।

রঞ্জক আসিলেন।

রঞ্জক। সেনাপতি মশায় ভুল শুনেছেন; নযত বধির! সবাই বল্‌ছে এই বিপর্য্যয়ের দায়ী সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা।

শক্রজিৎ। শুনছেন রাজপ্রতিনিধি ?

অনন্তদেব। উর্ধতন কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও, তাঁর মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে কথা বলা উচিত নগরাধ্যক্ষ !

লীলা। রাজপ্রতিনিধি কি তাহ'লে অভিযোগগুলিকে অসত্য মনে করেন ?

রঞ্জক। এ অভিযোগ কল্পিত নয়।

শক্রজিৎ। প্রমাণ দিতে পার্‌বে ?

চন্দ্রচূড় আসিল।

চন্দ্রচূড়। খুব পারবো।

অনন্তদেব ও শক্রজিৎ। তুমি দেবে প্রমাণ ?

চন্দ্রচূড়। কেন, আমি কি কিষ্কিন্ধ্যা থেকে এসেছি ? আমি সবই দেখেছি !

শক্রজিৎ। কী দেখেছ ?

লীলা। বল তো ঠাকুর, সেনাপতি মশায়ের কর্ত্তব্যহীনতা-সম্পর্কে তোমার কী বল্‌বার আছে ?

শত্রুজিৎ। ব্রাহ্মণ, বলবার পূর্ব্বে প্রমাণ কর তুমি অভিযোগ আনয়নকারীগণের পক্ষভুক্ত নও !

রঞ্জক। তাহ'লে সেনাপতি মশায় কী বল্‌তে চান, তাঁর মত সমর্থনে যিনি কথা না বল্‌বেন, তিনিই অভিযোগ আনয়নকারীগণের দলভুক্ত ?

অনন্তদেব। আঃ ! থাম রঞ্জক ! ব্রাহ্মণ, আশা করি তুমি সত্য কথাই বল্‌বে।

চন্দ্রচূড়। পৈতেয় হাত দিয়ে বল্‌ছি, আমি ওসব দলাদলির মধ্যে নেই বাপু ! নিজের চোখে যা দেখেছি, তাই বল্‌বো ; কথাটা যে পক্ষে যায় যাক্‌ !

অনন্তদেব। বল, কী দেখেছ ?

চন্দ্রচূড়। দেখেছি—বিশ্বস্ত সেনাপতি মশায়কে ডাকাতশ্রেষ্ঠ রাহু-সেনের সঙ্গে মিতালি কর্‌তে।

অনন্তদেব। এঁ্যা !

লীলা ও রঞ্জক। বুঝুন রাজপ্রতিনিধি !

অনন্তদেব। শত্রুজিৎ ! এ কথা কী সত্য ?

শত্রুজিৎ। সম্পূর্ণ মিথ্যা ! একেবারে অবিশ্বাস্য !

ফটিক আসিল।

ফটিক। হ'তেও পারে ! মিথ্যা বলার অভ্যাসটা বাবার বরাবরই আছে।

শত্রুজিৎ। শুনুন রাজপ্রতিনিধি, পিতার সম্বন্ধে পুত্রের কী প্রকার মন্তব্য !

চন্দ্রচূড়। হতভাগা, এটা রাজসভা, নইলে···! যা এখান থেকে উল্লুক!

ফটিক। একা লুচি সন্দেশ খাবে ব'লেই কি বাবা আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ?

শক্রজিৎ। কার সাধ্য তোমায় তাড়াবার। বল, তোমার বাবা মিথ্যাকথা বলেছেন কী না?

ফটিক। শুধু কী মিথ্যা বলেছেন? গোপনও করেছেন যে, তুমি যে টাকার তোড়াটা সেই দু'ব্যাটা ডাকাতের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে "রাজা ইন্দ্রনীলকে খুন কর্‌তে না পার্‌লে তোদের সবংশে মেরে ফেল্‌বো," ব'লে ভয় দেখালে, বাবা এ কথাটা বলেনি তো।

অনন্তদেব, লীলা ও বঞ্জক। সে কী!

শক্রজিৎ। হুঁ! একটা বিরাট ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে!

চন্দ্রচূড়। ব্যাপার ভাল ঠেক্‌ছে না! লুচি সন্দেশটা কেন যায়! ফট্‌কে, রাণীমার কাছে পালাই চল্‌।

ফটিক। তাই চল বাবা! বেলা থাকতে কাজ গোছানোই ভাল।

[চন্দ্রচূড় ও ফটিক চলিয়া গেল।

অনন্তদেব। এই সকল অভিযোগ-সম্পর্কে তোমার কিছু বল্‌বার আছে, শক্রজিৎ?

শক্রজিৎ। আছে! তা বল্‌বো রাজাকে।

লীলা। সিংহাসনে ব'সে বর্ত্তমানে যিনি রাজদণ্ড ধারণ করেছেন, তিনি বোধ হয় কাঠের পুতুল?

শক্রজিৎ। যা খুসী মনে কর্‌তে পারেন। [প্রস্থানোদ্যত]

অনন্তদেব। দাঁড়াও!

শক্রজিৎ। কী বল্‌তে চান্‌?

অনন্তদেব। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর এবং একাধিক।

আমি তার বিচার করবো। শোন, আমার প্রথম দণ্ডাদেশ—তুমি পদচ্যুত।

শত্রুজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! স্বাধীনতা লাভের সৌভাগ্য যে এ-ভাবে হবে, তা আমি কল্পনাও করিনি। [তরবারি ফেলিয়া দিলেন।]

অনন্তদেব। দ্বিতীয় দণ্ডাদেশ—কারাগার।

শত্রুজিৎ। কেশরীর থাবার আঘাত সহ্য ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে, তেমন কারাগার বিদর্ভে কোথায়? [প্রস্থানোদ্যত]

লীলা। রাজদ্রোহী।

অনন্তদেব। বন্দী কর রঞ্জক, ওই রাজদ্রোহীকে!

রঞ্জক। [মুক্ত তরবারিহস্তে পথরোধ করতঃ] দাঁড়াও! পদমাত্র ভূমি অতিক্রম করলে, ভূতল চুম্বন করবে তোমার স্কন্ধচ্যুত শির!

শত্রুজিৎ। মূর্খ, মনে করেছ, শত্রুজিৎ সনন্দ ত্যাগ করেছে ব'লে, সে অস্ত্রহীন! [পরিচ্ছদ মধ্যে লুক্কায়িত তরবারি টানিয়া] ছাড় পথ!

ক্ষিপ্রপদে সুনন্দা আসিলেন।

সুনন্দা। মুক্ত পথ!

অনন্তদেব। আমি আদেশ দিয়েছি বন্দী করতে।

সুনন্দা। আমি আদেশ করছি—পথ মুক্ত করতে।

লীলা। রাজপ্রতিনিধির আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হ'চ্ছে রাজমর্যাদায় আঘাত দেওয়া।

সুনন্দা। অর্থ ক'রে তোকে বোঝাতে হবে না লীলা, আমিও রাজার মা। রঞ্জক!

অনন্তদেব। দাঁড়িয়ে আদেশ দান রাজমাতার পক্ষে শোভনীয় নয়। আসুন সিংহাসনে।

সুনন্দা। প্রয়োজন হ'লে বস্‌বো বৈকী! তরবারি সংযত কর রঞ্জক!

লীলা। রাজদ্রোহী পলায়ন কর্‌বে যে, মা!

সুনন্দা। রাজদ্রোহী তোমরাই! হয়তো ওর কিছু অপরাধ লক্ষিত হয়েছে; তাই তাকে সবাই মিলে অপমান কর্‌ছো সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে? শত্রুজিৎ!

শত্রুজিৎ। মা!

সুনন্দা। বিদর্ভ-সীমানার মধ্যে শত্রুর শিবির—প্রজার হাহাকার আজও থামেনি, এ সময় অস্ত্র ত্যাগ ক'রে যাচ্ছ কোথায়?

শত্রুজিৎ। রাজপ্রতিনিধি আমায় পদচ্যুত করেছেন, মা!

সুনন্দা। পদের অধিকার দিয়েছিল কে? রাজা, না রাজপ্রতিনিধি? গ্রহণ কর তরবারি।

শত্রুজিৎ। ও গুরুভার বহনের যোগ্যতা বিদর্ভে অনেকেরই আছে। আমায় আর কেন মা? তুচ্ছ এক ব্রাহ্মণের কথায় সবারই চোখে আমি এখন অবিশ্বাসী।

সুনন্দা। তাই ফেলে পালাবে যার তার কথায় রাজার দেওয়া বিশ্বাসকে? আমার কাছে ইন্দ্র যা, তুমিও তাই। আর কথাটী ক'য়ো না; রক্ষা কর মায়ের আদেশ।

শত্রুজিৎ। মাতৃ-আদেশে গ্রহণ কর্‌লাম বিদর্ভরক্ষার গুরুভার!

[তরবারি গ্রহণ করতঃ সুনন্দার পদধূলি লইয়া রঞ্জক প্রভৃতির দিকে কুটিল-দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন।]

অনন্তদেব। গ্রহণ করুন রাজমাতা, রাজদণ্ড।

সুনন্দা। আপনার আবার হ'লো কী?

লীলা। কী হ'লো না, তাই শুনি? রাজপ্রতিনিধিকে এরূপভাবে অপমান বিদর্ভের আর কোন রাজমাতা করেননি!

অনন্তদেব। তারপর অস্ত্র তুলে দিলেন তারই হাতে, যে আপনার পুত্রকে হত্যা কর্‌তে ঘাতক নিয়োজিত করেছে!

সুনন্দা। ঘাতকহস্তে মৃত্যু যদি আমার পুত্রের বিধিলিপি থাকে, তাহ'লে বিদর্ভের সমগ্রশক্তি নিয়োগে সে লেখার গতিরোধ হবে কী?

রঞ্জক। ক্রুর সর্পকে প্রশ্রয় দিয়ে ভাল কর্‌লেন না, মা!

সুনন্দা। আঘাতপ্রাপ্ত সর্প চ'লে গেলে, যাকে তাকেই দংশন কর্‌তো। তাই তাকে আটক রাখলাম, বুঝলে রঞ্জক!

অনন্তদেব। এঁ্যা, তাই কী!

সুনন্দা। গুরুদেব, সবই শুনেছি! তাই চন্দ্রচূড় ঠাকুরকে পাঠিয়ে এলাম ইন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে! অপেক্ষা করুন, সে আসুক।

অনন্তদেব। মার্জ্জনা করুন মা, অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম আপনার ব্যবহার দেখে! ঠিকই করেছেন! ঘরের ভেতরে-বাইরে শত্রু, পা-টিপে চলাই ভালো।

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

পদ্মা নিবিষ্টমনে ছবি দেখিতেছে।

পদ্মা। [দীর্ঘশ্বাসসহ] ভাবতে পারি না! কে সে অপরিচিতা? কেন দিয়ে গেছে ছবিখানি? আহা, কী সুন্দর! [বক্ষে চাপিয়া] যত দেখি, দেখাব সাধ মেটে না! যতই ভাবি, নিজেকে হারিয়ে ফেলি! কে ব'লে দেয় ছবিটি কার?

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ

সখীগণ।—

গান।

মনের কথা যে জান্‌বে,
চোখের ভাষা যে বুঝবে,
ও রাজকুমারি, ছবিটি তার!
যে জন কথায় কথায়
টান্‌বে বুকে তোমায়,
কর্‌বে আলা হৃদয় তোমার।
বসন্তে মলয়-রথে
আস্‌বে যে তোমায় নিতে,
থাক্‌বে গলায় কুসুম-হার॥

[চলিয়া গেল।

পদ্মা। [ছবি দেখিতে দেখিতে] দিনের প্রতিক্ষণ থাকি আগমন-

প্রতীক্ষায়···রজনীর প্রতিপল কাটাই তোমার চিন্তায়! তুমি কী আস্‌বে না প্রিয়বর!

যজ্ঞসেন আসিলেন।

যজ্ঞসেন। এখনো ঘুমোওনি, মা?

পদ্মা। অসময়ে তুমি কেন, বাবা!

যজ্ঞসেন। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও চোখে ঘুম এলো না! দুশ্চিন্তা জগদ্দল পাথরের মতো বুকটায় চেপে বস্‌লো! কয়েকদিন পরে তোর স্বয়ম্বর! নিজের হৃৎপিণ্ডকে নিজের হাতে ছিঁড়ে অন্যের হাতে তুলে দিতে হবে—

পদ্মা। মুখ ফিরালে যে! ওকী! তোমার চোখে জল! না, স্বয়ম্বর বন্ধের জন্য ঘোষণা ক'রে দাও বাবা, আমি তোমায় ফেলে কোথাও যেতে পারবো না।

যজ্ঞসেন। তা কী হয় মা! তোর অজ্ঞাতে প্রকৃতি তোকে পরের বাড়ী যাওয়ার জন্য তৈরী করেছে যে!

পদ্মা। করুক! কুমারী-ব্রত নিয়ে আমি সারাজীবন তোমার গৃহে থাক্‌বো!

যজ্ঞসেন। তাও কী সম্ভব পদ্মা! শাস্ত্র—সমাজ—

পদ্মা। নিন্দা কর্‌বে? করুক! সমাজ তো কেবল নিন্দা কর্‌তেই জানে, কারো বুকের ব্যথা বুঝতে জানে না।

যজ্ঞসেন। শোন্‌ মা! অবুঝ হ'স্‌নে! সারা ভারতবর্ষকে তোর স্বয়ম্বরে আহ্বান জানিয়েছি, সমস্ত রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে দূত ফিরে এসেছে। কেবল মাত্র বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীলের সাক্ষাৎ পায়নি! এ সময় স্বয়ম্বর বন্ধ করা চলে?

পদ্মা। [বিচলিত হইয়া স্বগত] বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল! কোথায়

যেন শুনেছি এ নাম! মনে তো পড়্ছে না! শ্রবণে এ কী মাদকতা! স্মরণে কেন এতো আকর্ষণ!

যজ্ঞসেন। তোর কোন অসুখ করেছে নাকি মা! বড় চঞ্চল দেখাচ্ছে—

পদ্মা। কিছু না। ব'সো বাবা, তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

যজ্ঞসেন। প্রয়োজন হবে না। তুই ঘুমোগে।

পদ্মা। কেন প্রয়োজন হবে না? চিন্তায় তোমার ঘুম আস্ছে না! এইখানে ব'সো— একটু বিশ্রাম কর।

[যজ্ঞসেন বসিলেন, পদ্মা তাঁহার মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।]

পদ্মা। বাবা! একটা গল্প বল না!

যজ্ঞসেন। গল্প? কি গল্প শুন্তে চাস্? দেব-দেবীর গল্প—অসুরের গল্প—না, মর্তের রাজরাজড়ার গল্প?

পদ্মা। ওসব কিছু না! শুনবো আমার মায়ের গল্প, বল না, বাবা।

যজ্ঞসেন। তোর মায়ের গল্প!

পদ্মা। হাঁ, চম্‌কে উঠছো কেন? বল না, আমার খুব ভাল লাগবে!

যজ্ঞসেন। দশমহাবিদ্যার গল্প বল্‌ছি শোন্।

পদ্মা। না! আচ্ছা, বলতো বাবা, মায়ের কথা যখন জানতে চাই, এড়িয়ে যাও কেন? আবাল্য মাতৃহারা যে, তাকে তার মায়ের পরিচয়টা জানাতে তোমার এতো কুণ্ঠা কেন?

যজ্ঞসেন। ক্ষুব্ধ হ'স্‌নে মা, শোন্! আজ রাত হ'য়ে গেছে, আর একদিন শুনিস্।

পদ্মা। হোক রাত···শুনবো আজই! বহুদিন স্তোকবাক্যে ভুলিয়েছ, আজ ছাড়ছি না! বল বাবা, মা কেমন ছিল দেখতে?

যজ্ঞসেন। তোর মা ছিল অসামান্য রূপবতী! তাঁর চালচলন, তাঁর চেহারা ঠিক যেন তোরই মাঝে ফুটে উঠেছে!

পদ্মা। স্বভাব ছিল কেমন?

যজ্ঞসেন। লক্ষ্মীর মতো—

পদ্মা। থাক্ বাবা! খুব হয়েছে! আর শুনতে চাই না!

যজ্ঞসেন। কেন মা?

পদ্মা। আমি এখন শিশু নই বাবা, কান্না ভুলানো ছেঁদো কথা শুনিয়ে থামিয়ে রাখবে। মায়েব পরিচয়টা বল্‌তে তোমার মুখে যে ভাব ফুটে উঠছে, তা দেখে মনে হ'চ্ছে, সে অভাগিনী সারাজীবনই তোমার ভালবাসায় বঞ্চিতা থেকে মরেছে! [কাঁদিয়া ফেলিল।]

যজ্ঞসেন। পদ্মা! পদ্মা!

পদ্মা। মা-হারা মেয়ের ব্যথা তুমি বুঝতে পারবে না বাবা! যাক, বল, কি ছিল তার নাম? কার মেয়ে সে? এও বল্‌তে কুণ্ঠিত হ'চ্ছো? কেন? পায়ে ধরি বাবা! ব'লে দাও, কেন তুমি গোপন রাখতে চাও?

যজ্ঞসেন। ওঠ মা! গোপন রাখি কেন জানিস? তোকে হারানোর ভয়ে।

পদ্মা। বুঝতে পারছি না! কেন এ সব বল্‌ছো।

যজ্ঞসেন। বুড়ো হয়েছি, তোর ভক্তি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললে আঘাত সহ্য কর্‌তে পারবো না, তাই বল্‌তে এতো কুণ্ঠা—এতো সঙ্কোচ!

পদ্মা। মাতৃপরিচয় অবগত হ'লে, জগতের প্রত্যক্ষ ভগবানের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা চ'লে যাবে? কী এমন কথা! যদি আমার মাতৃপরিচয়ে এরূপ ঘটবার কারণ বর্ত্তমান থাকে, তাহ'লে তোমার পা ছুঁয়ে শপথ কর্‌ছি বাবা! জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমার গৃহমন্দিরেই থাকবো। তুমি বল।

যজ্ঞসেন। নিজের পুত্র-কন্যা নাই! জীবনের বাকী দিন ক'টা তোকেই স্নেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ রেখে কাটিয়ে যাবো ভাবছিলাম, তাতে বুঝি ভগবান বাদ সাধলেন! শোন্ পদ্মা, তোর জননী যে কে, তা আজও আমি জানি না!

পদ্মা। সে কী! মাকে জানো না, অথচ তুমি আমার পিতা!

যজ্ঞসেন। পরিচয়ে! জন্মদাতা নই!

পদ্মা। জন্মদাতাকে চেন?

যজ্ঞসেন। না!

পদ্মা। মাতৃ-পিতৃ-পরিচয়হীনা আমি! আমাকে তুমি পেলে কোথায়?

যজ্ঞসেন। শ্রীপর্বতে, একটা গাছের তলায়! সদ্যপ্রসূত তুই, পড়েছিলি ঝরা ফুলটির মতো, দেখে মায়া হ'লো, বুকে তুলে নিলুম!

পদ্মা। কেন সন্ধান নিলে না আমার পিতা-মাতার?

যজ্ঞসেন। নিলুম, পাইনি? শেষে নিরুপায় হ'য়ে, পরিচয় দিলুম নিজের কন্যা ব'লে!

পদ্মা। খাদ্যাভাবে মরিত যে শিশু,
ভক্ষ্য হ'তো কুকুর শিবার,
তাহারে আশ্রয় দানি
করিয়াছ মহত্ব প্রকাশ!
পরম যতনে স্নেহনীড়ে রাখি তারে
করিয়া পালন
যে কর্ত্তব্য করেছ সাধন,
সুনিশ্চয় লোকে তব গাহিবে সুযশ!
কিন্তু আমি

কার্য্য তব মন্দ বলি ক'বো আজীবন!
মায়াজালে হ'য়ে বদ্ধ যবে বক্ষে নিলে,
সেই কালে কেন না করিলে চিন্তা
হে জীবনদাতা!
পরিত্যক্তা এ বালার অপূর্ব্ব কাহিনী
যবে লোক মাঝে হইবে প্রচার,
আমরণ রবে ঘৃণ্যা ব্যঙ্গ জগতের!

গীতকণ্ঠে দৈব আসিলেন।

দৈব।—

গান।

ওরে আনিস্‌নে কো আনিস্‌নে আর চোখের জলের বন্যা।
পরিচয় তোর সবার ওপরে, নহিস্ মা তুই ঘৃণ্যা॥
লভিলি জনম এ মহীগর্ভে, তুই যে কুবের-সুতা,
অমর ভুমির ফুলদল তুই ঝরিয়া পড়িলি হেথা;
মরত মাঝারে যে বাঁচালো তোরে থাকিস্ তারই কন্যা॥

[চলিয়া গেলেন।

পদ্মা। ধরণী জননী মম, পিতা যক্ষরাজ!
তবু পরিত্যক্তা আমি জনমের সাথে!
অপূর্ব জীবন-নাট্য,
ইতিপূর্বে কোন কবি করেনি রচনা!
যাক্, কী আর করিব?
পিতা, কহিয়াছি কটু কথা,
করিয়াছি গুরু অপরাধ;

যুক্তকরে তাই চাহিছে মার্জনা পদে
তনয়া তোমার।

যজ্ঞসেন। পদ্মা! পদ্মা!
মোর স্নেহ-পিঞ্জরের দ্বার
তোর লাগি মুক্ত আছে সদা।
আয়—আয়, বুকে আয়,—
মাতৃবক্ষ-ক্ষীরে
আজনম ওরে ও বঞ্চিতা!
রবি তুই চিরদিন
ধরামাঝে যজ্ঞসেন রাজার দুহিতা।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

চিন্তিতা লীলা ভ্রমণ করিতেছিল।

লীলা। দিকে দিকে হাহাকার,
গৃহে গৃহে চলিছে লুণ্ঠন!
কত সহে প্রজাগণ আঁর।
ফিরিল না আজো দাদা।
ভাবিয়া আকুল মাতা!
কী হবে বিদর্ভ-ভাগ্যে জানে নিরঞ্জন।

পশ্চাৎ হইতে শত্রুজিৎ আসিয়া লীলার
অঞ্চল ধরিয়া টানিলেন।

লীলা। কে ?
শত্রুজিৎ। আমি।
লীলা। শত্রুজিৎ !
ত্যজি রণস্থল কী হেতু এখানে ?
শত্রুজিৎ। তোমা দরশনে '
লীলা। হেতু কিবা ?
শত্রুজিৎ। হেতু !—
রণশেষে বিশ্রাম শযানে
কল্পনা নয়নে উঠিল ভাসিয়া
ওই তব নলিন নয়ন দু'টি !
নিমেষে উঠিল ফুটি' আশার মুকুল
রণশ্রান্ত হৃদয়-উদ্যানে !
লীলা। শুনাইও কাব্যকথা অনুরাগী জনে !
শত্রুজিৎ। হও তুমি অনুরাগিনী আমার।
লীলা। শত্রুজিৎ !
সম্মানীয় সেনাপতি তুমি বিদর্ভের,
তাই কলুষিত ও প্রস্তাব শুনিনু নীরবে।
পুনঃ যদি কর উচ্চারণ—
শত্রুজিৎ। হেরি শিকারের আস্ফালন
কেশরী কী ফিরে যায় কভু ?
রাজবালা ! ত্যজ ক্ষোভ,

· রাখো অনুরোধ—
আশায় বাঁধিয়া বুক আসিয়াছি দ্বারে।

লীলা। যাও ফিরে। ও দুরাশা কর ত্যাগ।
এখনো জানেনি কেহ—
চাহ যদি প্রাণ, পালাও—পালাও!

শক্রজিৎ। নহে, লবে প্রাণ?
সে তো করিয়াছি সমর্পণ
বহুপূর্বে তোমা!
নিষ্প্রাণ এ কায়া, হবে না শঙ্কিত বালা!
ভাতি প্রদর্শনে।

লীলা। ভ্রাতৃজ্ঞানে রাজা ইন্দ্রনীল
অর্পি রাজ্যরক্ষা ভার তোমা 'পরে
গিয়াছেন মৃগয়ায়! বুঝি তাই
লভিয়া সুযোগ
উদ্যত করিতে নষ্ট তাঁরই বংশমান?
ছিঃ—ছিঃ, শক্রজিৎ!
মর্যাদায় গরীয়ান্
তুমিই না সেনানী-প্রধান?

শক্রজিৎ। তাই, তব ভ্রাতৃদত্ত অধিকার বলে
তব প্রেম চাহিবার
যোগ্য অধিকারী আমি।
করি অনুরোধ, হে রাজনন্দিনি!
দানি মালা কণ্ঠে মোর
মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ!

লীলা। রহ দূরে! কামুক লম্পট!
করি স্পর্শ, অপবিত্র করিও না
কুমারী-জীবন মোর।
[কয়েক পদ পিছাইয়া গেলেন।]

শক্রজিৎ। এত ঘৃণ্য—এতই অস্পৃশ্য আমি
নিকটে তোমার? লীলা!
শেষবার করি অনুরোধ—
বিমুখ না করিয়া প্রার্থীরে
মাল্যদানে করহ বরণ।

লীলা। দুরারোগ্য রোগী বিকারের ঘোরে বকে
প্রলাপ যেমন, তেমনি তুমিও কহ,
ছন্নমতি নব!
শোন প্রার্থি, বিদর্ভের রাজকন্যাগণ
বোঝে ভালো পিতৃবংশ-মান।
শুনেছে কী কেহ কোনদিন
হীন অন্নদাসে করি৷ বরণ
করিয়াছে তারা
পিতৃকুলে কালিমা লেপন?

শক্রজিৎ। ইতিপূর্বে করেনি যদিও,
তোমারই দুর্বুদ্ধি তাহা করিল প্রথম।

লীলা। পিশাচ! ছাড়্ পথ! নহে, বাধ্য হবো
পদাঘাতে সরাইতে পথের কণ্টকে!

শক্রজিৎ। তাহ'লে চরণ মাঝে বিঁধিবে কণ্টক!
[লীলার হস্ত ধারণ]

লীলা। ওরে, ছাড়্ ! ছেড়ে দে পিশাচ !
পশুবল করিয়া প্রয়োগ
নিষ্কলঙ্ক রাজকুলে
করিস্ না কলঙ্ক লেপন !
ওরে দুরাত্মন !
বিস্মরণ কিবা হেতু
কী পাপে মরিয়াছিল বীর দশানন ?
ওরে, রাখিস্ স্মরণ—
কীর্ত্তি তোর নিরঞ্জন করিছে দর্শন !

শত্রুজিৎ। তাহ'লে আসুক তোমার নিরঞ্জন তোমাকে মুক্ত কর্‌তে !

মুক্ত তরবারিহস্তে রঞ্জক আসিলেন।

রঞ্জক। এসেছে—ওই বালিকার পবিত্রতা রক্ষা কর্‌তে নিরঞ্জন নয়, তাঁরই সেবক।

শত্রুজিৎ। রঞ্জক! উর্ধ্বতনের বিরুদ্ধে পুনরায় অস্ত্রোত্তোলন! দুঃসাহস সীমা লঙ্ঘন করেছে! প্রস্তুত হও শাস্তি গ্রহণের জন্য।

[উভয়ের খণ্ড যুদ্ধ হইল, সুযোগ পাইয়া শত্রুজিৎ রঞ্জককে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন।]

লীলা। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও শত্রুজিৎ! এমন মহাপ্রাণ যুবককে পৃথিবীর বুক হ'তে অকালে সরিয়ে ফেলো না।

সুনন্দা ছুটিয়া আসিলেন।

সুনন্দা। কিসের কোলাহল! কিসের কোলাহল রাজোদ্যানে?

চতুর্থ দৃশ্য।]

একী! শত্রুজিৎ! রঞ্জক! তোমরা পরস্পর বিবাদমান অবস্থায় তরবারি খুলে কেন?

রঞ্জক। এই পিশাচ রাজকুমারীর মর্যাদা নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল মা!

সুনন্দা। তাই, তরবারি মুক্ত ক'রে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করতে উদ্যত? ছিঃ—ছিঃ! তোমার কর্ত্তব্য শাস্তিদান নয়, শান্তিরক্ষা। যাও।

[রঞ্জক চলিযা গেলেন।

সুনন্দা। লীলা! সোমত্ত মেযে তুই! একাকী উদ্যান ভ্রমণে আসতে নিষেধ করেছিলুম, না? ফল কি হ'লো, দেখলি তো? যা অন্তপুরে! [লীলা চলিযা গেল।] শত্রুজিৎ!

শত্রুজিৎ। মা!

সুনন্দা। রণস্থল ত্যাগ ক'রে উদ্যানে যে?

শত্রুজিৎ। আমি সেনাপতি—

সুনন্দা। তাই কী রাজবিধি অমান্য ক'রে স্বেচ্ছাচারিতা দেখাতে চাও?

শত্রুজিৎ। রাজোদ্যানে প্রবেশ কী একজন ঊর্ধতন কর্মচারীর অপরাধ? এতে স্বেচ্ছাচারিতার দেখলেন কী?

সুনন্দা। কথা আর ব'লো না, বেইমান! ঊর্ধতন কর্মচারী তুমি—সে তো আমারই অনুগ্রহে!

শত্রুজিৎ। আপনার মুখে আজ একী কথা মা!

সুনন্দা। চুপ! বেরিয়ে যাও রাজোদ্যান থেকে! স্মরণ রেখো—এ রাজ্যটা আমার পুত্রের,—এর সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে ঔদ্ধত্য দেখানো চল্‌বে না কোন ভৃত্যের।

[চলিয়া গেলেন।

শত্রুজিৎ। হুঁ ! [দীর্ঘ-হুঙ্কার ছাড়িলেন।]

করাল আসিল।

করাল। আচ্ছা কীল একটা মেরে গেল তো !

শত্রুজিৎ। করাল ! দুঃসাহস দেখেছ একটা নারীর !

করাল। তলোয়ার ফেলে তোমার বনে যাওয়াই শ্রেয়ঃ !

শত্রুজিৎ। বিদ্রূপ কর্‌ছো করাল !

কবাল। আঃ—চ'ট্‌ছো কেন ! এই রোগেই তো ম'লে ! করালের কথা রাখলে এমনটি কী আর হ'তো ?

শত্রুজিৎ। কী কথা রাখলাম না তোমার ?

করাল। কোন্‌টা রেখেছ বল ? জাত কেউটের বাচ্চাকে গলায় জড়িয়ে আদর কর্‌লে সে কি পোষ মানে ? তার ফণাটা চেপে ধর, টুপ ক'রে ঝাঁপিতে ঢোকাও—ব্যস্‌ !

শত্রুজিৎ। তাই ইচ্ছা ছিল, করাল বাধা দিলে নগরাধ্যক্ষ।

করাল। আর রাণী বেটী দিলে গালাগালি ! তুমি এমনি অপদার্থ ! ছিঃ-ছিঃ !

শত্রুজিৎ। কী কর্‌বো তাই বল ?

করাল। রাজকুমারীর কথা ভেবে ভেবে তোমার মাথাটা একদম গেছে।

শত্রুজিৎ। বল না, কী কর্‌বো ?

করাল। চল, এখানে নয়, বাতাসেরও কান আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

রঞ্জক ও নাগরিক বালকগণ।

রঞ্জক। ক্ষয়স্থায়ী এ জীবন,
কেন বৃথা মায়া তার তরে !
বিপন্ন জনম ভূমি··
জ্ঞাতি-গোত্র, আত্মীয়-স্বজন
কাঁদে হাহাকারে !
ভাই সব, রাখিও স্মরণ—
প্রাণ হ'তে গরীয়ান্ মান !
দুষ্ট রাহুসেন আসে পুনঃ
আক্রমণ করিতে প্রাসাদ !
বন্ধুগণ ! কর পণ—
শোণিতের বিনিময়ে লইব শোণিত !
জীবনের বিনিময়ে লইব জীবন !

বালকগণ।—

গান।

মরণ-মন্ত্রে নিয়েছি দীক্ষা,
ধরেছি হস্তে তরবারি।
কাঁদিছে জননী অরাতি-দর্পে,
নেবো প্রতিশোধ আজ তারই॥

রাখিতে দেশের সম্পদ মান,
যায় যদি যায় তুচ্ছ প্রাণ,
তুলিয়া উর্ধে রক্ত নিশান
চল্ ছুটে চল্ হুঙ্কারি ॥

অনন্তদেব আসিলেন।

অনন্তদেব। থামো…থামো! নির্ব্বোধের মতো মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে প'ড়ো না।

রঞ্জক। কি বল্‌ছেন গুরুদেব! প্রাসাদ আক্রমণ কর্‌তে রাহুসেন আস্‌ছে, বাধাদান কর্‌বো না?

অনন্তদেব। ক'রে লাভ? জীবনটা খেলার বস্তু নয়; যেখানে সেখানে ছু ড়ে ফেলা চল্‌বে না। অপেক্ষা কর, রাজা আসুক।

নেপথ্যে লীলা। ওরে, ছেড়ে দে…ছেড়ে দে! আমি তোর প্রভুভগ্নী!

রঞ্জক। কার আর্ত্তনাদ!

অনন্তদেব। কে কাঁদে? বল্‌তে পারো কেউ, কী হ'য়েছে?

আলুলায়িতকুন্তলা সুনন্দা আসিলেন।

সুনন্দা। হইয়াছে বজ্রাঘাত। নিভে গেছে দীপ!
অন্ধকার গ্রাসিয়াছে সারাটা ভূতল!

রঞ্জক ও অনন্তদেব। কী হ'য়েছে, বল ত্বরা মাতা!

সুনন্দা। গুরুদেব! রঞ্জক!
ভগ্ন মেরুদণ্ড 'পরে মোর
করিয়াছে মুষল প্রহার!

শুনেছিনু আর্ত্তকণ্ঠ মাত্র একবার ।
অভাগিনী 'মা' 'মা' বলি উঠিল কাঁদিয়া !
সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি কার
শোনা গেল বজ্রাঘাত সম ।
হায়—হায়, বুঝি সে পিশাচ
নিয়ে গেছে লীলারে ধরিযা ।

রঞ্জক । অপহৃতা রাজকন্যা !
বন্ধুগণ ! প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি
উল্কাবেগে ছুটে যাও সবে ।
যে প্রকারে পাবো কর সন্ধান তাহার ।

[বালকগণ ছুটিয়া গেল ।

রহ স্থির অস্থিরা জননি !
মরুবক্ষ পর্বত-কান্তার
অথবা পাতালপুরে···যেখানে থাকুক,
সুনিশ্চয় পাবে ফিরে কন্যারে তোমার ।

[দ্রুতবেগে ছুটিয়া গেলেন ।

অনন্তদেব । রক্ষিদল ! রক্ষিদল !
তোরণদ্বার রুদ্ধ কর ত্বরা ।
মনে হয়, প্রাসাদের বহির্ভাগে
নিয়ে যেতে পারেনি এখনো !

[ছুটিয়া গেলেন ।

সুনন্দা । শূন্য পুর
দিকে দিকে মৌন হাহাকার !
ফিরিল না ইন্দ্র আজো !

পার্শ্বে ছিল যাব',
একে একে সব গেল চ'লে।
প্রলয় তাণ্ডব মাঝে শুধু আমি একা!
শূন্য বিশ্ব! শূন্য ত্রিভুবন!
নাই নাই কেহ নাই
'মা' বলিযা ডাকিতে আমায।

[অচেতন হইয়া পড়িল।]

গীতকণ্ঠে মোহন আসিল।

মোহন।—

গান।

আমি যে রয়েছি মাগো,
'মা' ব'লে মা ডাকতে তোরে।
বিশ্ব যদি ঘুমিয়ে পড়ে,
জাগবো আমি তোর শিয়রে॥
যাওয়ার যারা যাক না চ'লে,
থাকবো আমি তোর কোলে,
শূন্য পথের রইবো সাথ—
চলবো তোমার হাতটি ধ'রে॥

[সুনন্দাব গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, পবে তাঁহাকে জাগিতে দেখিয়া চলিয়া গেল।]

সুনন্দা। [মূর্চ্ছান্তে] কে! কে ডাকলো! 'মা'—'মা' ব'লে কে ডাকলো! লীলা! লীলা! এসেছিস! এই যে আমি…

[চলিয়া গেলেন।

রাহুসেন ও কালদণ্ড আসিলেন।

রাহুসেন। কই? কোথায়? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না কাল! সন্ধান কর…সন্ধান কর। রাজগুরু, রাজমাতা, রঞ্জক—এদের বন্দী করা চাই!

কালদণ্ড। প্রতিকক্ষ…প্রতিদ্বার অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু দেখতে পাইনি!

রাহুসেন। তিন তিন জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পালিয়ে গেল! তোমরা করছিলে কী?

কালদণ্ড। একদল নর্তকী আপনার আগমন সংবাদ শুনে কেঁদে আকুল হ'চ্ছিল। আমি তাদের সান্ত্বনা ক'রে পার্শ্বের কক্ষে রেখে এসেছি! আদেশ হ'লে হাজির করি।

রাহুসেন। পাঠিয়ে দাও। দেখবো, তাদের নৃত্যগীত শ্রবণে ইন্দ্রনীল কেমন আনন্দ উপভোগ করতেন! [কালদণ্ড চলিয়া গেল।] হত্যার বীভৎসতায় মনটা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে! দেখাই যাক্, গীত শ্রবণে মনের তিক্ততা দূরীভূত হয় কি না!

একদল নর্তকী আসিল।

রাহুসেন। আমার আগমন সংবাদ শুনে তোমরা কাঁদছিলে কেন? বল?

১মা নর্তকী। মহারাজের নাম শুনে!

রাহুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নাম শুনেছ, কিন্তু অন্তর দেখনি! আমার আদেশ যে প্রতিপালন করে, আমি তার আপন জন; আর, যে অবহেলা করে, আমি তার যম।

নর্ত্তকীগণ। [ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।]

রাহুসেন। নির্ভয়। শোন, গান শুনিয়ে সন্তুষ্ট কর্‌তে পারলে আমি তোমাদের চাকরী রাখতে পারি। গাও তো একখানা।

নর্ত্তকীগণ।—

গান।

শুকনো নদীর বাঁকে বাঁকে
উঠলো ডেকে প্রেমের বান!
বঁধুর গলা জড়িয়ে ধ'রে
আয় সোহাগে দিই ভাসান॥
কাহার লাগি নয়ন জাগে,
মন যে কাহার মিলন মাগে,
জানিয়ে দিই আয় চোখের ভাষায়
মদন-রতি হেনেছে বান॥

রাহুসেন। সন্তুষ্ট তোমাদের নৃত্যগীতে। এই প্রাসাদের সর্ব্বস্থলে যেমন ছিল তোমাদের অধিকার, ঠিক্ তেমনি থাকলো! যাও।

[নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল।

শত্রুজিৎ আসিলেন।

শত্রুজিৎ। বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীসু……

রাহুসেন। ঠিক ওর পরেই 'রাজকুলেসু' শব্দটা যুক্ত আছে, লক্ষ্য করেছ শত্রুজিৎ? কবি আমাদিগকেও অবিশ্বাসীর তালিকায় ফেলেছেন! অতএব একই তালিকাভুক্ত উভয়ের উভয়কে বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি?

শত্রুজিৎ। রাজা ইন্দ্রনীলের নর্ত্তকী…

রাহুসেন। ভাবছো, তার শত্রুর মনোরঞ্জন করবে কি ক'রে? দেখবে সেনাপতি, যার অর্থ খাবে, তারই মনোরঞ্জনে ওদের কণ্ঠ মুখরিত হ'য়ে উঠবে! যাক্, রাজকুমারী সম্মতা হ'লো?

শত্রুজিৎ। না মহারাজ, সেই সুর!

রাহুসেন। মুক্ত গগনের স্বাধীন পাখী হঠাৎ কি পোষ মানে? দু'দিন খাঁচায় থাক্, আপনিই পড়তে সুরু করবে!

শত্রুজিৎ। কি জানি! যদি রাজা ইন্দ্রনীল ফিরে আসেন...

রাহুসেন। নিশ্চিন্ত থাক সেনাপতি, এ জীবনে ইন্দ্রনীল আর বিদর্ভের মাটী স্পর্শ করবে না! ভৈরব তাকে শেষ ক'রে এলো ব'লে।

একটি বস্ত্রাবৃত পাত্রহস্তে ভৈরব আসিল।

ভৈরব। ভৈরব পায়ের তলায়!

[পুনঃপুনঃ অভিবাদন করিল।]

শত্রুজিৎ। এসেছ ভৈরব!

রাহুসেন। যাত্রা কী বিফল?

ভৈরব। প্রভুর আদেশ ভৈরব জীবন দিয়েও প্রতিপালন করে।

রাহুসেন। শুনলে শত্রুজিৎ?

শত্রুজিৎ। ধন্যবাদ!

ভৈরব। ভৈরব গরীব, প্রশংসা চায় না, চায় আপনাদের করুণা।

দেবদাস আসিলেন।

দেবদাস। দীন ব্রাহ্মণও করুণাপ্রার্থী! যুদ্ধ বিগ্রহে যথাসর্ব্বস্ব গেছে, পরিজনবর্গ অনাহারে! কিছু ভিক্ষা চাই!

শক্রজিৎ। অপেক্ষা কর। ভৈরব! তোমার হস্তস্থিত পাত্রে কী ও?

ভৈরব। যা' আনবার আদেশ ছিল!

[আচ্ছাদন উন্মোচন করতঃ শক্রজিৎ ও বাহুসেনের সম্মুখে ধরিলে তাঁহাদের মুখমণ্ডল উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভরিয়া উঠিল, দেবদাস শিহরিয়া উঠিলেন।]

রাহুসেন। দেখ—দেখ, শক্রজিৎ, দেখ, ভৈরব কেমন প্রভুভক্ত!

শক্রজিৎ। বাহোবা! শক্রজিৎ নিশ্চিন্ত! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[উভয়ে অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলেন।]

দেবদাস। কাব মস্তক?

শক্রজিৎ। রাজা ইন্দ্রনীলের।

দেবদাস। এঁ্যা!

রাহুসেন। দেখ ব্রাহ্মণ, দেখ, তোমাদেব বাজা কেমন করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে! রাহুসেন এতদিনে নিষ্কণ্টক!

দেবদাস। ভগবান্! ভগবান্! দেখছো?

রাহুসেন। নিযে যাও ভৈরব, প্রকাশ্য স্থানে মুণ্ডটাকে ঝুলিয়ে রাখবে। বিদর্ভবাসী রাহুসেনকে বুঝুক ওটা দেখে! বিদ্রোহিতা কর্‌লে তাদের অবস্থাও অনুরূপ হ'তে পাবে!

ব্যস্তভাবে কালদণ্ড আসিল।

শক্রজিৎ। ব্যস্তভাবে কেন কালদণ্ড?

কালদণ্ড। রাজকুমারীর বদ্ধ কক্ষের জানালা ভেঙে একব্যক্তি প্রবেশের চেষ্টা কর্‌ছিল, রক্ষিগণ তাকে আটক করেছে!

শক্রজিৎ। কী বল্‌লে? এ দুঃসাহস কার?

রাহুসেন। যারই হোক্, তার মাথাটা কেটে ঝুলিয়ে দাও ইন্দ্রনীলের

মস্তকের পার্শ্বে! আততায়ীর দল দেখলে আর কোনদিন এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌তে সাহস পাবে না! স্মরণ রাখতে পারবে রাহুসেনের প্রদত্ত দণ্ড এইরূপই নির্ম্মম!

[রাহুসেন, শত্রুজিৎ, কালদণ্ড ও ভৈরব চলিয়া গেল।

দেবদাস।—

গান।

এখনো কী তুমি রহিবে নীরবে
বল ওগো ভগবান্!
চলিবে কী আজো তোমার ভুবনে
নিঠুর অভিযান?
নিরীহের চোখে ঝরিবে কী জল,
পাপী কী হাসিবে আজো খল্ খল্?
পুণ্যের শিরে পদাঘাত ক'রে
নাচিবে কী শয়তান?

[চলিয়া গেল

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

পল্লীপ্রান্ত।

একদল নিরাশ্রয়া গ্রাম্য রমণী যাইতেছে।

রমণীগণ।— গান।

বল ওগো ভগবান্!
আঁধার-ঘেরা এ দুঃখের রজনী হবে নাকি অবসান?
পুড়ে গেছে ঘর, ক্ষেতের ফসল, বাসভূমি হায় আজ বনতল,
চলিবে কি তবু গরীবের 'পরে সবলের অভিযান?
কাঁদে শিশুদল ক্ষুধার জ্বালায়, বাছাদের মুখে কি দিই রে হায়,
আশ্রয়হীন—সম্বলহীন—কেমনে বাঁচাই প্রাণ?

উন্মাদিনী সুনন্দা আসিলেন।

সুনন্দা। ভগবান্! এদের আরো কাঁদাও—আরো কাঁদাও! চোখের জলে বন্যা বহিয়ে—সারা দেশটাকে ডুবিয়ে দাও!

রমণীগণ। মা! মা! তিন তিনটে দিন আমাদের পেটে কিছু পড়েনি!

সুনন্দা। শুকিয়ে শুকিয়ে মর! যে দেশের বিশ্বাসঘাতকগণ নিজেদের জন্মভূমিকে পরের হাতে তুলে দেয়, সে দেশটার মরাই ভালো!

রমণীগণ। মর্তে বল্‌ছো! তুমি কি পাগল হ'লে রাণীমা?

সুনন্দা। চুপ! রাণীমা! কে তোদের রাণীমা? যে ছিল সে মরে গেছে!

১মা রমণী। ষাট্—ষাট্! মর্‌বে গরীব; রাজার মা তুমি, মর্‌বে কেন মা?

২য়া রমণী। এতকাল খাইয়ে বাঁচিয়েছ,—আজ কিছু দেবে না মা?

সুনন্দা। ছাই দেবো! খেয়ে বাঁচিস্।

১মা রমণী। ভগবান্! এমন মানুষকে পাগল ক'রে দিলে!

সুনন্দা। বিরক্ত কারস্‌নে বল্‌ছি! যা এখান থেকে!

রমণীগণ। [কাঁদ কাঁদ স্বরে] ঘর-বাড়ী নেই—কোথায় যাবো?

সুনন্দা। যমের বাড়ী! পেটের ভাবনা থাকবে না—দূর দূর ক'রে কেউ তাড়াবে না; খুব শান্তিতে থাকবি। যা—যা—

রমণীগণ। যমের বাড়ী যাওয়া ছাড়া গরীবের আর উপায় কি?

[সকলে চলিয়া যাইতেছিল।]

সুনন্দা। এই দেখ—কাঁদতে কাঁদতে চল্‌লো! নিরালায় ব'সে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবো—তাও এরা দেবে না। ওরে, শোন্—শোন্, [আঁচল হইতে খুলিয়া] মোহর ক'টা নিয়ে যা,—সবাই ভাগ ক'রে নিস্!

রমণীগণ। ভগবান্ তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন!

সুনন্দা। এই মরেছে! আমি বাঁচবো,—আর সারাদেশটা শ্মশান হ'য়ে যাক্! এরূপ বল্‌লে, আর কিছু পাবি না! হাঁরে, ক্ষুধার জ্বালায় দিনরাত ঘুরে মর্‌ছিস,—যারা তোদের ভাত কেড়ে নিচ্ছে, তাদের হাড়গুলো চিবিয়ে খেতে পারিস্ না? [চলিয়া গেলেন।

রমণীগণ। রাণীমা! রাণীমা! [অনুসরণ করিল।

রতি ও দেবর্ষি আসিলেন।

রতি। দেখছেন ঋষি, বিদর্ভের দুর্দশা!

দেবর্ষি। তোমারই জন্য !

রতি। আমার জন্য নয় ঠাকুর ; আপনাকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়েই রাজা ইন্দ্রনীলের এ দশা ! ঋষি, একটা কিছু উপায় করুন।

দেবর্ষি। কী কর্‌বো ? বহু চিন্তা ক'রেও পথ খুঁজে পাইনি।

রতি। আচ্ছা, করালকে নিরস্ত করা যায় না ?

দেবর্ষি। বিন্ধ্যাচলে পথ অবরোধ করেছিল সে তোমারই কথায়। তুমি একবার ব'লে দেখনা !

রতি। বলেছিলাম, কথা রাখলে না।

দেবর্ষি। কী বল্‌লে ?

রতি। বল্‌লে, উর্বশীর নিকট যাও ! সে যদি বলে···

দেবর্ষি। বেশ তো, তাই যাও।

রতি। উর্বশী আর সে উর্বশী নেই ঠাকুর ! এখন আমায় দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কথা বলতে গেলে চটে ওঠে।

দেবর্ষি। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। তুমি রাজাকে ফেরাও।

[দেবর্ষি চলিয়া গেলেন।

রতি। হায় ঋষি, পদ্মটা যদি না তুল্‌তে, তাহ'লে এমন সুন্দর দেশটা শ্মশান হ'য়ে যেতো না !

করাল আসিলেন।

করাল। মদনপ্রিয়া ! আমার কার্যকলাপ দেখছো ?

রতি। দেখছি বই কী !

করাল। কী দেখছো ?

রতি। দেখছি তুমি দানব।

করাল। স্রষ্টা কিন্তু দেবতা ক'রেই পাঠিয়েছেন।

রতি। যে দৃশ্য দেখলে পশু শিউরে ওঠে, তা দেখে তুমি আনন্দ পাও কী ক'রে, ভাবতে পারি না।

করাল। উর্বশীর অভিশাপ, আমি কী করবো?

রতি। তুমি এলে কেন?

করাল। তার অনুরোধ এড়াতে পারলুম না, তাই।

রতি। যা করেছ করেছ, এবাব যাও।

করাল। উর্বশী যদি বলে, যেতে পারি, নতুবা নয়।

রতি। ছিঃ—ছিঃ! কেন স্রষ্টা তোমায় দেবতা ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন! তুমি দেবসমাজের কলঙ্ক! অমরার আবর্জনা!

করাল।　　এ কী আজ দেখিলে প্রথম?
　　যুগে যুগে জানে বিশ্ববাসী
　　কলিব চবিত্র। ষড়রিপু,
　　দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, প্রতারণা,
　　আর যত অত্যাচারে
　　থাকিতে আমার সঙ্গী
　　সৃজিল বিধাতা।
　　অতএব, হে মদনপ্রিয়া!
　　কেন বৃথা দিতেছ গঞ্জনা?

রতি। কী বলবো? তুমি অমর, নইলে…

করাল। নইলে?

রতি। মৃত্যুকামনা করতাম তোমার!

করাল। তুমিও অমর, তাই কলি নীরবে সহ্য করলো তোমার কটূক্তিগুলো!

[চলিয়া গেলেন।

রতি। ও রক্তচক্ষুটা দেখিয়ো স্বর্গ-বেশ্যাদের! কী করি? বিপর্যয় হ'তে কেমন ক'রে রক্ষা করি রাজা ইন্দ্রনীলের রাজ্যকে!

[চলিয়া গেলেন।]

চন্দ্রচূড় আসিলেন।

চন্দ্রচূড়। রাণীমা নেহাৎ কান্নাকাটি কর্‌লে, নইলে কোন্ আবাগীর বেটা এ দুর্যোগে বাড়ী ছাড়্‌তো! দুর্গা! দুর্গা!

ফটিক আসিল।

ফটিক। [হাঁচিয়া] বাবা!

চন্দ্রচূড়। এই ভ্যাখো! পেছনে হাঁচি আর ডাক! [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।] জ্বালাতন! যাওযার বেলায় হাঁচি, টিক্‌টিকি যত সব উপদ্রব! কী বল্‌তে চাস্ ব'লে ফেল্?

ফটিক। না, তুমি যেরূপ চটেছ···

[কাঁদিতে লাগিল।]

চন্দ্রচূড়। চট্‌বো না! যাচ্ছি বিদেশ, ডেকে ফেল্‌লি পেছু! কাঁদিসনে, কী বল্‌বি, বল্?

ফটিক। যে দেশে যাচ্ছ, সেখানে নাকি মেওয়া ফল পাওয়া যায়? আমার জন্য গোটাকতক···

চন্দ্রচূড়। আচ্ছা—আচ্ছা, খুব আন্‌বো! যা—যা, ঘরে যা! সাবধানে থাকবি!

ফটিক। খুব থাকবো!

চন্দ্রচূড়। [ফটিকের কাণে কাণে কি কহিলেন।]

ফটিক। ফিরে এসে দেখো, কানা-কড়িও খোয়া যায়নি!

চন্দ্রচূড় । তাহ'লে আসি ?

ফটিক । শীগ্‌গির ফিরো ! ফল আনতে ভুলো না যেন !

চন্দ্রচূড় । ঠিক মনে থাকবে !

ফটিক । হাঁ, দেখ বাবা, তোমার যেরূপ লোভ, পথে সবগুলো খেয়ে ফেলো না যেন !

চন্দ্রচূড । গুরুজনের দোষ-ত্রুটিগুলো যেখানে সেখানে বলা তোর একটা ব্যাধি, ফট্‌কে !

ফটিক । আসল কথা শুনলে চ'টে কাঁই হওয়া তোমারও মস্ত রোগ, বাবা ! এ দোষটা কী তোমার নেই, বল্‌তে চাও ? [হিসাবের খাতা একখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া] এটা কার হাতের লেখা ?

চন্দ্রচূড় । আমার ।

ফটিক । মাসের ক' তারিখ এটা ?

চন্দ্রচূড় । তেশরা !

ফটিক । কি লেখা আছে ?

চন্দ্রচূড় । ক্ষীরের সন্দেশ একসের ।

ফটিক । বাড়ী পৌঁছেছিল ক'টা ? আমরা মা-ছেলেতে এক একবার ক'রে মুখ নাড়তেই শেষ !

চন্দ্রচূড় । তা' এক আধদিন···

ফটিক । এক আধদিন ? [কয়েকটা পাতা উল্‌টাইয়া] এটা ত মাসের বিশ তারিখ···রম্ভা পাঁচ গণ্ডা, কিনেছিলে কিনা ? আমার ঠিক মনে আছে,—বাড়ী এনেছিলে দু'টো !

চন্দ্রচূড় । আকারে বড় ছিল তাই !

ফটিক । হুঁ ! দেখ আরো···

চন্দ্রচূড় । থাক্‌—থাক্‌ ! আনবার কালে মনে উস্‌-খুস্‌ করে !

খাবো না—খাবো না ক'রে, দু' একটা মুখে ফেলি! যা থাকে, তাই নিয়ে পৌঁছি! বুঝলি ফটিক?

ফটিক। মায়ের কাছে বকুনি খেয়েও অভ্যাসটা বদলাতে পারলে না?

চন্দ্রচূড়। তাঁর গুণটাও কম কী? রাঁধেন খাপ্‌রি খাপ্‌রি, পাতে পড়্‌তে দেখি এতটুকু। চাইলে উপুড় হস্ত করেন না। সেগুলো তোর কোন্ বাবা খায়, শুনি?

ফটিক। আচ্ছা, বল্‌বো মাকে! রোজ এতগুলো খায় তার কোন্ বাবার!

চন্দ্রচূড়। খবরদার! বল্‌তে যাস্‌নে ফট্‌কে! হাতে আঁস-বঁটি ধর্‌লে, বাপবেটার রক্ষে থাক্‌বে?

ফটিক। বাবা, কথাটা মন্দ বলনি! আচ্ছা, ফিরে এসো।

চন্দ্রচূড়। বড্ড বিলম্ব হ'লো! তাহ'লে সবদিক্ লক্ষ্য রেখে চলিস্, বুঝলি?

ফটিক। তা' আর বল্‌তে! চন্দ্রচূড় ঠাকুরের ছেলে, এর চোখে আঙ্গুল দিয়ে কারো কিছু নেওয়া সোজা নয়!

[উভয়ে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

চিন্তারতা লীলা।

লীলা। নিরঞ্জন! তুমি কি আছ? দাদাকে সরিয়ে দিলে··· মাকে ছিনিয়ে নিলে···আত্মীয়-স্বজনকেও তাড়ালে! কর্‌লে কী নিষ্ঠুর! [অসহ্য মর্মদাহে দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।] যে প্রাসাদে অবাধ গতিবিধি ছিল, সেইটেই আজ আমার কারাগার! তোমায় ডেকে ডেকে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল, তবু তো এলে না! বুঝতে পার্‌ছি না দেবতা, তুমি আছ কি নেই!

দূর হইতে মোহনের সুর শোনা গেল।

মোহন।—

গান।

আছি, ওরে, আমি আছি।
অনলে, অনিলে, ক্ষিতি ও নিখিলে
সকলের কাছাকাছি।
আলোকে, আঁধারে, আর জোছনায়
দেখে নিস্ মোরে পাতার দোলায়,
কভু শ্রীরাধার সাথে কদমতলাতে
খেলি আমি কানামাছি।

[চলিয়া গেল।

লীলা। আছ? আছ যদি, অলক্ষ্যে কেন? রূপ নাও···কাছে এস।

শক্রজিৎ আসিলেন।

শক্রজিৎ। ডাক্‌ছো?

[লীলা কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিল, শক্রজিৎকে দেখিতে পাইয়া সরিয়া আসিল।]

লীলা। ওঃ!

শক্রজিৎ। মুখ ফিরালে যে? [মদ্যপান] এগিয়ে এসো…হাত ধর…

লীলা। শক্রজিৎ!

শক্রজিৎ। কী? বল—বল!

লীলা। মা কোথায়, জানো?

শক্রজিৎ। জানি। [মদ্যপান] পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লীলা। ওঃ, রাজমাতা পথে পথে ঘুরছে! শক্রজিৎ, কর্‌লে কী!

শক্রজিৎ। তুমি আমার কী কর্‌লে, বল?

লীলা। সেই কথা! ওঃ!

শক্রজিৎ। [মদ্যপান] বল, কী কর্‌লে?

লীলা। তুমি তো এমন ছিলে না, শক্রজিৎ!

শক্রজিৎ। কী ছিলাম, তাই বল?

লীলা। ছিলে মানুষ! ব্যথিতের ব্যথায় তোমার চোখে নাম্‌তো বাদল…বক্ষে জাগতো সহানুভূতি; কোথায় হারিয়ে ফেললে সে সব?

শক্রজিৎ। তোমার কাছে! আমার আমিত্ব হারিয়ে ফেলতে বাধ্য করেছ তুমি।

লীলা। তোমার বীরত্ব যাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, এখন তাদের কাছে তুমি ঘৃণ্য।

শত্রুজিৎ। কী যায় আসে তাতে? পেছন থেকে যারা নিন্দা করে, তাদের মানুষ ব'লে আমি মনে করি না। [মদ্যপান]

লীলা। মনুষ্যত্বকে এ ভাবে বিসর্জন দেওয়া উচিত কি?

শত্রুজিৎ। উচিত অনুচিত কোন্‌টা, আমি জানি। [মদ্যপান] ধর তো হাতটা, শরীরটা বড় টল্‌ছে।

লীলা। কেন খাচ্ছো ওসব?

শত্রুজিৎ। আগুন জ্বেলে দিয়েছ বুকে, তার জ্বালা ভোলবার জন্য এ বিষ খাচ্ছি, বুঝলে? [পুনরায় মদ্যপান]

লীলা। শত্রুজিৎ! তোমার ধমনীর শোণিত কী আজ শীতল? জন্মভূমির বক্ষে চল্‌ছে বিদেশীর অত্যাচার, তোমরা কেমন ক'রে তার পদলেহন কর্‌ছো! ভাবতে পারছি না, তুমি মানুষ, না চর্মাবৃত কঙ্কাল!

শত্রুজিৎ। যা ভাব্‌তে পারো! [মদ্যপান]

লীলা। ফেরো শত্রুজিৎ! সত্যের দিকে, ধর্মের দিকে, দেবতার দিকে, সবার উপরে জন্মভূমির দিকে ফিরে চাও!

শত্রুজিৎ। দৃষ্টি আবদ্ধ তোমাতে, ফেরাবার উপায় নেই! বিবেক মোহগ্রস্ত, চেতনা জাগে না! জ্ঞান-বুদ্ধি সমাচ্ছন্ন তোমার রূপে, ভালমন্দ বিবেচনা করি কি নিয়ে? [মদ্যপান] যা হারিয়েছি, সবই ফির্‌তে পারে, যদি তুমি ফিরে চাও!

লীলা। না, ক্ষুধিত শার্দ্দুলকে অধর্মের ভয় দেখালেও অব্যাহতি নেই!

গীতকণ্ঠে দেবদাস আসিলেন।

দেবদাস।—

গান।

দিলে দুধ-কলা সাপ কিরে ভোলে
ছোবল ভুলিতে তার?

চোরা কি কখনো বুঝেরে অর্থ
ধর্ম-কাহিনীটার ?
চন্দন-বাসে ঢাকে কি কখনো
নরকের পচা গন্ধ ?
বোবার কণ্ঠে শুনেছে কি কেহ
সঙ্গীত সুর ছন্দ ?
নয়নের জলে গলে কি পাষাণ ?
মমতার ধার ধারে কি শয়তান ?
পেয়েছে কি কভু তৃষ্ণায় বারি
পথিক যে সাহারার ॥

[চলিয়া গেল ।

শক্রজিৎ। এঃ! নেশাটা মাটী হ'যে গেল! কে আছিস্? বেত্রাঘাত ক'রে বর্বরটাকে প্রাসাদের বাইরে তাড়িয়ে দে! [সুরাপাত্র ফেলিয়া দিয়া] কি ভাব্ছো প্রিয়তমে ? আশা কী পূর্ণ হবে না ?

লীলা। হবে।

শক্রজিৎ। কী বল্লে ?

লীলা। পূর্ণ কর্বো আশা !

শক্রজিৎ। স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হোক্ তব শিরে !
ভাগ্যবান্ শক্রজিৎ...
দীর্ঘ আশাসিন্ধু মথি'
লভিয়াছে এতদিনে লীলার করুণা !
হে সমীর,
দ্বারে দ্বারে জানাও বারতা
শক্রজিৎ আজ ভাগ্যবান্ !
কুসুমের কানে কানে শোনাও কাহিনী

হে ভ্রমর, শক্রজিৎ আজ ভাগ্যবান্!
ওরে, কে আছিস্?

সুরাপূর্ণ পাত্রহস্তে জনৈক নর্তকী আসিল।

শক্রজিৎ। দূর...দূর! কে ডাক্‌লে তোকে? [পদাঘাত করিলে নর্তকী পলায়ন করিল।] লীলা! লীলা! তোমার পবিত্র স্পর্শে আমি আবার মানুষ হবো! বিলম্ব ক'রো না...বিলম্ব ক'রো না...

লীলা। অধীর হ'চ্ছো কেন, শক্রজিৎ! সঙ্কল্প স্থির, ভাবনা কি?

শক্রজিৎ। নিরাশায় কণ্ঠ শুষ্ক! সমাধি দাও পিপাসার।...ও কি, কি অনুসন্ধান কর্‌ছো প্রিয়তমে!

লীলা। বাগানে কী আজ ফুল ফোটেনি?

শক্রজিৎ। ও-ও! পুষ্পমাল্য? নাও—নাও—

লীলা। ঠাকুর—ঠাকুর! শক্তি দাও!

শক্রজিৎ। আঃ, বড় বিলম্ব হ'চ্ছে! লীলা, কার্যশেষে যত খুসী ডেকো তোমার ঠাকুর-দেবতাকে। এখন কেন?

লীলা। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বহুদিন ফিরেছ, শক্রজিৎ! বারবার করেছি প্রত্যাখ্যান! সে আমার ভুল হয়েছে, সংশোধন কর্‌বো আজই! [বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছুরিকা অলক্ষ্যে বাহির করতঃ পুষ্পমাল্যের মধ্যে ধরিয়া] এস শক্রজিৎ, এস তৃষিত পুরুষ, গ্রহণ কর বরমাল্য!

[পুষ্পমাল্যের সহিত উদ্যত ছুরিকা দৃষ্টে শক্রজিৎ ছিন্নগুণ ধনুকের মত ঠিকরিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেলেন।]

শক্রজিৎ। শয়তানি! [কটিতে হাত দিয়া দেখিলেন তরবারি নাই, তৎপরে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ডাকিলেন] করাল! কালদণ্ড! ভৈরব! ওরে, কে আছিস?

চকিতে ভৈরব আসিল।

ভৈরব। সেবক!

[শত্রুজিৎ ইঙ্গিতে দেখাইযা দিলেন। ভৈরব ব্যাপারটা বুঝিয়া লীলার হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লইল।]

শত্রুজিৎ। খুব বাঁচিয়েছিস্ ভৈরব! নে পুবস্কাব।

[কণ্ঠ হইতে মুক্তাব মালা খুলিয়া দিলেন।]

ভৈবব। প্রভুব দানে ভৈরব তৃপ্ত!

[অভিবাদন করিয়া চলিযা গেল।

শত্রুজিৎ। বুঝলে লীলা। অদৃষ্ট যার অনুকূলে, তাব মৃত্যু এতো সহজে আসে না! শোন শযতানি! এখন ইচ্ছা কব্‌লে তোমায় কঠোব শাস্তি দিতে পাবি। কিন্তু তা দেবো না। অনুগ্রহ ক'রে অবসর দিচ্ছি, চিন্তা ক'বে দেখ, তোমাব ওই উদ্ধত শিব আমাব পাযে ঠেকিয়ে প্রণাম দেবে কবে।

লীলা। তুমিও চিন্তা কব বিশ্বাসঘাতক, তখন মাথা বাঁচাবে কি ক'রে, যখন কালনাগিনী বিষেব জ্বালায় অস্থিব হ'য়ে পুনবায ছোবল তুলবে।

শত্রুজিৎ। হুঁ! তোল ছোবল.. কব দংশন.. দেখি তোমার দাঁতে কেমন বিষ। [পদাঘাত কবিলেন।]

লীলা। উঃ! নিরঞ্জন! জাগো—জাগো দেব! তোমার বিশ্বগ্রাসী হুঙ্কারে শযতানটা রসাতলে তলিয়ে যাক।

শত্রুজিৎ। সেখানে গেলেও, তোমায নিয়েই যাবো! কে আছ?

কালদণ্ড আসিল।

কালদণ্ড। কালদণ্ড।

শত্রুজিৎ। কালনাগিনীর স্থান আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদ নয়, কারাগারের অন্ধকারময় কক্ষে! নিয়ে যাও কালদণ্ড, এর হাতে-পায়ে শেকল দিয়ে ফেলে রাখো।

কালদণ্ড। আসুন রাজকুমারি!

শত্রুজিৎ। শোন, দিনান্তে দিও বালুকাসংযুক্ত অন্ন, এবং তৃষ্ণায় একপাত্র লবণজল!

লীলা। শত্রুজিৎ!

শত্রুজিৎ। নিজের বিষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরগে।

লীলা। বসুন্ধরা, কেমন ক'রে বইছো এ পিশাচগুলোর ভার!

শত্রুজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ……

[সকলের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

বধ্যভূমি।

খড়্গহস্তে কালদণ্ড।

কালদণ্ড। কই, কোথায় রে ভৈরব!

ভৈরব। [নেপথ্যে] যাচ্ছি! ওরে, শীগ্‌গির চল্!

বন্দী রঞ্জককে লইয়া ভৈরব আসিল।

রঞ্জক। নিরঞ্জন! চোখের জল মুছিয়ে দিও রাণীমার— রক্ষা ক'রো বিদর্ভকে।

কালদণ্ড। নিজের পরিণাম চিন্তা কর।

ভৈরব। পাগল—পাগল! এখ্‌নিই ধড় থেকে যার মাথাটা ছিট্‌কে পড়্‌বে, সে ভাবছে পরের ভাবনা!

কালদণ্ড। মরুকগে! শোন্ ভৈরব, এবারের টাকাটা কিন্তু আমি বেশী নেবো।

ভৈরব। কেন?

কালদণ্ড। ওবার তুই বেশী নিয়েছিস্।

ভৈরব। নেবো না কেন? মাথাটা এনেছিলাম আমি একাই!

কালদণ্ড। বেশ, এটার ভার তো আমার উপর? তুই সমান ভাগ চাস কেন?

ভৈরব। তাহ'লে তুই হত্যা কর্! খুন কর্‌বো দু'জনে, ভাগ দেবো বেশী, তেমন বোকা আমি নই!

কালদণ্ড। ঝগড়া করলে উভয়েরই ক্ষতি! রাজ-হত্যাব টাকাটা সমান ফেলে দে, এটাও সমান পাবি!

রঞ্জক। ওরে দস্যু! কোন্ রাজাকে হত্যা করেছিস্?

ভৈরব। আঃ! থাম্ ব্যাটা! একটা মীমাংসা হ'চ্ছে আমাদের, তুই আবন্ত কর্‌লি বক্‌বক্!

রঞ্জক। ওরে, বল্ বল্, নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরতে দে আমায়।

কালদণ্ড। ম'লো যা! শোন্ ব্যাটা! রাজা ইন্দ্রনীলের মাথাটা আমরা কেটে এনেছি।

রঞ্জক। কী বললি! রাজাকে হত্যা করেছিস! ওঃ! সুদর্শন, কেন তুমি নিষ্ক্রিয়? বজ্র! বজ্র! কেন এখনো নীরব? গর্জে ওঠো… নেমে এসো, শয়তানগুলোকে রসাতলে তলিয়ে দাও!

কালদণ্ড। কী! আমাদেব অমঙ্গল ডাকছিস! ভৈবব! ধর্‌তো ব্যাটার মাথাটা নুইযে, দিই শেষ কবে!

রঞ্জক। যাওয়ার পূর্ব্বে তোদেরও শেষ ক'বে যাবো।

[শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে উদ্যত হইলেন।]

ভৈরব। কী! [ধাক্কা দিয়া রঞ্জকের মাথাটাকে যূপে প্রবেশ করাইয়া দিল।]

রঞ্জক। কী কর্‌বো, হাত দু'টো বদ্ধ, নইলে, রাজ-আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ ক'রে যেতাম তোদেরই শোণিতে!

কালদণ্ড। করাচ্ছি তর্পণ— [খড়্গ উত্তোলন করিলেন।]

অনন্তদেব আসিলেন।

অনন্তদেব। ঘাতক! ঘাতক। থামো!

ভৈরব। এটা আবার কে রে?

কালদণ্ড। যে হোক্! ধর্ তুই।

অনন্তদেব। মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, কথা আছে।

ভৈরব। কী কথা?

কালদণ্ড। ব'লে ফেল্! খুব তাড়াতাড়ি।

অনন্তদেব। এতদিন বহু প্রাণ তো নিয়েছ, দিয়েছ কটা?

কালদণ্ড। পাগল, মড়ার দেহে মানুষে প্রাণ দিতে পারে নাকি?

অনন্তদেব। যা দিতে পারো না, তা নাও কেন?

ভৈরব। পেটের দায়ে! এই সোজা উত্তরটা তোর মাথায় এলো না, কাল?

অনন্তদেব। নরহত্যা যে মহাপাপ, এও কী তোমরা বুঝতে পারো না?

ভৈরব। বুঝলে পেট চলে না।

অনন্তদেব। পেটের দায়ে মানুষ-হত্যা! নরঘাতকের দল, তোমরা কী অমর? ডাক তোমাদেরও আসবে।

ভৈরব। আসুক! মরবে সবাই, তাই ভেবে, অর্থ উপার্জন বন্ধ রাখে ক'জন?

অনন্তদেব। অর্থ উপার্জন, এ ভাবে? ধর্মরাজ যখন বিচার করবেন তোমাদের কাজের, কী কৈফিয়ৎ দেবে তোমরা?

কালদণ্ড। পরকালের কথা নিয়ে এখন থেকে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?

ভৈরব। ঠিক কথা! কাল, বেশ জবাব দিয়েছিস্!

অনন্তদেব। ধর্ম কি তোমাদের কাছে কিছু নয়?

ভৈরব। ধর্ম! পেট জ্বলছে ক্ষুধায়, আমরা করি ধর্ম! কোথাকার কে তুই!

অনন্তদেব। শোন ভাই, শত শত হিমালয় একত্রে ওজন করলে যে পরিমাণ দাঁড়াবে, তোমাদের পাপের বোঝা তার থেকেও ভারী হ'য়ে উঠছে।

কালদণ্ড। অতএব খুনোখুনি বন্ধ রাখো! এরূপ উপদেশ অনেকেই দিয়েছে, কিন্তু পেটে কিছু দিতে পারেনি! স'রে পড়!

অনন্তদেব। অবুঝ হ'য়ো না, সময় আছে এখনো, বন্দীকে মুক্তি দিয়ে পুণ্যসঞ্চয় কর।

ভৈরব। পুণ্য করলে হাতে শূন্য পড়বে! কাল, তোর কাজ কর!

রঞ্জক। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! পথিক, কেন বৃথা শয়তান-দের অনুরোধ করছো? অপমানিত হওয়ার পূর্বে স্থান ত্যাগ করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

ভৈরব। শুনলে?

অনন্তদেব। বুঝতে পারছো না ভাইসব, ভবিষ্যৎ তোমাদের বড় অন্ধকার! কথা রাখো; বন্দীর জীবন আমায় ভিক্ষা দাও।

কালদণ্ড। ভিক্ষা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! একটি কানাকড়িও জীবনে কারো হাতে তুলে দিইনি! আমাদের চাচ্ছো ভিক্ষা?

ভৈরব। পাঁচ পাঁচশ' মোহর এর মাথাটার দাম, তা আমরা দিয়ে ফেলবো? বোকা পেয়েছ আর কী!

অনন্তদেব। অর্থপিপাসুর দল! অর্থই যখন সর্বস্ব তোমাদের, আমিই দেবো; মুক্তি দাও।

কালদণ্ড। তুই দিবি?

অনন্তদেব। দেবো! পাঁচশ' কেন, দুজনকে দুহাজার দিচ্ছি···

কালদণ্ড। ভৈরব, এ ব্যাটা বলে কী রে!

ভৈরব। প্রলাপ বকছে! পাবে কোথায়?

অনন্তদেব। [দুটি তোড়া বাহির করিয়া] নাও, গুণে দেখ।

ভৈরব। কাল! কী কর্‌বি?

কালদণ্ড। টাকা পেলাম, ব্যস্‌!

ভৈরব। তাই হোক।

কালদণ্ড। কিন্তু, মাথা একটা যে দরকার, নইলে ওদিকটা যায়!

ভৈরব। তুই একটা মুখ্যু! দিনরাত লোক মারছি, মাথার অভাব?

কালদণ্ড। ঠিক বলেছিস্‌! খাঁড়া চালিয়ে চালিয়ে মাথার কি আর ঠিক আছে ভাই? দে! [তোড়া দুইটি লইয়া রঞ্জককে মুক্ত করিয়া দিল।] যা ব্যাটা, ভাগ্যি ভালো!

ভৈরব। আমরা দয়া কর্‌লাম, এই প্রথম!

রঞ্জক। [ক্ষিপ্রতার সহিত কালদণ্ডের হস্ত হইতে খড়্গ ছিনাইয়া লইয়া] আমিও কর্‌বো দয়া তোদের পৃথিবী থেকে সরিযে!

কালদণ্ড ও ভৈরব। ওবে বাবা!

[উভয়ে পলায়ন করিল।

রঞ্জক। [উভয়ের পশ্চাদ্ধাবনে উদ্যত হইল।]

অনন্তদেব। রঞ্জক! ফেরো।

রঞ্জক। এই শয়তানের দল রাজাকে হত্যা করেছে, গুরুদেব!

অনন্তদেব। ওদের হত্যা কর্‌লে কী রাজা ফিরবে? আমাদের সন্ধানে গুপ্তচর ফিরছে; নিজেই বিপন্ন হবে মাত্র! এ সময় আত্ম-গোপন আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।

রঞ্জক। রাণীমা কোথায়?

অনন্তদেব। কয়েক দিন কেউ তাঁকে দেখ্‌তে পায়নি। চল, আমরা তাঁর অনুসন্ধানে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শিব-মন্দির।

পূজারত পদ্মা ও সখীগণ।

সখীগণ।—

গান।

জয় শিব শঙ্কর, উমাপতি সুন্দর,
ভূতেশ ভূতনাথ পিনাকধারী !
ঈশান হর হর, জয় মহেশ্বর,
দেব দিগম্বর শ্মশানচারী॥
জয় ফণিভূষণ, ডমরু-বাদন,
বিঘ্ন-বিনাশন জয় ত্রিপুরারি,
জয় মৃত্যুঞ্জয়, নাশ অবলাভয়,
জয় জয় জগদীশ মঙ্গলচারী॥

[উপবেশন।

পদ্মা। প্রসীদ প্রসীদ প্রভো শূলপাণে।
প্রসীদ প্রসীদ বিভো বিশ্বনাথ॥
প্রসীদ প্রসীদ শম্ভো মহেশ।
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো প্রমথেশ॥

[প্রণাম করিলেন।]

কহ দেব ! অভাগীর মনোবাঞ্ছা
সত্যই কী অপূর্ণ রহিবে ?

শুনিলাম, স্বয়ম্বর-সভামাঝে
আসেননি বিদর্ভ-ঈশ্বর !
তাই, কাঁপে প্রাণ আশঙ্কায়
পিতৃমান কেমনে রক্ষিব।
অন্যজনে কেমনে দানিব মালা ?
ওগো দেব ! সত্যই কী
দ্বিচারিণী করিবে পদ্মারে ?

যজ্ঞসেন। [নেপথ্যে] পদ্মা ! সত্বর আয় মা ! লগ্ন অতীত প্রায়, রাজগণ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন।

পদ্মা। ওই পুনঃ পিতার আহ্বান !
মহেশ্বর ! দেবতা আমার !
পূজা যদি ব্যর্থ হয়—
ভক্তি যদি কাঁদে নিরাশায়,
কেবা বল মন্দিরে আসিবে ?
কেন লোকে তোমারে পূজিবে ?
কহ দেব, এখনো উপায়।
রক্ষা কর অবলায় এ মহা সঙ্কটে।

যজ্ঞসেন। [নেপথ্যে] এখনো কী পূজা শেষ হ'লো না পদ্মা ? সত্বর আয়।

পদ্মা। [উঠিয়া] জাগিলে না পাষাণ-দেবতা !
ওরে সখীগণ ! চল্ চল্
নিয়ে চল্ মোরে স্বয়ম্বরে !
পাষাণের মনোবাঞ্ছা হউক পূরণ !

[সখীগণসহ চলিয়া গেলেন।

ছদ্মবেশী ইন্দ্রনীল আসিলেন।

ইন্দ্রনীল। স্বপ্ন? নহে স্বপ্ন,—আমি যে জাগন্ত!
অশরীরী? নহে তাও! হেরি যে প্রত্যক্ষ!
ধরা'পরে এত রূপ কভু কী সম্ভবে!
[ছবিটী বাহির করতঃ দেখিয়া]
সুনিপুণ শিল্পীর গঠিত ছবি
কোন্ মায়ামন্ত্রবলে
প্রাণ লভি উঠিল জাগিয়া!

ক্রুদ্ধ যজ্ঞসেন আসিলেন।

যজ্ঞসেন। ওই সাথে উঠিয়াছে শমনও জাগিয়া!
ইন্দ্রনীল। তুমি রাজা যজ্ঞসেন?
উনিই কী তনয়া তোমার?
যজ্ঞসেন। চুপ্! নীচ, ঘৃণ্য, বিদেশী অধম!
অনূঢ়া কুমারী—
ক্ষণপরে স্বয়ম্বরা হবে যেবা,
রূপ তার অলক্ষ্যে গোপনে
হীন কামুকের সম
লুব্ধনেত্রে দরশন,
অপরাধ কী না?
ইন্দ্রনীল। তারপর?
যজ্ঞসেন। তারপর, এই রাজোদ্যান···
একমাত্র সখীগণসহ রাজকন্যা ছাড়া

অন্য রমণীরও প্রবেশ নিষিদ্ধ যেথা,
হইয়া পুরুষ, প্রবেশিলে সেথা—
দণ্ডযোগ্য কী না ?

ইন্দ্রনীল সুনিশ্চয় দণ্ডযোগ্য !

যজ্ঞসেন শোন অর্ব্বাচীন !
পূর্ব্বাপর আছে বিধি—
বিনাদেশে কেহ যদি প্রবেশে হেথায়,
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সে হবে সুনিশ্চয় !

ইন্দ্রনীল। [হাসিয়া উঠিলেন।]

পদ্মা আসিলেন।

পদ্মা। পিতা ! তনয়া প্রস্তুত।
[ইন্দ্রনীলকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।]
[স্বগত] সেই আঁখি···সেই মুখ···
ছবি সাথে নহেক অভিন্ন !
[প্রকাশ্যে] পিতা ! পিতা !
কেবা এ বিদেশী ?

যজ্ঞসেন। পরিচয় অজ্ঞাত এখনো !
এ নির্লজ্জ সংগোপনে প্রবেশি হেথায়
দিয়াছে আঘাত রাজ-মর্যাদায় !

পদ্মা। কেন দিলে ?
রাজোদ্যানে কেন তুমি করিলে প্রবেশ ?

ইন্দ্রনীল। সুভাষিণি ! এ আঘাত দান
নহে ইচ্ছাকৃত মম !

যেন এক যাদুমন্ত্র আকর্ষণ করি
আমারে আনিল হেথা !

পদ্মা। [স্বগত] ছবি সাথে নহেক অভিন্ন।
দর্শনে ইঁহার,
কেন দেহে জাগে শিহরণ ?

যজ্ঞসেন। ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক,
রাজবিধি করেছ অমান্য !
দণ্ড তোমা গ্রহণ করিতে হবে।

ইন্দ্রনীল। নিশ্চয়ই লইব !

পদ্মা। হে বিদেশি ! যাও ত্বরা চ'লে
রাজপদে চাহিয়া মার্জনা !

ইন্দ্রনীল। শুভেচ্ছায় তব
ধন্যবাদ করিনু প্রদান।
কিন্তু কহি, হে শুভাকাঙ্ক্ষিণি !
রণে অকম্পিত দেহ যার
বিপর্যয়কালে,
বজ্রাঘাতে যেই জন টলেনি ক্ষণেক,
তব পিতৃদত্ত
তুচ্ছ দণ্ড গ্রহণের ভয়ে
সে করিবে নত
চিরোন্নত মস্তক তাহার ?

যজ্ঞসেন। গর্বিত যুবক !
তবে ইষ্টনাম কর উচ্চারণ !

[তরবারি নিষ্কাসন]

পদ্মা। পিতা! পিতা!
বিস্মৃত কি তুমি আজি শুভদিন মোর?
নররক্তে সিক্ত হ'লে মন্দির-প্রাঙ্গণ
তনয়ার হবে অকল্যাণ।

যজ্ঞসেন। তা হ'লে কি বিনাদণ্ডে তস্করে ছাড়িব?

পদ্মা। কেন বা ছাড়িবে?

ইন্দ্রনীল। কাহারে তস্কর কহ?
রাজবিধি করেছি লঙ্ঘন,
প্রস্তুত রয়েছি দণ্ড করিতে গ্রহণ।
কিন্তু নহিক প্রস্তুত—
নীচজনোচিত বাক্য করিতে শ্রবণ।

যজ্ঞসেন। দেখ্ পদ্মা, যারে চাস করিতে করুণা,
সেই জন রক্তচক্ষু করে প্রদর্শন।
স্পর্দ্ধা ওর আত্মঘাতী,
আমি কি করিব?
তোর অনুরোধ—
তাই নিজহস্তে না বধি উহাবে
বধ্যভূমে করিব প্রেরণ।
কে আছিস?

পদ্মা। পিতা! তনয়ার অনুরোধ
রাখিলে যদ্যপি, আরো কিছু রাখো!
মোর শুভদিনে
নররক্তে করিও না সিক্ত ধরাতল!

যজ্ঞসেন। রাখিলাম কথা!

দেবো শাস্তি কাল।

[তরবারি কোষবদ্ধ করতঃ]

গর্বিত বিদেশি !

বাঁচিবার যতটুকু পেলে অবসর—

তনয়ার অনুগ্রহে মোর !

পদ্মা। কিন্তু মুক্তি তুমি পাবে না পথিক !

অপরাধী তুমি

রাজবিধি করিয়া লঙ্ঘন !

তাই, পিতৃপক্ষে…পিতার সম্মুখে…

সাক্ষী রাখি পাষাণ-বিগ্রহে

আমি তোমা করিণু বন্ধন !

[ইন্দ্রনীলের কণ্ঠে মাল্যদান করিলেন।]

যজ্ঞসেন। পদ্মা ! পদ্মা !

কী করিলি সর্ব্বনাশি !

এক হীন লম্পটের গলে

করি মাল্যদান

বিসর্জন দিলি পিতৃমান !

অকলঙ্ক কুলে মোর

ক'রে দিলি কলঙ্কলেপন !

আয় আয় ওরে কলঙ্কিনি !

রক্তে তোর মুছে দিই কুলের কালিমা !

[পদ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন।]

ইন্দ্রনীল। সাবধান !

বিন্দুমাত্র কর যদি এঁর অপমান,

ভুলে যাবো বাজা বলি
রক্ষিতে সম্মান।

যজ্ঞসেন। পিতা করে শাস্তিদান কন্যারে তাহার,
দিতে বাধা তুই কে লম্পট ?

ইন্দ্রনীল। বাজা যজ্ঞসেন।
এ লম্পট জামাতা তোমাব।
পত্নীরে তাহাব দিতে শাস্তি
নাহি অধিকাব তব !

যজ্ঞসেন। আছে কী না আছে অধিকাব
এই দণ্ডে দেখাবো তোমায !

পদ্মা। পিতা !

যজ্ঞসেন। চুপ ! পিতা।
কেবা পিতা তোব ?
নিঃসন্তান যজ্ঞসেন।
করুণায় এতক্ষণ
তরবারি বেখেছে সংযত !
কিন্তু আব না রাখিবে,
মুছে দেবে কন্যাসনে জামাতার নাম
ধরা হ'তে চিরদিন তরে।

ইন্দ্রনীল তবে শোন ওহে শ্বশুর ঠাকুব !
কহিয়াছ বহু শ্লেষ-বাণী !
করিয়াছ যত অপমান
নীরবে করেছি সহ্য
তনয়ার মুখ চাহি' তব !

কিন্তু আর না সহিব !
এই দণ্ডে নেবো
তার যোগ্য প্রতিশোধ !

[তরবারি বাহির করতঃ আক্রমণ করিলেন।]

পদ্মা। শান্ত হও হে পরমগুরু !
ক্ষান্ত হও পিতা ! নহে
তোমাদের প্রবল সঙ্ঘর্ষে
হয়, মুছে যাবে সিঁথির সিন্দুর,
নয়, স্নেহদুর্গ ধূলিসাৎ
হবে যে আমার !

যজ্ঞসেন। হোক্ ! তার'পরে কিবা মায়া আর,
যেই নারী ঢালে কালি পিতৃকুলে তার ?

পদ্মা। ওগো পিতা !
তনয়ার সীমন্তের সিন্দূর হ'তে
মান যদি এত গরীয়ান্, তবে
কেন মনোনীত কোন রাজ-করে
সমর্পণ না করি তাহারে
দিয়াছিলে অধিকার স্বয়ম্বরা হ'তে ?

যজ্ঞসেন। বুঝিনি তখন—
মতিচ্ছন্না কন্যা মোর
এইরূপে বংশে কালি করিবে লেপন !
ওঃ, অজ্ঞাতকুলোদ্ভব পথের ভিক্ষুক—
তারি গলে যজ্ঞসেন রাজার তনয়া
বরমাল্য করেছে অর্পণ !

এই শ্লেষবাণী যবে কণ্ঠে কণ্ঠে
হবে উচ্চারণ—
কেমনে দেখাবি মুখ মানব-সমাজে ?

পদ্মা। ওঃ, এখনো কী শোনাইবে
হেন কটুবাণী ? এখনো কী
পরিচয় দেবে না তোমার ?
তব নয়নের দ্যুতি আর
ইঙ্গিত আকার কহে বারবার—
পরিচয় তব সবার উপরে।
বুঝিয়াছি কণ্ঠস্বরে—বুঝেছি ভাষায়—
বংশে, মানে, তুমি গরীযান্ !
ওগো গুণমণি ! বল…বল।
কেন শুনিতেছ শ্লেষবাণী
নীরবে দাঁড়ায়ে ?

যজ্ঞসেন যোগ্য পরিচয় ওর থাকিত যদ্যপি—
কেন পশি রাজোদ্যানে তস্করের প্রায়
নেহারিত পরনারী-রূপ ?
স্বয়ম্বর-সভাস্থলে
বীরবেশে না প্রবেশি'
কেন ভুলাইত পর তনয়ারে ?
শোন্ কলঙ্কিনি !
পিতৃ-পরিচয়হীন যারা,
নতমুখে শুনে তারা
যত শ্লেষবাণী।

ইন্দ্রনীল। কী কহিলে ছন্নমতি রাজা!
পিতৃ-পরিচয়হীন আমি?
ওঃ, কী কহিব? সম্বন্ধে শ্বশুর—
নহে, তোমারই শোণিত-ধারে
এতক্ষণে দিতাম লিখিয়া
উজ্জ্বল অক্ষরে মম জনকের নাম।

ব্যস্তভাবে মন্নু আসিল।

মন্নু। আরে, র-র-র! শ্বশুর-জামাইয়ে লড়াই বাধিয়ে মর্‌বি নাকি! হামিলোগ্ সববি শুনিয়েছে! বুঢ়া রেজা, তু বহুৎ বাতচিৎ করিয়েছিস।

ইন্দ্রনীল। চল ব্যাধ, আমরা এখুনিই এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাই!

মন্নু। র—র, রাগ করিয়ে গেলে, শ্বশুর বুঢ়া কাঁদিয়ে মর্‌বে, তক্‌লিপ তো তুহারই! গা' ঢাকা দিয়ে আস্‌তে গেলি কেন? আপন বেশে আস্‌লে, সব ব্যাটা গড় হইয়ে পেরণাম দিতো। কপালে আঁখ্ উঠিয়ে দেখছিস কীরে বুঢ়া? জামাইকে অন্দরে লিয়ে যা!

ইন্দ্রনীল। থাক্ মন্নু! অন্দরমহলে উঠবো সেদিন, যেদিন উঠবার মতো যোগ্যতা অর্জন কর্‌তে পার্‌বো! তুমি রক্ষীদের প্রস্তুত হ'তে আদেশ দাও—

পদ্মা। দাসীকে ফেলে যাবে স্বামি?

ইন্দ্রনীল। কায়ার পেছনে থাকে তার ছায়া!

মন্নু। বলিস্ কীরে! বিদর্ভের রাণীজী ছুটবে তুহার পেছনে পেছনে? চৌদোল হাঁক্‌বে না? মাদল বাজবে না? কাড়ানাকড়ার বাজনায় মাটী কাঁপ্‌বে না?

ইন্দ্রনীল। উপায় কী ব্যাধ ?

মন্নু। তুহার মগজ একদম বিগোড় হইযে গেছে, রেজা ! ওরে বুঢ়া, হাঁ করিয়ে দেখছিস কীরে ? মেইয়া-জামাইকে আগ্‌লে রাখ্‌ ! হামি বিদর্ভে ছুটলো বাজনা আনতে। যাবে আবার পৌঁছাবে।

[চলিয়া গেলেন।

যজ্ঞসেন। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি ! কেন দাওনি পরিচয ? মার্জনা কর ! বিস্মৃত হও বৃদ্ধের সকল অপরাধ।

পদ্মা। আমার পিতা চাইছেন মার্জনা ! তুমি এখনো থাক্‌বে নতমুখে ? এস, দুজনে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্বাদ মাথায তুলেনি !

[ইন্দ্রনীল ও পদ্মা যজ্ঞসেনকে প্রণাম করিলেন।]

যজ্ঞসেন। ওরে, তোরা গেলি কোথায় ? মেয়ে-জামাইকে বরণ ক'রে ঘরে তোল্‌ !

[চলিযা গেলেন।

সখীগণ ছুটিয়া আসিল।

সখীগণ।—

গান।

আযরে সবাই বাসর জাগি।
মিলেছে ওই শ্যামের সাথে আমাদের শ্যাম-সোহাগী।
ফুলে ফুলে পাত বিছানা,
বাজা শাঁখ, উলু দে, দে লো আলপনা,
বস্‌বে পদ্মা ফুলে ইন্দ্রনীল-ভোমরা, দেখ্‌বো মোরা যত অনুরাগী॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কুটির।

সুনন্দা ছুটিয়া আসিলেন।

সুনন্দা। আসছে! ঐ আসছে! শোনা যাচ্ছে তারই পায়ের শব্দ! আসবে না? মাকে ভুলে কি থাকতে পারে?

কালদণ্ড আসিল।

কালদণ্ড। বাইরে এলি যে?

সুনন্দা। তোকে দেখতে! ওরে মাণিক, মাকে ভুলে ছিলি কোথায়? আহা,—বড় রোগা হ'য়ে গেছিস তো! কতদিন দেখতে পাইনি—

কালদণ্ড। কতদিন কীরে! এখুনিই তো কথা ব'লে এলি—

সুনন্দা। এখুনি? তা হবে! [ভাবিতে লাগিলেন।]

কালদণ্ড। দেখ,—আবার ভাবতে লাগলো! ওরে, তোর বাড়ীটা কোথায় বল্ না?

সুনন্দা। গাছতলায়। ওই বনটার পাশেই!

কালদণ্ড। যতই লুকোবার চেষ্টা কর্, তোর মুখ বল্ছে—তুই কোন বড় ঘরের!

সুনন্দা। হবে! [উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।]

কালদণ্ড। হবে নয়,—ঠিক ক'রে বল্ তুই কে ?

সুনন্দা। ভিখারিণী—

কালদণ্ড। হুঁ,—এ মোহর-ভরা থলেটা ভিখারিণীর ! গলার ও মুক্তাহারটা ভিখারিণীর ! কীরে, হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে ?

সুনন্দা। কী জানি বাবা !

কালদণ্ড। চালাকী ! নদী থেকে উদ্ধার ক'রে বাঁচিয়েছি—নইলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম !

সুনন্দা। মারো বাবা, মারো ! ম'লে একটু শান্তি পাই !

কালদণ্ড। আঃ ! কাঁদছিস কেন ?

সুনন্দা। ওগো,—জল থেকে কেন তুল্‌লে ? কেন বাঁচালে ?

কালদণ্ড। ঘাট হয়েছে ! আয়, হাত-পাগুলো বেঁধে আবার ফেলে দিইগে !

সুনন্দা। তাই কর বাবা,—তাই-ই কর !

কালদণ্ড। কান্নাকাটি রাখ্ বাপু ! বল্, কেন তুই মর্‌তে চাস্ ? এত ধন-দৌলত থাকতে, তোর দুঃখটা কি ?

সুনন্দা। দুঃখ ?—কিসের ? কই, না তো !

কালদণ্ড। [ব্যঙ্গস্বরে] না তো ! হা-হুতাশ করে লোকে সুখে থাক্‌লে ? আচ্ছা, বল্ তো ! চেতনা ফেরবার পর 'ইন্দ্র—ইন্দ্র' ব'লে কেঁদে উঠেছিলি কেন ? সেটা তোর কে ?

সুনন্দা। চোখের তারা—বক্ষের স্পন্দন, ওগো, আমার সর্বস্ব সে। ওঃ, কেন স্মরণ করিয়ে দিলে ভুলে যাওয়া স্বপ্ন-কহিনীটাকে ? কেন জ্বালিয়ে দিলে আগুন, জ্বালাভরা বুকটায় ? বল…বল তো বাবা, কিছু শুনেছ তুমি ?

কালদণ্ড। কী শুন্‌বো ?

সুনন্দা। দস্যুরা নাকি অর্থের লোভে ইন্দ্রনীলকে হত্যা করেছে ?

ভৈরব আসিল।

ভৈরব। করেছে! তুই কিছু দিবি তো বল্, কারো মাথাটা উড়িয়ে দিই!

কালদণ্ড। ভৈরব, চুপ!

[ভৈরবের মুখ চাপিয়া ধরিল।]

সুনন্দা। ইন্দ্রনীল নেই! ওহো, নিরঞ্জন! একী কর্‌লে! একী কর্‌লে!

[চলিয়া গেলেন।

ভৈরব। কোথায় পালাবি ?

কালদণ্ড। ভৈরব, ফিরে আয়।

ভৈরব। কী ?

কালদণ্ড। তুই মানুষ না কী ?

ভৈরব। ডাকাত!

কালদণ্ড। বহুযত্নে বাঁচিয়েছিলুম! মড়ার বুকে বাজ হানলি ?

ভৈরব। বেশ করেছি! ওকে আমি ধ'রে নিয়ে যাবো।

কালদণ্ড। মর্‌বি তাহ'লে!

ভৈরব। তার মানে ?

কালদণ্ড। ও আমাকে ছেলে বলেছে।

ভৈরব। তবে তো রাজপুত্র হ'য়ে গেছিস!

কালদণ্ড। রহস্য রাখ্!

ভৈরব। রহস্য কি ? ছেলে যখন বলেছে, রোজ দু'বেলা ওর পায়ে মাথা ঠুকে প্রণাম দেগে!

কালদণ্ড। চল্লি কোথায়?

ভৈরব। ধর্‌তে।

কালদণ্ড। তাহ'লে মাথাটা রেখে যা!

ভৈরব। সাহস থাকে, নে। তুই একেবারে ব'যে গেছিস, কাল! ছেলে বলেছে! ব'যেই গেছে! নিজেকে বাঁচাবার জন্য অনেকে অমন ছেঁদো কথা বলে।

কালদণ্ড। ছেঁদো কথা নয়, ভৈরব! ওর কণ্ঠস্বরে আমি স্নেহের সুর শুনতে পেয়েছি।

ভৈরব। বেশ ক'রেছিস! ওসব বাজে কথায মন খারাপ কর্‌লে ব্যবসা চলে?

কালদণ্ড। ও ব্যবসা আমি ছেড়ে দেবো!

ভৈরব। খাবি কী? ছাই, না মাটী? মন খারাপ করিস্‌নে! চল্, ওটাকে ধরি।

কালদণ্ড। বক্‌বক্ করিসনে, এটা আমার বাড়ী!

ভৈরব। মানে?

কালদণ্ড। সরল ক'রে বল্‌লে, মানেটা এই দাঁড়ায় যে, চ'লে যা এখান থেকে।

ভৈরব। ও-ও! আচ্ছা, যাচ্ছি! টাকার ভাগটা চাহিলে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবো।

কালদণ্ড। শোন্!

ভৈরব। কী?

কালদণ্ড। বকেয়া পাওনাগুলো হিসেব ক'রে ফেলে দে।

ভৈরব। রাজার মা ছেলে বলেছে, তোর আবার অর্থের অভাব? পাপের পয়সার লোভটা ছেড়েই দে না!

কালদণ্ড। তা ছাড়তে পারি, কিন্তু মাকে ছাড়তে পারবো না।

অনন্তদেব আসিলেন।

অনন্তদেব। কোথায় মা?

ভৈরব। ঐ পালাচ্ছে!

অনন্তদেব। পালাচ্ছে। মা•••মা, দাঁড়াও!

কালদণ্ড। তুমি দাঁড়াও!

অনন্তদেব। সময় নেই! দেখছো, ওর মাথার ঠিক নেই? বিলম্ব হ'লে আবার কোথায় চ'লে যাবে।

ভৈরব। তাতে তোমার কী?

অনন্তদেব। আমাব কী, তোমরা বুঝবে না ভাই! দীর্ঘদিন ওঁর সন্ধানে ফিবেছি, দেখা পাইনি। আজ সন্ধানে জানলাম, তোমরা নাকি নদীর জল হ'তে উদ্ধার ক'রে একটি রমণীর জীবন রক্ষা করেছ! তাই এসেছিলাম দেখ্‌তে।

কালদণ্ড। কি নাম তোমার?

অনন্তদেব। অনন্তদেব।

কালদণ্ড। অনন্তদেব? [মুহূর্তে চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিযা উঠিল।]

ভৈরব। অমন ক'রে কী দেখছিস, কাল?

কালদণ্ড। রাজগুরুর নামটাও ছিল অনন্তদেব! তুমি কি সেই?

অনন্তদেব। হ্যাঁ, আমিই সেই!

কালদণ্ড। শুনলি?

অনন্তদেব। যা, উন্মাদিনী দৃষ্টির বাইরে গেল যে!

ভৈরব। যাক! আমরা যদি হাজির ক'রে দিই, কি দেবে?

অনন্তদেব। যত অর্থ চাও!

ভৈরব। শুন্‌লি মুখ্যু! কত বড় শীকার দেখ্‌লি!

কালদণ্ড। দেখ্‌লুম তো!

[ক্ষিপ্রতার সহিত অনন্তদেবকে বন্ধন করিল।]

অনন্তদেব। একী! কেন তোমরা আমায় বন্দী ধর্‌লে?

কালদণ্ড। আমাদের ধর্‌তে তুমি গুপ্তচর নিযুক্ত করেছিলে না? ভৈরব, চল্, এটাকে সেনাপতির হাতে তুলে দিইগে!

অনন্তদেব। ওঃ—

[অনন্তদেবকে লইয়া কালদণ্ড ও ভৈরবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

চন্দ্রচূড় পথ চলিতেছে।

চন্দ্রচূড়। হায়—হায়, আঁটকুড়ির ব্যাটারা করেছে কী গা! সোনার দেশটাকে একেবারে শ্মশান ক'রে ছেড়েছে! গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী, বাগান-বাগ্‌চে, পথ-ঘাট···সকলেরই চেহারা একদম বদল! [খানিক পথ অগ্রসর হইলেন।] চারিদিকে সিপাই-শান্ত্রী! পথঘাট আঁটাসাটা! রাজবাড়ীতে ঢুক্‌বো কী ক'রে! ওরে বাবা, হ'লো কী রে!

লাঠিতে ভর করিয়া বৃদ্ধবেশী ফটিক আসিল।

চন্দ্রচূড়। বুড়ো, তোর বাড়ী কোথায়?

ফটিক। কিষ্কিন্ধ্যা। হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। চেহারাখানাও সেই রকম দেখছি! এ দেশে ক'দ্দিন এসেছিস?

ফটিক। বছর খানেক! হরে কৃষ্ণ! লড়াই বাধলো; যেতে পারছি না! হরে কৃষ্ণ…

চন্দ্রচূড়। থাকিস কোথায়?

ফটিক। গাছতলায়। হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। পেট চলে কিসে?

ফটিক। ভিক্ষে ক'রে; ভগবান জুটিয়ে দিচ্ছেন। হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। রাজবাড়ীতে যাস্?

ফটিক। যাই বাবা! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। রাণীমা কেমন আছেন বল্‌তে পারিস্?

ফটিক। রাণীমা? আর বাবা! [কপালে হাত মারিয়া] তিনি থাকলে কী ভিখিরীদের এমন দশা হয়। হরে…

চন্দ্রচূড়। আরে রাখ্ তোর হরে কৃষ্ণ! হ্যাঁরে বুড়ো, রাণীমা কি মারা গেছেন?

ফটিক। ভগবান জানে বাবা! আমরা কেউ তাঁকে মর্‌তে দেখিনি!

চন্দ্রচূড়। তবে?

ফটিক। বল্‌তে কী, জানো বাবা? রাজকন্যাকে ডাকাতে ধ'রে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। কেউ দেখতে পায়নি, বলিস কী রে?

ফটিক। কী আর বল্‌বো বাবা! হরে কৃষ্ণ! আহা, কপাল দেখ মেয়েটার—সোমত্ত জোয়ান ছেলে, আজও ফিরলো না! লোকে বল্‌ছে—তাকেও নাকি মেরে ফেলেছে! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। এঁ্যা!

ফটিক। আহা-হা, রাজ্য গেল, রাজবাড়ী গেল, পুত্রকন্যা সবই গেল! কী নিয়ে অভাগী থাকে বল? হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। সত্যিই তাঁকে কেউ দেখতে পায়নি?

ফটিক। মিথ্যে বল্‌ছি? হরে কৃষ্ণ! ওঃ, ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য এক শালা বামুনকে পাঠিয়েছিল! শালা ফিরেও এলো না! বহুদিন আশায় থেকে থেকে, কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। রাজগুরু···নগরাধ্যক্ষ···এদের খবর কিছু জানিস বুড়ো?

ফটিক। কী জানি না, তাই বল? সাধে মাথার চুল ক'গাছা পাকিয়েছি? হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। কী জানিস, বল্ তো?

ফটিক। কেউ শুনছে নাকী বাবা! বুড়ো হয়েছি, চোখেও দেখতে পাই না! শোন বাবা, রাজার পক্ষের বল্‌তে কাউকে বাঁচিয়ে রাখেনি!

চন্দ্রচূড়। এ্যাঁ!

ফটিক। বামুন ব্যাটাও রাজার পক্ষে ছিল, সেনাপতি ব্যাটা তাকে খুঁজছে। হরে কৃষ্ণ! ঘোষণা করেছে, যে ধরিয়ে দেবে, তাকে পাঁচশ' মোহর দেবে। মনে ক'রে রেখেছি, শালা বামুন এলেই ধরিয়ে দেবো! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। বুড়ো, সে গুড়ে বালি! শুনিসনি বুঝি, বিন্ধ্য পাহাড়ে রাজার খোঁজ করতে করতে বামুনটা গভীর জঙ্গলে গিয়ে পড়ে?

ফটিক। তারপর?

চন্দ্রচূড়। একটা প্রকাণ্ড বাঘ, টুপ ক'রে বন থেকে বেরিয়ে, বামুনটার ঘাড় মট্‌কে উধাও ক'রে দিয়েছে!

ফটিক। এঁ্যা! শালা মরে তো বাঁচলো, কিন্তু আমাকে মেরে গেল যে! পাঁচ-পাঁচশো' মোহর গেল! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। যা' পাবি না, তার জন্যে হা-হুতাশ কর্‌লে কী আর হবে।

ফটিক। হরে কৃষ্ণ! হাঁ গা, তুমি বুঝি সেই দেশের নোক?

চন্দ্রচূড়। হাঁ—হাঁ, বিন্ধ্য পাহাড়েই আমার বাস! এদেশে যেরূপ মানুষ মারার হিড়িক, বাড়ীমুখো হওয়াই ভালো।

ফটিক। শোন বাছা! বিন্ধ্য পাহাড়ে যখন বাড়ী বল্‌ছো, তখন রাজার খবরটা কিছু কিছু জানো নিশ্চয়! সত্যিই তাঁকে মেরে ফেলেছে?

চন্দ্রচূড়। কথায় বলে, 'যা দেখ্‌বিনে দু'নয়নে, তা বিশ্বাস করিস্‌ না গুরুর বচনে। অতএব দেখিনি যখন, কী ক'রে বল্‌বো?

ফটিক। হরে কৃষ্ণ! আহা, বেঁচে থাকুন তিনি! হাঁ বাছা, দেখা হ'তো তোমাদের সঙ্গে?

চন্দ্রচূড়। মিছে কথা কেন বলবো। আমার সঙ্গে কোন দিন দেখা হয়নি, আর এখন কোন রাজাও সেখানে নেই।

ফটিক। হরে কৃষ্ণ! থাকলে, বামুনের বউটাকে তাঁর কাছে হাজির ক'রে দিতুম! শেষে বুড়োরই ঘাড়ে পড়্‌লো গা! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। কেন রে বুড়ো, বামুনের ছেলেটা গেল কোথায়?

ফটিক। বাপের খোঁজে! বড়ই পিতৃভক্ত ছিল কিনা? যাওয়ার আগে ব'লে গেল,—দাদু, মা থাকলো, আর এ গহনাগুলো থাকলো, যত্নে রেখো! বাবাকে পেলেই ফিরবো, নইলে, এমুখো হ'চ্ছি না! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। এঁ্যা, বলিস কী?

ফটিক। কী আর বল্‌বো, বল? বাপটাকে যখন বাঘে নিয়ে গেছে, তখন সেও আর ফিরছে না! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। তার মা এখন কোথায়?

ফটিক। আমারই কুঁড়েয়! শত্রুরা বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, যায় কোথায় বল? হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। গহনাগুলো রেখেছিস কোথায়?

ফটিক। ও কথাটা বল্‌বো না, বাপু! এ সব কথা কেউ যার তার কাছে বলে? হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড। বল্ না বুড়ো! না বল্‌লে খুন কর্‌বো!

ফটিক। তুমি বাপু ভাল নোকটি নও! অন্যের গোপন কথা জানবার এতো জিদ, সন্দেহের কথা! শেষে ডাকাত নিয়ে এসে সর্বনাশ কর্‌বে নাকী! ছিঃ ছিঃ,...হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। বুড়ো, কেন সন্দেহ করছিস? ভগবানের নাম ক'রে বল্‌ছি, ও কুমতলব আমার নেই। জানতে চাইছি কেন জানিস্? তোর কুঁড়ে ঘর...পরের জিনিষ রেখেছিস্...পাছে চোরে-টোরে নেয়...

ফটিক। ওই ভয়েই তো কাছে কাছে আগ্‌লে রাখি! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। শোন্, গহনাগুলো আমাকে দে, বামনীকে নিয়ে ছেলেটার খোঁজে যাই।

ফটিক। হরে কৃষ্ণ! কোথাকার কে তুমি,...চাইলেই দিয়ে ফেলবো? বোকা ঠাউরেছ? মাথার চুল পেকেছে, তোমার মতো শেয়ানাকে চরিয়ে! হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। বামুনের আত্মীয় আমি বুঝ্‌লি বুড়ো? নইলে এতো খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করার কী দরকার ছিল? নাবালক ছেলে...আমি ছাড়া দেখ্‌বার কে আছে তার?

ফটিক। বটে! তা বাবা, আমি তোমায় জানিও না, চিনিও না! পরের গুছানো জিনিষ দিই কি ক'রে, বল? হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। দিবি না তাহ'লে ?

ফটিক। আহা, চট্‌ছো কেন, বাপু ? একান্তই যদি আত্মীয় ব'লে দাবী থাকে তোমার, সেনাপতি মশায়ের কাছে চল, তাকেই সাক্ষী রেখে…

চন্দ্রচূড়। সেনাপতির কাছে! না, কী দরকার ? তুই-ই দে!

ফটিক। হরে কৃষ্ণ!

চন্দ্রচূড়। কী, দিবি না ? তোর বাবা দেবে!

ফটিক। জোর দেখাচ্ছ! তবে রে শালা আত্মীয়ের পো!

[লাঠি উঁচাইয়া ধরিল।]

চন্দ্রচূড়। [ক্ষিপ্রহস্তে লাঠি ধরিয়া] দিবি কি না ?

ফটিক। না—না।

চন্দ্রচূড়। [লাঠি কাড়িয়া] দাঁড়া, বের কর্‌ছি তোর হরে কৃষ্ণ বলা! [ফটিকের দাড়ি ধরিয়া] দে শালা, দে!

ফটিক। কী! আমার সখের দাড়ি! খুন করবো…খুন! এঁ্যা! ছিঁড়ে দিলে যে!

চন্দ্রচূড়। এ কী! ফট্‌কে! উল্লুক, বাপের সঙ্গে চালাকী ?

ফটিক। চালাকী খেলছিলাম ব'লেই তো, সব ব্যাটাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েছি! নইলে বাবা, কলা দেখাতো!

মন্নু আসিল।

মন্নু। হাঁরে, রাজবাড়ীর কোন্ পথ বোল্‌তো ?

চন্দ্রচূড়। এ জংলীটা আবার কে রে, বাবা!

ফটিক। তুমি কোথা থেকে আসছো ?

মন্নু। মাহেষ্মতীপুর থাকিয়ে আসছে!

ফটিক। তোমার বাড়ী সেই দেশে?

মন্নু। উঁহু! বিন্ধ্যপাহাড়।

চন্দ্রচূড়। বিন্ধ্যপাহাড়? হাঁ হে সর্দার, বিদর্ভরাজ তোমাদের পাহাড়ে মৃগয়া কর্‌তে গেছলেন, শুনেছ নিশ্চয়!

মন্নু। শুনবে কী রে? দেখিয়েছে।

চন্দ্রচূড়। দেখেছ? রাজা ইন্দ্রনীলকে দেখেছ?

মন্নু। হাঁ—হাঁ! হামি লোগ্‌ রেজার কাছ থেকে আসিযেছে! তার বাড়ীর পথটা দেখিযে দে।

চন্দ্রচূড়। রাজার কাছ থেকে আসছো! কেন সর্দার?

ফটিক। যেরূপ ব্যস্ত দেখ্‌ছি সর্দার তোমাকে, তাঁর কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছে?

মন্নু। না রে, না! ভালাই আছে! বেজা সাদি করিযেছে কি না! বউরাণী আসবে। তাইতো চৌদল, হাতী ঘোড়া, বাজনা আদি আনতে আস্‌লো!

ফটিক। রাজা বিয়ে করেছেন! রাজা বিয়ে করেছেন।

চন্দ্রচূড়। চুপ! বাতাসের কান আছে! শুনলে প্রলয়কাণ্ড বেধে উঠবে!

মন্নু। কেনে রে?

চন্দ্রচূড়। সে অনেক কথা সর্দার! রাজ্য, রাজবাড়ী শত্রুর দখলে! রাণীমা, রাজগুরু, কারো সন্ধান নেই। সেনাপতি সৈন্য-সামন্ত রাজার বিপক্ষে।

মন্নু। তব তো বাজনা মিললো না!

চন্দ্রচূড়। রাজা রাজ্যে ফিরলেই বিপদ, বুঝলে সর্দার?

মন্নু। হুঁ! আচ্ছা!

ফটিক। চল্‌লে কোথায়?

মন্নু। বিন্ধ্যপাহাড়। হামার হাজার হাজার ভীল ভাই আছে সেথা; হামি চল্‌লো তাদের আনতে! দুশমনগুলোর মাথা দিয়ে বহুরাণীর আসার পথ তৈযার কর্‌বে!

চন্দ্রচূড়। আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো সর্দার! ফট্‌কে, চল্‌!

ফটিক। না বাবা! মাকে ছেড়ে যাবো না!

চন্দ্রচড়। কথাগুলো গোপন রাখিস্‌। চল সর্দার!

মন্নু। আয—আয়! তুরন্ত আয! আগাড়ি রেজার কাছে খবরটা পৌছাতে হোবে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

রাহুসেন ও শত্রুজিৎ।

রাহুসেন। আমরণ স্মরণ থাকবে, স্বয়ম্বর-সভার অপমান!

শত্রুজিৎ। শুনেছি, রাজা যজ্ঞসেন তো প্রতারক নন্‌?

রাহুসেন। সকলের ধারণা ছিল তাই। কিন্তু দেখা গেল বিপরীত! নিমন্ত্রিত রাজগণ অসীম আগ্রহ নিয়ে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট…রাজকন্যার আগমনপথের দিকে দর্শকগণের উৎসুক-দৃষ্টি নিবদ্ধ! হঠাৎ দূতমুখে সংবাদ এলো,…'স্বয়ম্বর হবে না!'

শত্রুজিৎ। সে কী!

রাহুসেন। অপমানে, ক্ষোভে সভাস্থল পরিত্যাগ করলাম।

শক্রজিৎ। প্রতিশোধ গ্রহণই উচিৎ ছিল আপনার।

রাহুসেন। কোন কোন রাজা অবশ্য উত্তেজিত হয়েছিলেন, আমিই নিরস্ত কর্‌লাম।

শক্রজিৎ। কারণ ?

রাহুসেন। শোনা গেল, রাজকন্যা স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন এক ভিখারীকে! যজ্ঞসেন বরং বাধাই দিযেছিলেন।

শক্রজিৎ। ভিখারীকে বিবাহ কর্‌লে রাজকন্যা? কে সে ভাগ্যবান্ ভিখারী?

করাল আসিলেন।

করাল। ইন্দ্রনীল।

রাহুসেন ও শক্রজিৎ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

করাল। হাস্‌ছো রাজা!

রাহুসেন। হাস্‌বো না? তোমার কথা শুনে হাসি আসে যে! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শক্রজিৎ। পাগল! পাগল!

করাল। আমি নই, তোমরা।

রাহুসেন। ইন্দ্রনীলের প্রেতাত্মা বল্‌লে, তোমার কথাটা বিশ্বাস-যোগ্য হ'তো করাল!

করাল। হেসে ওড়াবার মত কথা করাল কোন দিন বলে না!

রাহুসেন। আজ বল্‌লে কেন?

শক্রজিৎ। অতিরিক্ত সুরাপান করেছে!

করাল। করাল মিথ্যাভাষী নয়, রাজা!

রাহুসেন। মৃত ব্যক্তিকে যদি সত্যই দেখে থাক, তাহ'লে জেনো করাল, সেটা তার প্রেতমূর্ত্তি!

করাল। যাই-ই হোক্, সে আসছে!

রাহুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—! ইন্দ্রনীল যদি আসে, তাহ'লে আগামী প্রত্যুষে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, করাল!

করাল। বিশ্বাস কর রাজা, আমি দেখে এলাম, রাজা ইন্দ্রনীল বিদর্ভ-সীমান্তে ছাউনি ফেলে অপেক্ষা কর্‌ছে!

রাহুসেন। এঁ্যা!

শত্রুজিৎ। দেখাতে পারবে?

করাল। নিশ্চয়!

রাহুসেন। বল কা করাল? বিশ্বস্ত অনুচর ভৈরব, সে নিয়ে এসে দেখিয়েছে ইন্দ্রনীলের ছিন্ন মস্তক! আর তুমি দেখে এলে, সে জীবিত?

করাল। কথা কাটাকাটিতে লাভ কি? করাল দেখিয়ে দেবে; না পারে, দণ্ড গ্রহণ করবে!

রাহুসেন। সত্য? ভৈরব কী তাহ'লে…

বন্দী অনন্তদেবকে লইয়া ভৈরব আসিল।

ভৈরব। দিতে এসেছে উপহার। গ্রহণ করুন বন্দীকে।

রাহুসেন। মরুক বন্দী। খুলে দে শৃঙ্খল।

ভৈরব। খুলে দেবো? এ যে শ্রেষ্ঠ রাজদ্রোহী।

রাহুসেন। উচ্ছন্নে যাক রাজদ্রোহী! চ'লে যাক যেখানে খুসী! ছেড়ে দে। রাহুসেনের আদেশ। ইতস্তঃ কর্‌ছিস কেন মূর্খ? [নিজে বন্ধন মুক্ত করিয়া] দূর হ এখান থেকে।

[অনন্তদেব চলিয়া গেলেন।

শত্রুজিৎ। রাজগুরুকে মুঠোর মধ্যে পেযেও ছেড়ে দিলেন মহারাজ?

রাহুসেন। আঃ, থামো শত্রুজিৎ। মরুক রাজগুরু! ভৈরব! যে ছিন্ন মস্তক এনে আমাদের দেখিয়েছিলি, সেটা কার?

ভৈরব। রাজা ইন্দ্রনীলের!

রাহুসেন। [তরবারি খুলিয়া] সত্য বল্?

ভৈরব। রাজা ইন্দ্রনীলের।

রাহুসেন। সত্য বল?

ভৈরব। ভৈরবের বিশ্বস্ততার পরিচয় মহারাজ বহুক্ষেত্রেই পেয়েছেন!

রাহুসেন। শুনছো করাল?

করাল। করাল জানে, ও আপনাদের ঠকিযেছে!

ভৈরব। সত্যের অপমান ক'রো না, করাল!

রাহুসেন। বল্‌তে পারো সেনাপতি, এদের মাঝে সত্যভাষী কে?

শত্রুজিৎ। ভৈরব। পূর্ব হ'তেই চিনি একে! করাল এসেছে দিন-কতক। চরিত্র ওর দুর্বোধ্য।

রাহুসেন। ঠিকই বলেছ! ভৈরব পুরাতন ভৃত্য, বিশ্বস্ত এবং অনুগত। মিথ্যাভাষীকে রাহুসেন মার্জনা করে না। করাল, প্রস্তুত হও দণ্ডগ্রহণের জন্য!

কালদণ্ড আসিল।

কালদণ্ড। মহারাজ!

রাহুসেন। কী?

কালদণ্ড। বিদর্ভ-সীমান্তে দেখলাম, একদল ভীল ছাউনি ফেলে অবস্থান করছে!

রাহুসেন। করুক, ক্ষতি কী? করাল!

কালদণ্ড। কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনুন রাজা! ভীলদের গতিবিধি সন্দেহজনক! তাদেব কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হ'চ্ছে রাজা ইন্দ্রনীলের নাম!

শক্রজিৎ ও রাহুসেন। ইন্দ্রনীলেব নাম!

করাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—' দণ্ড দাও, রাজা, দণ্ড দাও! করাল মিথ্যাবাদী।

রাহুসেন। বল্‌তে পারো?·· বল্‌তে পারো কেউ, আমি জাগন্ত, না ঘুমিযে? সত্য শুনছি, না স্বপ্ন দেখছি? আমার অবস্থান ইহলোকে, না পরলোকে?

করাল। করাল এসেছে দিন কতক, সুতবাং তার চবিত্র দুর্বোধ্য! কালদণ্ডও কী তাই, রাজা?

রাহুসেন। 'বিশ্বাস' শব্দটা মুছে গেল রাহুসেনের অভিধান থেকে! বুঝতে পাবিনি কবাল, অনুচববর্গ যে শ্রদ্ধা দেখিযে এসেছে এতদিন, তা' শুধু স্বার্থে ঘেরা! ওঃ, পবমাযুটা এগিয়ে গেল কয়েক বছর!

করাল। রাজা! রাজা!

রাহুসেন। হাত ধর—হাত ধর বন্ধু, সর্বাঙ্গটা শিথিল হ'য়ে আসছে। নিয়ে চল···পথ দেখাও, নিজের চোখে দেখে আসি,—সে স্বয়ং ইন্দ্রনীল, না তার প্রেতাত্মা! তারপর·········

[ভৈরবের উপর ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ
করাল সহ চলিয়া গেলেন।

শক্রজিৎ। সত্যই কী দেখে এলে, কাল?

কালদণ্ড। রাজাকে দেখিনি! তবে শুনে এলাম তাঁর নামে জয়ধ্বনি!

শত্রুজিৎ। ও-ও! মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে, তাঁর নামেও তো অনেকে ধ্বনি উচ্চারণ করে!

ভৈরব। সেনাপতি মশায় ঠিকই বলেছেন।

কালদণ্ড। খুলে বল্‌তো ভৈরব, ব্যাপারখানা কি?

ভৈরব। ভৌতিক কাণ্ড।

শত্রুজিৎ। তাই যদি হয়, তাহ'লে তার অলৌকিক ক্রিয়া এখানে দেখা দেওয়ার পূর্বেই শত্রুজিৎ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে! রাহুসেন উন্মত্ত··· এই তার পরিপূর্ণ সুযোগ! কাল! ভৈরব! নূতন রাজ-সরকারে তোমরা সম্মানজনক চাকরী পাবে শত্রুজিৎকে সাহায্য করলে!

কালদণ্ড ও ভৈরব। আদেশ করুন।

শত্রুজিৎ। নগরে নগরে, ঘাটে মাঠে, পল্লীতে প্রান্তরে ঘোষণা করে দাও, রাহুসেন নয়, ইন্দ্রনীল নয়—আজ থেকে বিদর্ভের রাজা 'শত্রুজিৎ'। এবং ঐ সঙ্গে আরও জানিয়ে দিও, আগামী প্রত্যূষে তার বিবাহ এবং রাজ্যাভিষেক।

কালদণ্ড। যদি ইন্দ্রনীল আসে?

শত্রুজিৎ। সম্মান পাবে, অভ্যর্থনা পাবে, যেমন প্রাপ্য শ্যালকের!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির।

পদ্মা ও ভীলরমণীগণ।

ভীলরমণীগণ।—

গান।

ও মিহেবানি ! পাশে নাই মিতে, তাই কি
মনটাকে তুই করলি রে ভার ?
তোর চোখে জল, মোছা কাজল,
কোণটা কেন ভেজা আঁচলটার ?
মুখে নাই হাসি, কথা –
(তোর) খোঁপার ফুল গেল কোথা ?
কিসের ভুলে তুই ফেললি খুলে
মিতের দেওয়া ফুলের হার ?

[চলিয়া গেল।

চন্দ্রচূড় আসিলেন।

চন্দ্রচূড়। কী কাল এলো রে বাবা! যাকে বাপের নাম জিজ্ঞেস কর্‌লে ছত্রিশবার ঢোক গেলে, সে বস্‌বে রাজার আসনে! খুন কর… তাড়াও,—ব্যাটাদের তাড়াও…নইলে…

পদ্মা। সত্যই কি শুনে এলে ঠাকুর, আগামী কাল অভিষেক?

চন্দ্রচূড়। ঢেঁড়া দিয়ে তাই ব'লে গেল, মা!

পদ্মা। কথাটা কিন্তু রাজাকে জানিয়ে ভাল কর্‌লে না।

চন্দ্রচূড় । এতবড় একটা খবর তাঁকে বল্‌বো না ? বল কী মা ?

পদ্মা । সময়ান্তরে বল্‌লেই পারতে । দেখলে তো ?—শুনে তাঁর চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো আগুনের ভাঁটার মতো…ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠ্‌লো হাতের অস্ত্র…ছুটলেন ছিটকে পড়া উল্কাবেগে ?

চন্দ্রচূড় । ছুটবে না ? সিংহের বাচ্ছা শেয়ালকে বনের রাজা হ'তে দেখলে, কবে চুপ ক'রে থাকে ? কথাটা শুনে আমারই শিরায় আগুন জ্বলে উঠেছে !

পদ্মা । শত্রুবেষ্টিত রাজ্য ! ছুটলেন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহারা হ'য়ে, কী যে ঘট্‌বে, ভগবান্ জানেন !

চন্দ্রচূড় । কিছু ভেবো না রাণীমা ! সর্দার সঙ্গে গেছে, ভয় কি ?

পদ্মা । শত্রু হাজার হাজার…তাঁর রক্ষী একাই সর্দার ! ভাববো না ঠাকুর !

চন্দ্রচূড় । ছদ্মবেশ…চিন্‌বে কে ? আর, যদিও বা চেনে, কিছু কর্‌তে পারবে না । এক, দুই, তিন ; ত্রিসত্য ক'রে বল্‌লুম,—ভালই হবে ! কারণ, 'মহারাজ এসেছেন' এই কথাটা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, লাখ লাখ প্রজা তাঁর পক্ষে যোগদান কর্‌বে ।

পদ্মা । যাই বল ঠাকুর, সামরিক শক্তি যেখানে বিপক্ষে, সেখানে এগিয়ে যাওয়া আর যমের বাড়ীর দরজায় উঁকি দেওয়া—একই কথা !

চন্দ্রচূড় । তা হ'লে কী পাঠিয়ে দেবো কতকগুলো ভীলকে ?

পদ্মা । না—না, সে আরো বিপদ ! ভীলেরা উপস্থিত হ'লেই তাঁর আগমন সংবাদ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়্‌বে ! হাজার হাজার মুক্ত তরবারি গর্জে উঠবে তাঁর মস্তক লক্ষ্য ক'রে ।

চন্দ্রচূড় । তাও ঠিক ! সেনাপতি ব্যাটা পয়লা নম্বরের শয়তান !

[নেপথ্যে চিৎকার—আগুন ! আগুন !]

চন্দ্রচূড়। আগুন! [গায়ের কাপড়-চোপড় খুলিয়া ফেলিল] ওরে জল আন্……জল……

পদ্মা। দেখ…দেখ ঠাকুর, কোথায় আগুন লাগলো!

চন্দ্রচূড়। এঁ্যা! কেমন ক'রে একা যাই!

নেপথ্যে। ওহো, ভগোয়ান, একী কর্‌লি!

পদ্মা। ভীল-শিবিরের দিক্ থেকেই চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ঠাকুর, দৌড়ে যাও।

[দ্রুত চলিয়া গেলেন ; চন্দ্রচূড় পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

জলন্ত মশালহস্তে করাল ও রাহুসেন আসিলেন।

রাহুসেন। জ্ব'লে উঠেছে! জ্ব'লে উঠেছে! ধূ—ধূ—ধূ! দাউ—দাউ—দাউ—

[উভয়ের বিকট হাস্য]

রাহুসেন। ছোটো করাল! ছুটে যাও! একটা শিবিরও যেন বাদ না পড়ে! একধার থেকে আগুন ধরিয়ে দাও! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[উভয়ে দৌড়িয়া গেলেন।

পদ্মা ছুটিয়া আসিলেন।

পদ্মা। হায়—হায়, কেমন ক'রে আগুন লাগ্‌লো! ভগবান্! ভগবান্! ভীলদের রক্ষা করো!

চন্দ্রচূড় ছুটিয়া আসিলেন।

চন্দ্রচূড়। গেল…গেল, সব গেল! মা! মা! আগুন লাফিয়ে

লাফিয়ে পড়্‌ছে! শিবিরের পর শিবির পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে! ওরে বাবা রে…এ কী হ'লো রে…

পদ্মা। যাও…যাও ঠাকুর। যেমন ক'বে পারো, আগুন নেভাবার ব্যবস্থা কব! যাও…যাও…

চন্দ্রচূড়। মাফ কর মা! সে প্রলযেব আগুন! একা যাওযা পছন্দ করছি না।

পদ্মা। তাহ'লে এদিকটা লক্ষ্য রেখো, আমিই যাচ্ছি!

মুক্ত তরবারিহস্তে রাহুসেন আসিলেন।

রাহুসেন। দাঁড়াও!

চন্দ্রচূড। [ছিলাকাটা ধনুকের মতো সবিযা গিযা কাঁপিতে লাগিল।]

পদ্মা। কে তুমি?

রাহুসেন। চিনবে না সুন্দবি। নাম—রাহুসেন।

চন্দ্রচূড। [জড়িতস্বরে] রা-হু-সে-ন!

পদ্মা। এখানে কেন?

বাহুসেন। তোমার সিন্দুববিন্দুটা মুছে ফেলতে!

পদ্মা। অপরাধ?

রাহুসেন। স্বযম্বর-সভার অপমান! বল যজ্ঞসেন-কন্যা, যে ভিখারীর গলায় বরমাল্য অর্পণ কবেছিলে, কে সে?

পদ্মা। আমার স্বামী।

রাহুসেন। নারী যাকে মাল্যদান করে, সে যে তার স্বামী হয়, একথা রাহুসেনকে শিখিয়ে দিতে হবে না। আমি জানতে চাই, তার পরিচয় কি?

পদ্মা। পরিচয়?

রাহুসেন। হাঁ। স্মরণ রেখো, সহধর্মিণী হ'য়ে স্বামীর পরিচয় গোপন করলে, পতিতার তুল্যই অপরাধ করবে। তাই, তোমার মুখ দিয়ে জেনে নিতে চাই, তার প্রকৃত পরিচয়টা কী?

পদ্মা। তোমার উদ্দেশ্য কী রাজা?

রাহুসেন। গায়ের জ্বালা নিবারণ করা! বল নারি, তোমার স্বামী রাজা ইন্দ্রনীল কি-না?

চন্দ্রচূড। রাজা ইন্দ্রনীল তো—

রাহুসেন। চুপ্! প্রশ্ন ক'রেছি যাকে, সে দেবে তার উত্তর। তুই কে?

চন্দ্রচূড়। [ক্ষিপ্রতার সহিত উপবীত প্রদর্শন।]

রাহুসেন। নীরবে অবস্থান কর। বল নারি!

পদ্মা। বল্‌বো না।

রাহুসেন। বলবে না? করাল!

নির্ব্বাপিতপ্রায় মশালহস্তে করাল আসিল।

করাল। কার্য্য শেষ! কোন শিবির অবশিষ্ট নাই! ভীলেরা কতক মরেছে, কতক পালিয়েছে!

রাহুসেন। যাক্! শোন করাল। নিয়ে যাও এ নারীকে, পার্ব্বত্য দুর্গে আবদ্ধ ক'রে রাখবে।

করাল। [পদ্মার হস্ত ধারণ] এস।

পদ্মা। রাজা! রাজা! তোমারও তো মা-বোন আছে—

রাহুসেন। আছে! কিন্তু তোমার মতো তারা নিমন্ত্রিত রাজাদের অপমান করেনি! নিয়ে যাও করাল!

করাল। চল নারি!

পদ্মা। ওরে ছাড়্‌—ছাড়্‌, ছেড়ে দে পিশাচ! ভগবান্‌! ভগবান্‌! এদের মাথায় বজ্রাঘাত কর…বজ্রাঘাত কর…

রাহুসেন ও করাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[করাল পদ্মাকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল।

রাহুসেন। বল ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রনীল কোথায়?

চন্দ্রচূড়। আ—আ—জ্ঞে! স্মরণ হ'চ্ছে না! শিবিরে ঘুমিয়েছিলেন, আগুন লেগে পুড়ে মরাও সম্ভব!

রাহুসেন। তুমিও মর তা হ'লে!

[চন্দ্রচূড়ের বক্ষে আঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রচূড়। ওঃ! নিরঞ্জন, রাজাকে রক্ষা করো।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

সভাগৃহ।

শত্রুজিৎ আসিলেন।

শত্রুজিৎ। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। সফল শাস্ত্রবাক্য! দরিদ্র শত্রুজিৎ বুদ্ধিবলে বিদর্ভের রাজা! এবার শুধু ভোগ! ভোগেই সার্থক ক'রে তুলবো জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে! ওরে…ও নর্তকীগণ, ছুটে আয়… তোদের সঙ্গীতের সুরস্পর্শে সজীব হ'য়ে উঠুক শত্রুজিতের প্রথম প্রতিষ্ঠার প্রতিটি পল!

নর্তকীগণ আসিল।

নর্তকীগণ।—

গান।

নিরালায় ডেকো প্রিয়, এমন সময় নয় গো!
এত লোকের মাঝে কি কেউ মনের কথা কয় গো?
ফাগুনে ফুলের বনে হাসবে যখন চাঁদ,
ধর্‌তে তোমায় থাকবে পাতা আমার প্রেমের ফাঁদ;
চুপিসারে এসে তুমি হৃদয় ক'রো জয় গো॥

শক্রজিৎ। বাঃ! চমৎকার!

নর্তকীগণ। কি?

শক্রজিৎ। তোমাদের চোখ-ইসারা!

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

শক্রজিৎ। শোন নর্তকীগণ, যখন তোমাদের নূতন রাজা প্রাসাদে প্রবেশ করবে, তখন প্রত্যেক সোপানে—প্রত্যেক কক্ষে এবং প্রতিটী অলিন্দে ওই বিলোল কটাক্ষ যেন তাকে অভ্যর্থনা করে!

নর্তকীগণ। [সহাস্য কটাক্ষে] কর্‌বে।

ছদ্মবেশী রঞ্জক আসিলেন।

রঞ্জক। নবীন ভূপালের জয় হোক্!

শক্রজিৎ। [ইঙ্গিত করিলেন, নর্তকীগণ চলিয়া গেল।] কে তুমি?

রঞ্জক। ভাগ্যহীন প্রজা।

শক্রজিৎ। একা তুমি ছাড়া—বিদর্ভের কোন ব্যক্তি এখনো আমায় 'রাজা' সম্বোধন করেনি।

রঞ্জক। মূর্খ তারা! কয়েকদণ্ড পরে হবে যাঁর অভিষেক, তাঁকে পূর্ব থেকেই 'রাজা' সম্বোধন করায় ক্ষতি কি?

শত্রুজিৎ। আমি আনন্দিত তোমার যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে।

রঞ্জক। বাহুবল তো আছে অনেকেরই,—কিন্তু এমন সুকৌশলে রাজ্যলাভ করতে ক'জন পারে? আর, বুদ্ধিবলে আপন অবস্থার এমন বিস্ময়জনক পরিবর্তন আনতে ক'জন দরিদ্র পেরেছে?

শত্রুজিৎ। আমার অতীত অবস্থাটাও তোমার অজ্ঞাত নয়, দেখ্‌ছি!

রঞ্জক। নিবিড় কাননান্তরালে চন্দন বৃক্ষ লুক্কায়িত থেকেও সে আপন সৌরভে যেমন নিজের অবস্থান জানিয়ে দেয়, তেমনি আপনার সৌভাগ্য-সৌরভ আপনাকে দেশে দশে পরিচিত ক'রে তুলছে!

শত্রুজিৎ। বাঃ,—তোমার বাক্যবিন্যাস চমৎকার চিত্তাকর্ষক! বল অপরিচিত,—কি উদ্দেশ্যে এসেছ?

রঞ্জক। এসেছি কর্মপ্রার্থনায়! অর্থাভাবে পরিজন প্রতিপালনে নিরুপায় হ'যে চাকুরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি! নবীন ভূপালের করুণায় যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহ'লে দাস আজীবন ক্রীতদাস হ'য়ে থাক্‌বে।

শত্রুজিৎ। কি কাজ চাও?

রঞ্জক। রাজসরকারে যে পদ শূন্য আছে, তা পেলেই দরিদ্র সন্তুষ্ট হবে।

শত্রুজিৎ। তরবারি পরিচালনা কর্‌তে পারবে?

রঞ্জক। কিছু কিছু অভ্যাস আছে। একখানি তরবারি প্রদানের আদেশ হ'লে ভূপালের সম্মুখে আমি তার চালনা-কৌশল প্রদর্শনে প্রস্তুত।

শত্রুজিৎ। প্রয়োজন হ'লে আত্মীয়ের বুক লক্ষ্য ক'রে কৃপাণ তুলে ধর্‌তে পারবে?

রঞ্জক। প্রভুর আদেশ পেলে, নিজের হৃৎপিণ্ডটাকেও টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলতে দ্বিধা করবো না।

শত্রুজিৎ। পরম পরিতুষ্ট হ'লাম তোমার বাক্যে! তোমারই মতো বিনয়ী ব্যক্তির প্রয়োজন আমার রাজ্য-পরিচালনে! আচ্ছা, আপাততঃ তোমায় দান করলাম পুরীরক্ষকের পদ। আশা করি তোমার বিশ্বস্ততা দশের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে।

রঞ্জক। নবীন ভূপালের এ অনুগ্রহ দাস আমরণ স্মরণ রাখবে।

অনন্তদেব আসিলেন।

অনন্তদেব। আমি জানতে এলাম শত্রুজিৎ,—ব্রাহ্মণেরা তোমার অনুগ্রহে বঞ্চিত কেন?

শত্রুজিৎ। তারা আমার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদনে আপত্তি করে কেন?

অনন্তদেব। তাই বুঝি কেড়ে নেওয়ার আদেশদান করেছ ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি?

শত্রুজিৎ। কিন্তু এখনও তাদের রাজ্যের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশটা দিইনি!

অনন্তদেব। ছিঃ—ছিঃ, তুমি হ'লে কী!

শত্রুজিৎ। রাজা। সমগ্র বিদর্ভের ভাগ্যনিয়ন্তা।

অনন্তদেব। ব্রাহ্মণের দীর্ঘশ্বাসে অমন কত ভাগ্যনিয়ন্তার ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে গেছে, তা কি জান না, শত্রুজিৎ?

রঞ্জক। বয়োধিক হ'লেও, বার বার নামোচ্চারণে রাজ-মর্যাদা নষ্ট করছেন কেন ব্রাহ্মণ? আপনার যত কিছু আপত্তি নিবেদন করুন রাজোচিত সম্ভাষণে।

অনন্তদেব। কী বল্‌ছো তুমি উন্মাদ? বাক্যোচিত সম্ভাষণ কর্‌বো ওই পবস্বাপহারীকে!

বঞ্জক। আঃ—ব্রাহ্মণ।

শত্রুজিৎ। ভৈরব!

ত্বরিতপদে ভৈরব আসিল।

শত্রুজিৎ। বন্দী কর এই অর্বাচীন বৃদ্ধকে!

[ভৈরব আদেশ পালনে উদ্যত হইল।]

বঞ্জক। আহ—থামো। ঐ শেকল সাপের রূপ নিয়ে তোমার হাতে ছোবল মারবে যে!

শত্রুজিৎ। একী! আমার আদেশ প্রতিপালনে বাধাদান করছো তুমি?

বঞ্জক। বর্ণের গুরু ত্রিলোক-পূজ্য ব্রাহ্মণের অসম্মান কর্‌লে আকাশ চিরে বাজ নেমে আসবে যে রাজা।

শত্রুজিৎ। আসুক। তার আঘাত সহ্য করবার শক্তিটাও শত্রুজিতের আছে।

বঞ্জক। চিন্তা করুন রাজা, আজ আপনার জীবনের শুভদিন!

শত্রুজিৎ। তুমি জান না বন্ধি, ওই ব্রাহ্মণ আমার জীবন-আকাশের অশুভ গ্রহ। ওকে সরিয়ে ফেলতে না পারলে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন হ'য়ে উঠ'বে বিপদসঙ্কুল।

বঞ্জক। তা হ'তেও অধিক বিপদকে বরণ ক'রে নিচ্ছেন রাজা, ব্রাহ্মণ-নির্য্যাতনে!

শত্রুজিৎ। কোন অনুগ্রহপ্রার্থী আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করুক,—এ আমার অভিপ্রেত নয়! আমার আদেশ—তুমিই বন্দী কর ঐ ব্রাহ্মণকে।

রঞ্জক। গ্রহণ করেছি দাসত্ব ··হুকুম পালনে বাধ্য !

[অনন্তদেবকে বন্দী করিল।]

শক্রজিৎ। বুঝলে তো ব্রাহ্মণ, কার তর্জনীসঙ্কেতে বিদর্ভ এখন পরিচালিত ?

অনন্তদেব। দর্পহারী তোমার এ দর্পটা দেখছেন, শক্রজিৎ !

শক্রজিৎ। এখনো শক্রজিৎ ! ব্রাহ্মণ, 'রাজা' সম্বোধনটা আমি নেবো তোমার মুখ দিয়েই !

অনন্তদেব। আমার জিহ্বাটা টুকরো টুকরো ক'রে কেটে নিলেও আমি বল্‌বো যে, তুমি রাজা নও,—তাঁর নেমকহারাম নফর।

রঞ্জক, ভৈরব। সংযত হ'য়ে কথা কও ব্রাহ্মণ !

অনন্তদেব। কেন ? তোমাদের মত বেইমানদের ভয়ে ?

শক্রজিৎ। কর্‌বে না স্বীকার ?

অনন্তদেব। কণ্ঠে যতক্ষণ ভাষা থাকবে, ততক্ষণ বল্‌বো,—বিদর্ভের রাজা ইন্দ্রনীল।

সুনন্দা আসিলেন।

সুনন্দা। ইন্দ্রনীলকে রাজা বল্‌তে বিদর্ভে এখনো মানুষ আছে ?

অনন্তদেব। আছে।

সুনন্দা। বাঃ ! সাহস তো কম নয় দেখছি ! এই যে, এতলোক থাকতে তোমার হাতে শেকল ! নুন খেয়ে গুণগান কর্‌তে তুমিই বোধ-হয় অস্বীকার করেছ,—তাই এ অবস্থা !

অনন্তদেব। এ নরকে তুই আবার ডুবতে এলি কেন পাগলি ?

সুনন্দা। ভুল করেছ বৃদ্ধ ! যুগের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে চলাই তোমার উচিত ছিল।

শত্রুজিৎ। রাজসভা বাতুলাগার নয়! ভৈরব, তাড়িয়ে দে এই উন্মাদিনীটাকে!

সুনন্দা। তাড়িয়ে দেবে? কেন? আমি তো বেসুরো বলিনি! ছিলে ভিখারীর ছেলে—লাভ কর্‌লে রাজকন্যাসহ একটা রাজত্ব—আমি বল্‌ছি তুমি ভাগ্যবান্! পরের গুছানো সম্পত্তি কৌশলে ক'রে নিলে নিজের, আমি বল্‌ছি বুদ্ধিমত্তায় তুমি দেশের চাঁই।

শত্রুজিৎ। তাড়িয়ে দে ভৈরব, এটার চুলের মুঠি ধ'রে তাড়িয়ে দে!

ভৈরব। তাড়িয়ে দেবো কি রাজা, ইনি যে রাজমাতা!

শত্রুজিৎ। রাজমাতা! [চকিতে সুনন্দার পায়ের তলায় বসিয়া] এ বেশ আপনার! চিনিতে পারিনি মা, মার্জনা করুন সন্তানকে!

সুনন্দা। আহা, রাজা হয়েছ তুমি, পায়ের তলায় সাজে না! ওঠো, সুখী হও!

শত্রুজিৎ। ভৈরব, নিয়ে যা মাকে, রেখে আয় রাজকন্যার কক্ষে।

সুনন্দা। ধন্যবাদ শত্রুজিৎ! তোমার এ আদর-আপ্যায়ন দেখানোর অর্থ তো কৌশলে আমাকে বন্দী করা?

শত্রুজিৎ। না মা! লীলা আপনার জন্য আকুল; তার নিকট থাকবেন আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই।

সুনন্দা। একী তোমার অন্তরের কথা শত্রুজিৎ?

শত্রুজিৎ। সম্পূর্ণ অন্তরের কথা! লীলা এখন স্বাধীনভাবেই প্রাসাদের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়ায়। সে কথা দিয়েছে—অভিষেক কার্য সুসম্পন্ন হ'লে, আমার গলায় বরমাল্য অর্পণ কর্‌বে।

সুনন্দা। তাই কী!

শত্রুজিৎ। তার মুখেই এ কথা শুনতে পাবেন। সে যদি মত করে, মা হ'য়ে আপনি তার সুখটা কি দেখতে পারবেন না?

সুনন্দা। [চিন্তা করিয়া] পারবো। আয় ভৈরব !

অনন্তদেব। স্বেচ্ছায় যমের দরজা অতিক্রম করতে যেও না উন্মাদিনি !

সুনন্দা। উপায় নেই বৃদ্ধ ! সবই তো গেছে,—মেয়েটার মা হ'য়ে শেষের ক'টা দিন কাটিয়ে দিই !

লীলা আসিল।

লীলা। রাজার মেয়ে কোন উন্মাদিনীকে মা ব'লে স্বীকার করবে না।

সুনন্দা। বেঁচে আছিস—বেঁচে আছিস লীলা !

লীলা। এ বাঁচার চেয়ে সুখী হতাম, যদি শৈশবে আমার গলায় নুন দিয়ে মেরে ফেলতে ! [সুনন্দার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।]

শক্রজিৎ। কাঁদছো কেন লীলা, শান্ত হও ! শোন,—মা আমাদের বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন।

লীলা। অলিন্দে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদের সকল কথাই শুনেছি শক্রজিৎ !

শক্রজিৎ। বেশ তো ! তা'হ'লে তোমার এ ক্ষোভের কারণ কি ? স্মরণ আছে বোধহয়, আজ তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের শেষ দিন ?

লীলা। সেই সঙ্গে স্মরণ আছে বোধহয়, অভিভাবকের সম্মতি নেওয়ার কথাটা ?

শক্রজিৎ। আমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করেছি ! উভয়ের সম্মুখে আপনার সম্মতিটা আর একবার প্রকাশ করুন তো মা !

লীলা। রাজা মহীরথের রক্তজাত কন্যা উন্মাদিনীর অভিভাবকত্ব স্বীকার করে না ! আমার অভিভাবক রাজা ইন্দ্রনীল।

শত্রুজিৎ। তিনি তো এখন পরলোকে!

লীলা। তাঁর প্রতিনিধি তো তোমার সম্মুখে! তিনি কি সম্মত?

শত্রুজিৎ। ও…ও! কে কার অভিভাবক, কার সম্মতি নিতে হবে না হবে, তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় শত্রুজিতের নেই, লীলা! তোমার প্রতিশ্রুতির শেষ দিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি, এই যথেষ্ট! ভৈরব, নিয়ে এস বিবাহের উপচার…এবং ঐ সঙ্গে নিয়ে এস একটা চাবুক।

[ভৈরব চলিয়া গেল।

অনন্তদেব। ওর সঙ্গে আমাকেও কারাগারে পাঠিয়ে দিলে হ'তো না, শত্রুজিৎ?

শত্রুজিৎ। ব্যস্ত হ'য়ে উঠছো কেন ব্রাহ্মণ? দাঁড়াও,—বিবাহ দেখ।

মন্নু আসিলেন।

মন্নু। হামি সাদি দেখবে।

শত্রুজিৎ। কে তুই?

মন্নু। জংলি। রেজার সাদি বলিয়ে কথা…দেখবে না?

শত্রুজিৎ। কিন্তু আদেশ না নিয়ে সভায় প্রবেশ করলে কেন?

ছদ্মবেশে ইন্দ্রনীল আসিলেন।

ইন্দ্রনীল। কিন্তু আদেশ না নিয়ে আসাই রবাহূত দর্শকের চিরাচরিত রীতি!

শত্রুজিৎ। তুমি আবার কে?

ইন্দ্রনীল। দর্শক।

শত্রুজিৎ। রাজসভায় অপরিচিতের প্রবেশ আমার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ! তোমাদের বিধিলঙ্ঘনের অপরাধ মার্জনা করলাম—শুধু বিবাহ-দর্শনেচ্ছু ব'লেই।

আদিষ্ট দ্রব্যাদিসহ ভৈরব আসিল।

শত্রুজিৎ। যাক্, এখানে থাকার অনুমতি দিলাম। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, কোন কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হবে। রক্ষি, তোমার উপর ন্যস্ত থাকলো দ্বাররক্ষার ভার। আর কেউ যেন সভায় প্রবেশ না করে! শোন, কেহ পলায়নের চেষ্টা করলে তাকে বন্দী করবে।

রঞ্জক। যথা আজ্ঞা।

[প্রবেশ-পথ রক্ষা করিবার জন্য চলিয়া গেল।

শত্রুজিৎ। নিয়ে এসেছ ভৈরব? বেশ! ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্যের ভার গ্রহণ করতে হবে তোমাকে।

অনন্তদেব। আমাকে!

শত্রুজিৎ। হাঁ,...কয়েকটা মন্ত্রোচ্চারণ করবে, বেশী কি?

অনন্তদেব। আসুরিক বিবাহে মন্ত্রের প্রযোজন কি?

শত্রুজিৎ। ও, প্রয়োজন নেই? থাক। বিবাহের মন্ত্রপ্রণয়ন শাস্ত্রকার-দের একটা বাড়াবাড়ি! মাল্যবদলই যথেষ্ট,—কি বল, লীলা? [একখানা মালা তুলিয়া] গ্রহণ কর—নাও! [লীলার হস্তে মালা দিলেন।]

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল।]

শত্রুজিৎ। লীলা, শুভ মুহূর্ত্তগুলোকে এ ভাবে নষ্ট ক'রো না! মাতা, গুরুদেব এবং দর্শকগণের সাক্ষাতে মালাখানি আমার গলায় পরিয়ে দাও।

লীলা। সময় উপস্থিত হ'লে যমের গলায় পরিয়ে দেবো···তোমার মতো লম্পটের গলায় নয়।

[মালাখানিকে ছিঁড়িয়া দুপায়ে দলিয়া ফেলিল।]

শক্রজিৎ। দম্ভটা দেখলে মা?

সুনন্দা। দেখলাম তো!

শক্রজিৎ। তবুও বল্‌ছো না কিছু? এরূপ অপমান এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কি ওর পক্ষে ভাল হ'চ্ছে?

সুনন্দা। ভাল মনে না কর্‌লে—রাজা মহীরথের কন্যা এ কাজ কর্‌ছে কেন?

শক্রজিৎ। মহীরথ-কন্যা যার আদেশ অমান্য কর্‌ছে, সে অবজ্ঞার পাত্র নয়। ভৈরব, কর কশাঘাত প্রথম এই উন্মাদিনীকে।

ভৈরব। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা যে মহাপাপ প্রভু!

শক্রজিৎ। অপদার্থ! দে—আমায় দে!

[ভৈরবের নিকট হইতে বেত্রদণ্ড ছিনাইয়া লইয়া সুনন্দাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন।]

মন্নু। হুঁসিয়ার গিধ্বোড়!

[শক্রজিতের হস্ত হইতে বেত্রদণ্ড ছিনাইয়া লইলেন।]

শক্রজিৎ। জংলি, একী ধৃষ্টতা তোর! ভুলে যাচ্ছিস বর্বর, তোর ঔদ্ধত্যের দণ্ডদাতা এখানে বর্ত্তমান!

ইন্দ্রনীল। আর, তুমিও দেখতে পাচ্ছো না শয়তান,—তোমারো শাস্তিদাতা এখানে উপস্থিত! [ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন।]

শক্রজিৎ। ওরে, কে আছিস? আমার অস্ত্র—

অনন্তদেব। এসেছ শাস্তিদাতা—এসেছ রাজা!

লীলা। দাদা! দাদা!

সুনন্দা। ওরে, আমি জাগন্ত,—না ঘুমিয়ে? স্বপ্ন দেখছি,—না সত্য আমার সম্মুখে? ইন্দ্র আছে?—-আমার ইন্দ্রনীল আছে?

কালদণ্ড ছুটিয়া আসিল।

কালদণ্ড। কে ইন্দ্রনীল? কোথায় ইন্দ্রনীল?

শক্রজিৎ। ঐ যে! কালদণ্ড, ভৈরব, অস্ত্র ধর·· বধ কর, শত্রু—শত্রু!

কালদণ্ড। [ব্যঙ্গস্বরে] কে শত্রু? কার শত্রু? আর তুমি বুঝি মিত্র—পরম বান্ধব? 'চোখের সামনে নিজের পুত্র কন্যার মৃত্যু দর্শন বড় সহজ নয় কালদণ্ড!' ভুলিনি বেইমান, তোমার সেদিনের কথাটা! এতদিন ভয়ে পালন করেছি তোমার যতকিছু হুকুম! আজ রক্ষক এসেছে···আরো মানবো তোমার আদেশ?

[ইন্দ্রনীলের পদতলে মস্তক ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।]

ভৈরব। বহু অর্থ দিয়েছিলে···মাগ-ছেলের জীবন বাঁচিয়েছি তাতেই! কিন্তু সে অর্থগুলো যাঁর—আমরা আজ্ঞাবাহী তাঁরই!

[ইন্দ্রনীলকে প্রণাম করিল।]

শক্রজিৎ। চতুর্দিকে শত্রু! সম্মুখে পশ্চাতে নেমকহারামের দল! পালাই···পালাই···

রঞ্জক। [পলায়মান শক্রজিতের হস্ত ধারণ করিল।]

শক্রজিৎ। ছাড়ো রক্ষি, ছাড়ো! আমি···আমি তোমার প্রভু··· মালিক···

রঞ্জক। কেউ পলায়নের চেষ্টা করলেই তাকে বন্দী করবে—এ যে প্রভুরই আদেশ! [শক্রজিৎকে বন্দী করিলেন।]

শক্রজিৎ। ওঃ!

রঞ্জক। [শত্রুজিৎকে ইন্দ্রনীলের নিকট উপস্থিত করিয়া] গ্রহণ করুন মহারাজ, অভিবাদনের সঙ্গে দীন ভৃত্যের উপঢৌকন!

অনন্তদেব। রঞ্জক, তোমার উপঢৌকন সময়োপযোগী এবং চমৎকার!

রঞ্জক। [অনন্তদেবের শৃঙ্খল মোচন করত] অপরাধ মার্জনা করুন দেব!

অনন্তদেব। তোমার চরিত্র রাজকর্মচারীগণের আদর্শ হোক। [ইন্দ্রনীলের প্রতি] রাজা, বিচার কর এই পাপিষ্ঠের!

ইন্দ্রনীল। শত্রুজিৎ, আমি মৃগয়ায় গিয়েছিলাম তোমার উপর বিদর্ভ-রক্ষার ভার ন্যস্ত ক'রে,—না?

শত্রুজিৎ। আমিও তা রক্ষা করেছি।

অনন্তদেব। বিদেশী শক্তিকে রাজ্য দখলের সুযোগ দানের নামই কি রাজ্যরক্ষা?

শত্রুজিৎ। তোমরাও তো ছিলে?

অনন্তদেব। ছিলাম শত্রুজিৎ, কিন্তু সামরিক শক্তি ছিল তোমারই আয়ত্তে, তুমি তাদের বশীভূত ক'রে নিয়োগ করেছিলে আপন স্বার্থে!

শত্রুজিৎ। সুযোগের আশ্রয় গ্রহণ করে বুদ্ধিমানেরাই!

অনন্তদেব। ও বুদ্ধিটা তোমার প্রশংসার নয়, পশু!

[শত্রুজিৎ ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করত নীরব রহিলেন।]

ইন্দ্রনীল। শোন বিশ্বাসঘাতক, তোমার পাপে পৃথিবী ভারাক্রান্তা··· মানব-সমাজ শঙ্কিত। তোমার অপরাধ অমার্জনীয়!

সুনন্দা। থামো পুত্র, বিচার করবো আমি।

অনন্তদেব। তুমি করবে বিচার!

সুনন্দা। হ্যাঁ! স্মরণ আছে গুরুদেব,—একদিন বলেছিলাম—প্রয়োজন হ'লে বিচারাসনে বসবো? এখন তা আমি চাই।

ইন্দ্রনীল। মাতৃ-ইচ্ছা পূরণে সন্তান সতত প্রস্তুত, মা!

লীলা। না দাদা, ও ভার দিও না মাকে! অপরাধীকে মার্জনা করা ওঁর একটা বাতিক।

সুনন্দা। তুই চুপ কর্ লীলা! অপরাধীর অত্যাচার যার গায়ে একটা আঁচড়ও কাটেনি, সে কেমন ক'রে বুঝবে তার অপরাধের গুরুত্ব?

ইন্দ্রনীল। ঠিকই বলেছ মা! এ পাপীর বিচারের ভার আমি মায়ের উপর অর্পণ করলাম গুরুদেব!

সুনন্দা। [বিচারাসনে বসিয়া] শত্রুজিৎ!

শত্রুজিৎ। মা!

সুনন্দা। হাঁ—চিরদিনই আমি তোমাকে পুত্রজ্ঞান ক'রে এসেছি, তাই স্বহস্তে গ্রহণ কর্‌লাম তোমার বিচারভার!

শত্রুজিৎ। শত অপরাধে অপরাধী হলেও, পুত্র কোনদিন মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হয় না।

সুনন্দা। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না, ও কথাটা মা জানে। তোমার অপরাধের জন্য তুমি অনুতপ্ত?

শত্রুজিৎ। অনুতপ্ত। যুক্তকরে মাতৃচরণে আবেদন কর্‌ছি—অপরাধী সন্তানকে আর একবার পুত্র হওয়ার সুযোগ দিন।

সুনন্দা। তাই দেবো! মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হ'লেও, আমি তোমায় জীবনভিক্ষা দেবো।

লীলা। শুনছো দাদা! আমার মাকে আমি চিনি না?

সুনন্দা। মা ব'লে ডেকেছে—পুত্রহন্ত্রী হ'তে বলিস্? রঞ্জক, বহুবার তোমার প্রার্থনা উপেক্ষা করেছি, তাই এ অপরাধীকে তোমার হস্তে সমর্পণ কর্‌লাম। নিয়ে যাও—প্রকাশ্য রাজপথে বৃক্ষকাণ্ডে এর হাত

পাগুলো আবদ্ধ ক'রে তপ্ত সাঁড়াশী দ্বারা চোখ দু'টো উপড়ে দাও।

শত্রুজিৎ। ওঃ—জগৎ, এর মতো নারীদের কোনদিন মায়ের আসনে বসিও না।

ইন্দ্রনীল। এর চেয়ে মৃত্যুদণ্ডদানই ওর পক্ষে শ্রেয় ছিল মা!

সুনন্দা। তাহ'লে, প্রভুদ্রোহীদের শিক্ষালাভের একটা আদর্শ থাকে না, ইন্দ্র!

লীলা। যাই হোক, দণ্ডটা বড় কঠোর হ'লো মা!

শত্রুজিৎ। তোমায় মমতা দেখাতে হবে না নারি! এ দণ্ডগ্রহণে আমার দুঃখ অপেক্ষা সুখই হবে অধিক,—কারণ তোমার মতো অলক্ষণে মেয়েদের মুখগুলো দেখতে হবে না।

বঞ্চক। চল পিশাচ, এবার থেকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সুখের দেউল দেখবে।

[শত্রুজিৎকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

সুনন্দা। গুরুদেব, ঘোষবাদক দ্বারা এই দণ্ডে ঘোষণা করুন, বাজেয়াপ্ত ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের থাকবে…পদচ্যুত কর্মচারিগণ পুনর্বাহাল হবে…বিধবা, বাস্তহারা এবং অভিভাবকবিহীনদের জন্ম কোষাগার মুক্ত থাকবে। কালদণ্ড, ভৈরব, তোমরা থাকবে রাজার দেহরক্ষী। এস ব্যাধরাজ, আমরা প্রাসাদে যাই।

মন্নু। এখোন যাওয়া তো চলবে না মায়ি!

সুনন্দা। কেন ব্যাধ?

মন্নু। আগাড়ি লছমি যাবে…তব্ তো তুহারা ঢুকবি।

লীলা। লক্ষী! লক্ষ্মী কে?

মন্নু। আরে বহিন্, তুহার খেলার সাথী…নয়া বহুরাণী।

সুনন্দা। বৌমা! নিরঞ্জন! আজ আমার কী আনন্দের দিন! আয়রে লীলা, আয়—আয়, মাকে নিয়ে আসি! এস ব্যাধ, দেখিয়ে দেবে এস।

মন্নু। থাম্—থাম্, সবুর কর্। ওরে বুঢ়', ও ডাকুর দল, তোরা হাঁ কোরিয়ে শুনছিস কী রে? ঢেঁড়া পিট্,—লোক-লস্কর ডাক্। রাণীজী রাজ্যিতে আসবে—মাটী কাঁপবে না?

ইন্দ্রনীল। ব্যাধরাজ, তোমার যত বাড়াবাড়ি!

লীলা। বাড়াবাড়ি নয় দাদা,—ব্যাধরাজ ঠিক কথাই বলেছেন! বিদর্ভের রাণী—যা' তা' কথা তো নয়! তিনি আসবেন আলোকমালা-পরিশোভিত রাজপথের শত শত কুসুম-তোরণ অতিক্রম ক'রে,—সারাটা বিদর্ভে একটা আনন্দের বান ডাকিয়ে!

সুনন্দা। ওরে, যা করবার শীঘ্র ক'রে ফেল্, আমার যে আর তর সইছে না।

[সকলের প্রস্থান।

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পার্বত্য পথ।

করাল চলিতেছে।

করাল। কই, কোথায় উর্বশি !
এস—এস, করহ দর্শন—
অভিশাপ-বাক্যে তব
করেছি সাফল্যদান এতদিন পরে !
কেঁদেছিল কত কান্না,
করেছিল কাকুতি মিনতি,
ছাড়িনি তবুও আমি
বিদর্ভের নবীনা রাণীরে।
এস ত্বরা, ডাক—ডাক
রূপদ্বন্দ্বে পরাজিতাগণে
মিটাইতে মনঃক্ষোভ
ইন্দ্রনীল-কৃত অপমানে।

ক্লান্ত শ্রান্ত পদ্মা আসিলেন।

পদ্মা। দুর্গম বন্ধুর পথ !
পারি না চলিতে আর বিক্ষত চরণে।

করাল—করাল !
যোড়হস্তে করি অনুরোধ—
কৃপা করি মুক্তি দাও মোরে ।

করাল । দিলে মুক্তি—
বহু পূর্বে দিতাম রমণি !

পদ্মা । মানুষ তো তুমি—
নাহি কি মমতা দয়া হৃদয়ে তোমার ?

করাল বলেছি তো নারি !
দয়া, মায়া, মমতা, করুণা—
এ সবের নাহি ঠাঁই আমার হৃদয়ে ।
বৃত্তি মম ছলনা চাতুরি ;
ডাকাইতে অশ্রুবান আনন্দ মাঝারে,
তুলিবারে হাহাকার শান্তির সংসারে
স্রষ্টা মোরে করেছে সৃজন !

পদ্মা । ওঃ ! কী নিঠুর তুমি !
রাক্ষসের নিষ্ঠুরতা নিয়ে
কেন জন্মেছিলে নরকুলে
না হ'যে দানব ?

করাল । হাঃ—হাঃ—হাঃ— !
অজ্ঞ নারি, নহিক মানব আমি,
নহিক দানব ।
শুনিতে কি চাহ মোর সৃষ্টি-বিবরণ ?
যোগ বলে বলীয়ান্ ধরার মানব
দম্ভভরে যেই দিন হইল উদ্ধত

অমরের অধিকাব করিতে গ্রহণ,
সেই কালে দেবগণ
হ'য়ে নিরুপায়
বিধাতাব লইল শরণ।
শঙ্কাকুল দেবগণে রক্ষার কারণ
উপায় চিন্তিয়া বিধি
করিলেন আমারে সৃজন—
দিয়া বৃত্তি অধর্ম প্রসার,
দিয়া কর্ম খলতা, ক্রূরতা,
দিযা সঙ্গী মিথ্যা, প্রবঞ্চনা
শাসিতে কঠোর হস্তে দাম্ভিক মানবে!
সেই দিন হ'তে পরিচিত তিন লোকে
কলি নামে আমি!

পদ্মা। এ্যাঁ! কলি তুমি!
বিশ্বাস না হয়!
এত ঘৃণ্য ব্যবহাব
কেমনে বা অমবে সম্ভবে?
সংশয় জাগিছে মনে—
বলহে করাল!
সত্য যদি স্বর্গের দেবতা তুমি,
আনিলে ধরিয়া কেন
নিরপরাধিনী এক মর্ত্তের বালায়?

করাল। প্রয়োজন রয়েছে তোমায়!

পদ্মা। তোমার?

করাল । 　　না—না ; উর্বশীর ।
পদ্মা । 　　সে কী ! 　কিবা প্রয়োজন মোরে
　　　　অপ্সরাশ্রেষ্ঠার ?
করাল । 　　শুনিবে কারণ তার ?
　　　　একদিন বিন্ধ্যাচলে দেব-উপবনে
　　　　উৎসবে আছিল রত অপ্সরা যতেক,
　　　　আরো বহু দেবাঙ্গনাগণ ;
　　　　স্বর্ণপদ্ম হস্তে ল'য়ে এক
　　　　উপনীত হইলেন দেবর্ষি নারদ ।
　　　　কুসুম-সৌন্দর্যে মুগ্ধা
　　　　অপ্সরার দল চাহিল সে ফুল ;
　　　　কহিলেন ঋষি—
　　　　এটা প্রাপ্য তার—
　　　　ত্রিলোকের সর্বশ্রেষ্ঠা রূপবতী যেবা !
　　　　তারই লাগি রূপদ্বন্দ্ব
　　　　উঠিল বাধিয়া যত দেবাঙ্গনা মাঝে ।
পদ্মা । 　　তারপর ?
করাল । 　　সে কলহ মীমাংসার ভার
　　　　গ্রহণ করিল শেষে রাজা ইন্দ্রনীল ।
　　　　[পদ্মা শিহরিয়া উঠিলেন ।]
　　　　কামপ্রিয়া রতি
　　　　শ্রেষ্ঠত্ব লভিল তব স্বামীর বিচারে ;
　　　　আর সবে হ'লো পরাজিতা ।
পদ্মা । 　　ও,—বুঝিয়াছি । 　নিতে তাই

তারই প্রতিশোধ—
স্বর্গবেশ্যা নিয়োজিত করিল তোমারে।

করাল। হাঁ!

পদ্মা। ওঃ! দেবতার একী নীচতা!
কী জঘন্য হিংসাবৃত্তি!
বিচারের পরাজয়ে
মনস্তাপ দেয় বিচারকে।
ছিঃ-ছিঃ, কলি!
থাকিতে নরককুণ্ড
কেন বিধি দিল স্থান
পবিত্র অমর-ধামে
তব সম নীচ অধমেরে!

করাল। কী কহিলে মন্দভাগী নারি!

[পদ্মার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন।]

পদ্মা। রহ দূরে পিশাচ বর্বর!
পুনঃ যদি অঙ্গ স্পর্শ কর মোর,
কর হস্তক্ষেপ যদি মম মর্যাদায়
তাহ'লে জানিও স্থির—
তব অমরত্ব রক্ষার কারণ
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর
যদি এক যোগে হ'ন অগ্রসর,
তবুও পাবে না ত্রাণ সতী রমণীর
মর্মদাহী অভিশাপ হ'তে।

করাল। বাঃ! এত তেজ তব সতীত্বের!

যার বলে রক্ত আঁখি দেখাও কলিবে,
আজ তার লইব পরীক্ষা।

[পদ্মার মর্যাদা নাশে উদ্যত হইল।]

পদ্মা। এঁ্যা! সত্যই যে ধেয়ে আসে
মূর্তিমান পাপ! কী করি উপায়?
সতীনাথ—সতীনাথ—সতীনাথ!
শোন্—শোন কলি।
শোন্ ওরে মূর্তিমান দেবতা অধম!
যদি থাকে বিন্দুমাত্র পতিভক্তি মোর,
হই যদি অনন্যমানসা
তবে কহি শোন্—
এই দণ্ডে আসুক নামিয়া
শিরে তোর ন্যায়ের বিধান।

[চোখের পলকে সমগ্র বিশ্ব যেন কাঁপিয়া উঠিল, একটা
বিরাট শব্দের মাঝে সুদর্শনহস্তে মোহন
আবির্ভূত হইলেন।]

মোহন।—

গান।

মাভৈঃ—মাভৈঃ—মাভৈঃ!
রক্ষিতে মান সতী রমণীর যুগে যুগে জেগে রই॥
সতী যবে ডাকে সত্রাসে, জাগে সুদর্শন উল্লাসে,
নিয়ে তারে আমি পাপীর ধ্বংসে নাচি যে তাথৈ-থৈ!!

করাল। ওঃ! কোটী কোটী ঝলসে বিদ্যুৎ!
বন্‌বন্ শন্‌শন্ গরজে ভীষণ!

গেল—গেল সৃষ্টি রসাতলে !
পালাই—পালাই—

[করাল পলায়ন করিলেন, মোহন তৎপশ্চাতে ধাবমান হইলেন ।

পদ্মা । সহসা উঠিল ঝড়—থামিল পলকে !
পুনর্বায় হ'লো শান্ত অশান্ত ধরণী ।
চমৎকার রূপান্তর সৃষ্টিতে তোমার !
[মোহনের উদ্দেশে নমস্কার করিলেন ।]
বিজন নিস্তব্ধ বন !
ছুটে আসে শ্বাপদের ক্ষুধিত চিৎকার !
কী করি, কোথায় যাই ?
কোন্ পথে যেতে হয় বিদর্ভ নগরে
তাও তো জানি না !
তারপর একাকিনী, যাই বা কেমনে ?
কোথা স্বামী মোর ?
কোথা বা সে বন্ধুরূপী ব্যাধ ?
হয়তো বা ফিরে গেছে না পেয়ে আমারে !
ভগবান্ ! ভগবান্ !
কেন এই সর্বনাশ করিলে সাধন ?
[মর্মদাহে হস্তে মুখ আবৃত করিয়া
ক্ষণপরে পুনরায় খুলিলেন ।]
ওই যে বহিছে দূরে গিরি-স্রোতস্বিনী,
জগতের পাপ-পুণ্য বক্ষেতে বহিয়া !
বিপন্না কি ওই বক্ষে পাবে না আশ্রয় ?

স্বামি! স্বামি! লইও না অপরাধ;
না মিটিতে জীবনের সাধ
লভিল বিদায় দেব, সেবিকা তোমার!

[দ্রুত চলিয়া গেলেন।

ব্যস্তভাবে রতি ও দেবর্ষি আসিলেন।

দেবর্ষি। ঐ না কার পায়েব শব্দ?

রতি। মানুষের ব'লে মনে হ'চ্ছে না, ঠাকুব! যেন শ্বাপদের।

দেবর্ষি। তাই কি? শোন তো ভাল ক'বে!

রতি। ঐ যে দেখুন, একটা শেয়াল পালাচ্ছে।

দেবর্ষি। তাইতো! দেখ তো ও দিকটা!

রতি। দেখছি না তো কাউকে!

দেবর্ষি। কোথায় রেখে গেল তাহ'লে? পদ্মা! পদ্মা!

রতি। একাকী যেতে দেখলেন কারাক্কে?

দেবর্ষি। দেখলাম তো! ছুটছে গলদঘর্ম হ'য়ে—খুবই ভয়ে ভয়ে!

রতি। ভয়ে! এর কারণ কি ঋষি?

দেবর্ষি। বুঝলাম না।

[একটা শব্দ উঠিল।]

রতি। [সচকিত ভাবে] ঠাকুর!

দেবর্ষি। কী?

রতি। শব্দ উঠলো কিসের?

দেবর্ষি। ঐ দিকে না?

রতি। ঐ যে, এখনো তার প্রতিধ্বনি!

দেবর্ষি। কোন ভারি বস্তু জলে পড়্‌লো যেন!

রতি। মনে হ'চ্ছে তাই। চলুন তো, দেখি—কি পড়লো।

দেবর্ষি। লাভ কি দেখে? চল—গুহাগুলো সন্ধান করি।

রতি। আপনি দাঁড়ান ঠাকুর! আমি দেখে আসি নদীতীরটা।

দেবর্ষি। আচ্ছা—যাও। আমিও ততক্ষণ দেখেনি ওদিকের বনাঞ্চলটা!

[উভয়ে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

ভয়ার্ত্ত করাল ছুটিয়া আসিলেন।

করাল। ওই—ওই আসে ধেয়ে চক্র সুদর্শন।
কোথা যাই? কোথায় লুকাই?
ওঃ,—কী কুক্ষণে শুনিলাম উর্বশীর বাণী!
বাক্য রক্ষা তরে তার—
কেন এক ধর্মরাজ্যে
জ্বালিলাম অশান্তি-অনল।
কেন হায়, সতী অঙ্গে কার হস্তক্ষেপ
সর্বনাশে করিনু আহ্বান!

উর্বশী আসিলেন।

উর্বশী। কোথা সেই সতী?

কোথা সেই ইন্দ্রনীল রাজার ঘরণী ?
করাল! করাল!
দেখাও সত্বর,
দু'টো কথা শোনাযে তাহারে
কথঞ্চিৎ গাত্রদাহ ক'রেনি নির্বাণ!

করাল। এসেছিস সর্বনাশি!
ভেবেছিস রাখিব আবার আমি
তোর অনুরোধ ?

উর্বশী। কেন,—হ'লো কী তোমার ?

করাল। হযনি কি,—তাই বল্ ?
বাক্যরক্ষা তরে তোর
অহ্বান করেছি নিজে নিজের মরণ!

উর্বশী। কিসে ?

করাল। নয কিসে ?
আপ্রলয় গাত্রদাহে জ্বালিস যগ্যপি,
অপমান কশাঘাতে
নিশিদিন চক্ষে যদি ঝরে জল তোর,
রবে কলি তাহাতে বাঁধিব!

উর্বশী বুঝিতে না পারি, হে চতুর্থ যুগ!
কেন তুমি মোর প্রতি এ হেন বিরূপ ?

করাল। [ব্যঙ্গস্বরে] সাধে—সাধে—সাধে!
গাত্রদাহে খেয়েছিস চোখেরও কি মাথা ?
বিন্দুমাত্র দৃষ্টিশক্তি
থাকে যদি ও নয়নে তোর,

তবে দেখ পশ্চাতে ফিরিয়া
কী সর্বনাশ করেছিস মোর !

উর্বশী । এঁ্যা ! গর্জে আসে ভীম সুদর্শন !
আসে মৃত্যু ভীষণ দর্শন !
তাইতো করাল ! আমিই কারণ
তব দুর্দশার ।

করাল । [বিদ্রূপচ্ছলে]
অনুতাপে অপরাধ করিলে স্বীকার,
আপ্যায়িত হইনু আমিও !
যা—যা,
দূর হ' সম্মুখ হ'তে সর্বনাশা নারি !

[হঠাৎ যেন স্বর্গ, মর্ত, রসাতল কম্পিত করিয়া
এক শব্দ উত্থিত হইল ।]

উর্বশী । নামিল কি প্রলয় ধরায় ?
করি কি উপায় ?
বাক্যরক্ষা তরে মোর
বিপন্ন যখন,
রক্ষা করা আমারই কর্তব্য !
করাল ! করাল ! হও শান্ত—
ত্যজ অভিমান ।
চল—চল সাথে মোর !
জীবন গেলেও আমি রক্ষিব তোমায় ।

করাল । পারিবে কি ?—পারিবে কি ?
ধেয়ে আসে সাক্ষাৎ শমন—

আরো কাছে—আরও নিকটে!
রক্ষা কর—লো উর্বশী!
যদি থাকে বিহিত ইহার—
আমি তব লইনু শরণ।

[উভয়ে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

ঘূর্ণ্যমান সুদর্শনহস্তে মোহন আসিলেন।

মোহন। কোথায় লুকাবে পাপি?
স্বর্গ মর্ত রসাতল—যেথায় পশিবে
সুদর্শন ধাইবে পশ্চাতে।

[দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

অনুসন্ধানরত দেবর্ষি আসিলেন।

দেবর্ষি। কোথা গেল! কোথায় রাখিয়া গেল
বিদর্ভ-রাণীরে!
খুঁজিলাম কত স্থান পর্বত কান্তার—
তবুও না পাইনু সন্ধান!
কি করি উপায় এবে?
কাহারে শুধাই?
কোথায় মদন-প্রিয়া!
কি করিছ এতক্ষণ স্রোতস্বিনী-তীরে?

[দ্রুত চলিয়া গেলেন।

করালসহ উর্বশী ছুটিয়া আসিলেন।

করাল। বৃথা চেষ্টা—
বৃথা শুধু ছুটে মরা উর্বশি তোমার!

উর্বশী। বুঝি নাই—এত ভীরু দেবতা-সমাজ !
ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, বরুণ—
থাকিতে তেত্রিশ কোটি দেবতানিচয়,
বিপন্নের হবে না আশ্রয়—
কেমনে বুঝিব বল ?

করাল। থাক্ ! যা করিলে মোর লাগি'
যুগে যুগে রহিবে স্মরণ।
আর কেন ? পরিত্যাগ ক'রে যাও মোরে ;
বিষ্ণুচক্রে পাতি বক্ষ
প্রায়শ্চিত্ত করেনি স্বকৃত কর্মের।

উর্বশী। কী কহিলে ?
পরিত্যাগ করিব তোমারে ?
কেন ? কিবা হেতু ?
করাল ! করাল ! আমিও কি পারিব না
তোমাসহ বিষ্ণুচক্রে দিতে বক্ষ পাতি ?
নিয়েছি রক্ষার ভার—
ছাড়িব না এতই সহজে।
রাখিও স্মরণ—
অমরতা বিধাতার দান,
তাহারে ধ্বংসিতে কোথা চক্রীর শকতি ?
এস—এস হে করাল !
তোমা লাগি ত্রিলোক ফিরিব,
তারপর যা হয় করিব।

[উভয়ে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

পুনরায় মোহন ছুটিয়া আসিলেন ।

মোহন ।   ওই যে করালে ল'য়ে
ব্রহ্মলোকে পশিছে উর্বশী ।
পদ্মযোনি ! আনিব প্রলয় !
অচিবাৎ আনিব প্রলয় !
সুদর্শন ! সুদর্শন !
নেচে ওঠো—নেচে ওঠো হস্তে মোর,
কর ত্বরা পশ্চাদ্ধাবন !
ধ্বংস—ধ্বংস ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[দ্রুত চলিয়া গেলেন ।

নেপথ্যে ।   বৃথা চেষ্টা উর্বশি তোমার !
প্রতিদ্বন্দী যেথা নারায়ণ,
তিন লোকে হেন দুঃসাহস কার
দানিতে আশ্রয় !
ফিরে যাও ! শোন হিতবাণী
ক্ষুব্ধ যারা কর্মে তোমাদের,
তাহাদেরই নাও গে শরণ ;
তুষ্ট হবে রুষ্ট নারায়ণ ।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

ভৈরব আসিল।

ভৈরব। ওরে, খুব যে এগিয়ে গেলি তোরা। ঐখানে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজা! মহারাজের রথ এখনো পেছনে।

রাহুসেন আসিলেন।

রাহুসেন। তোর ওই মহারাজ কে রে ভৈরব?

ভৈরব। মহারাজ ইন্দ্রনীল।

রাহুসেন। ওর মাথাটা দেখিয়ে প্রচুর অর্থ নিয়েছিলি, না? এখন রথ চালিয়ে আস্‌ছে কী ক'রে? উত্তর দে।

ভৈরব। জানি না!

রাহুসেন। জানিস না? বেইমান!

[তরবারি নিষ্কাসন করিলেন।]

ভৈরব। ভয় দেখাচ্ছ কাকে রাজা? এখন আর আমি তোমার হুকুমের চাকর নই।

রাহুসেন। রাহুসেনের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করেছিস নেমকহারাম! হত্যাই তোর যোগ্য শাস্তি।

ভৈরব। তাহ'লে তুমিও মরবে।

[উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মন্নু ছুটিয়া আসিল

মন্নু। ধর্ লাঠি···চালা সড়্কী···ফটাফট্ গুঁড়িয়ে দে দুসমনগুলোর শির!

রঞ্জক ছুটিয়া আসিল।

রঞ্জক। সর্দার! সর্দার! চতুর্দ্দিক হ'তে আমরা আক্রান্ত! সারাটা প্রান্তর জুড়ে চল্‌ছে মরণের তাণ্ডবলীলা! মহারাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শত্রুসৈন্যের উপর!

মন্নু। চল্···চল্, হামরাও যাই।

রঞ্জক। তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হ'তে হবে না, সর্দার! রাজমাতা ও রাজকন্যার শিবিকা অরক্ষিত। চল্ আমরা সেই দিকেই যাই।

মন্নু। চল্···চল্, জান্ দিয়ে হামি তাদের আগ্‌লাবে।

[উভয়ে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

যুদ্ধোন্মুখ রাহুসেন ও কালদণ্ড আসিল।

রাহুসেন। [ভৈরবের ছিন্ন মস্তকটা দেখাইয়া] ভৈরব তোকে ডাক্‌ছে কালদণ্ড! যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ!

কালদণ্ড। তুমিও প্রস্তুত হও শয়তান!

রাহুসেন। রাহুসেনের সঙ্গে প্রতারণা, আর আগুন নিয়ে খেলা, দু'টো এক! আয় বিশ্বাসঘাতক, তোরই বক্ষরক্তে সুশীতল করি অনুতাপের জ্বালা!

কালদণ্ড। তোমার ও জ্বালা মিটাবো রক্ত দিয়ে নয়, যমালয়ে পাঠিয়ে!

[উভয়ে যুদ্ধ করিতেছিল, সুযোগ পাইয়া রাহুসেন কালদণ্ডের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন।]

কালদণ্ড। [বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া] ওঃ, ভগবান্, তোমার অপমান করেছি! মার্জনা ক'রো ঠাকুর!

[টলিতে টলিতে চলিয়া গেলেন।

রাহুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—
ওরে, কে আছিস মুক্তিকামী?
ছুটে আয়...ছুটে আয়...
মৃত্যুযজ্ঞে রাহুসেন মুক্তহস্ত আজি—
যার যা কাম্য চেয়ে নে সত্বর!

রঞ্জক ছুটিয়া আসিল।

রঞ্জক। আমি চাই তোমার মস্তক!
দাও দানবীর!

রাহুসেন। কালের মস্তক চাস্?
কে তুই বর্বর?

রঞ্জক। হোতা আমি মরণ-যজ্ঞের!
আসিয়াছি মস্তক তোমার দিতে পূর্ণাহুতি।

রাহুসেন। হোতা তুই? তবে আয়...
রক্তে তোর যজ্ঞানল করি নির্ব্বাপিত।

[উভয়ের যুদ্ধ; রঞ্জকের হস্ত হইতে
তরবারি স্খলিত হইল।]

রাহুসেন। যজ্ঞ শেষ! ওহে হোতা!
ইষ্টনাম কর উচ্চারণ।

ইন্দ্রনাল আসিলেন।

ইন্দ্রনীল। তুমিও স্মরণ কর, এসেছে শমন।

রাহুসেন। আসিয়াছ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!
বহুকাল করেছি সন্ধান,
করিয়াছি বহু অর্থ ব্যয়,
তবু পাইনি তোমারে।
আজি যবে আসিলে স্বেচ্ছায়
হে প্রিয় অতিথি মোর,
লহ অভ্যর্থনা তরবারি-ধারে!

ইন্দ্রনীল। বৃথা আর কেন আস্ফালন?
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ
তোমার সমগ্র শক্তি শায়িত সমরে।

রাহুসেন। যাক্ ম'রে! কিবা ক্ষতি?
রাহুসেন একাই সহস্র!
গ্রাহ্য নাহি করিবে শমনে
যতক্ষণ রবে অসি বাহুতে তাহার।

ইন্দ্রনীল। শুনিয়াছি বহুমুখে বাক্য-আড়ম্বর।
শুনিয়াছি কতবার
শারদীয় জলদের নিষ্ফল গর্জন!
ধর অস্ত্র, বাহুবল করেনি পরীক্ষা!
বুঝেনি বীরত্ব তব
উন্মুক্ত কৃপাণ-মুখে!

[উভয়ের যুদ্ধ ; রাহুসেনের হস্ত হইতে
তরবারি পতন।]

ইন্দ্রনীল। রাহুসেন, মিটিল কি রণসাধ?
পূর্ণ কী বিজয়-আশা?

হেঁট মুণ্ড করি উত্তোলন,
কহ বীর, দেখাবে কী আরো আস্ফালন ?

রাহুসেন। ওঃ,—ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন তব,
তাই হ'লে জয়ী ইন্দ্রনীল!
করি অনুরোধ, বাক্যবাণ
না করি বর্ষণ, দাও মৃত্যু মোরে।

ইন্দ্রনীল। ইচ্ছা ছিল তাই! কিন্তু,
তুলেছ যখন কণ্ঠে মিনতির সুর,
নাও অনুগ্রহ। ধর দন্তে তৃণ,
হও নতজানু ; যুক্ত করে চাহ হে মার্জনা—
দিই ফিরে রাজ্যসহ প্রাণ।

রাহুসেন। রাহুসেন করে পদাঘাত
তব দত্ত অনুগ্রহ-শিরে!

ইন্দ্রনীল। শুনিলে রঞ্জক ?
কাল করে আবাহন যারে,
ভেষজ কী করিবে তাহার ?
ভুলি নাই রাহুসেন!
দিকে দিকে জ্বলিছে অনল,
রমণীর আঁখি মাঝে বহিছে প্লাবন,
বিদর্ভের ঘরে ঘরে যত হাহাকার
রচনা তোমার! ওরে নরাধম!
এই শুধু সান্ত্বনা তাদের।

[রাহুসেনের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করতঃ
রঞ্জক সহ চলিয়া গেলেন।

রাহুসেন। আঃ! করিয়াছি যারে তারে
মৃত্যুদণ্ড দান!
কিন্তু হায়, বুঝিনি তখন
যন্ত্রণা যে এতই ভীষণ!
ভগবান্, অন্তিমে স্মরণ করি
চরণ তোমার!
করুণায় করিও মার্জনা। [প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির-সান্নিধ্য।

সুনন্দা, লালা, অনন্তদেব ও মন্নু আসিলেন।

অনন্তদেব। কোথায় শিবির! চতুর্দিকে অগ্নিকাণ্ড—চতুর্দিকে ধ্বংস-লীলা! এর মাঝে মা কেমন ক'রে থাকবে ব্যাধরাজ?

সুনন্দা। নিরঞ্জন! এ কী কর্‌লে!

[মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিলেন।]

লীলা। বল্ জংলি, কোথায় আমার বৌদি?

মন্নু। হামিলোগ্ কেমনটী করিয়ে জানবে বহিন! হাজার ভীল ভায়েদের পাহারায় রাখিয়ে হামি তো রেজার সাথ চল্‌লো—

[কাঁদিয়া ফেলিল।]

লীলা। এ ধ্বংসলীলার পশ্চাতে নিশ্চয় তোদের ষড়যন্ত্র আছে! নইলে, হাজার ভীল থাকতে—এরূপ অঘটন ঘটে কেন?

ইন্দ্রনীল আসিলেন।

ইন্দ্রনীল। ওদের অপরাধী করিসনে লীলা! এ আমার দুরদৃষ্ট!

সুনন্দা। ইন্দ্র! ইন্দ্র! এই শ্মশানদৃশ্য দেখতে কেন আমায় আনলে পুত্র!

ইন্দ্রনীল। এমন হবে কে জানতো মা! তোমাদের নির্যাতন-সংবাদ শুনে ছুটলাম— [শোকাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।]

মন্নু। দুনিয়ার মালিক, কেন এমনটী কর্‌লি রে!

ইন্দ্রনীল। ব্যাধ! ব্যাধ!

মন্দভাগ্য ধরি রাহুর আকার
করিয়াছে গ্রাস মোর সুখ-শশধরে!
ওঃ,—পুঞ্জীভূত অন্ধকার
নেমে এলো জীবন-আকাশে মোর,
নেমে এলো ধরণীর পরে!
ওহো-হো নিয়তি!
এই ছবি এঁকেছিলে মোর ভাগ্যপটে!

[শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।]

অনন্তদেব। রাজা! রাজা!

সুনন্দা। ক্ষুদ্র এ জীবন—

কত সহি বেদনার নির্মম আঘাত!
নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!
বল হে ঠাকুর,
কোন্ পাপে অভাগীর প্রতি
হয়েছ নিষ্ঠুর? [দুঃসহ মর্মদাহে মুখ ঢাকিলেন।]

লীলা। দাদা! দাদা!
কেন রেখে গেলে তারে
সঙ্গে না লইয়া?

ইন্দ্রনীল। ওরে বোন! বুঝিনি তখন
পশ্চাতে শনির দৃষ্টি ছিল ওৎ পেতে!
সজল নয়ন তার
বলে ছিল বার বার—প্রভু!
কায়া যাবে—ছায়া কি রহিবে?
আশ্বাসিয়া কহিলাম—
রাজলক্ষ্মী তুমি বিদর্ভের,
আসি ফিরে
নিয়ে যাবো লক্ষ্মীর মতন!
পারিনি বুঝিতে ভগ্নি!
না হ'তে বোধন—এমন নির্মমভাবে
নিরঞ্জন হ'য়ে যাবে দেবী-প্রতিমার!

লীলা। হায়—হায়, কী দুর্বুদ্ধি ঘটিল তোমার!

অনন্তদেব। বিধিলিপি নহে খণ্ডনীয়!
ধর ধৈর্য তোমরা সকলে!
যাহা নহে ফিরিবার,
তার লাগি কী হবে কাঁদিলে?

ইন্দ্রনীল। বুঝি গুরুদেব!
মন তবু মানে না প্রবোধ!
মরিত সে যদি,
বাঁধি বুক সান্ত্বনায়

নিবারণ করিতাম শোক।
কিন্তু এ যে
নিজহস্তে করিযাছি হলাহল পান—
দুর্নিবার জ্বালা তার
সহিতে না পারি, গুরুদেব।

[অনন্তদেবের পদতলে বসিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হঠাৎ আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া কার অট্টহাসির শব্দ ছুটিয়া আসিল।]

নেপথ্যে। গেল—গেল সৃষ্টি রসাতলে!
রক্ষা কর—রক্ষা কর—
বিপন্নের কে আছ বান্ধব!

ইন্দ্রনীল। [সচকিত ভাবে উঠিয়া]
আর্তকণ্ঠে কেবা
সাহায্যার্থে করে আবাহন?

অনন্তদেব। বুঝিতে না পারি রাজা!
বিপন্ন কে? কি বিপদ তার!

নেপথ্যে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ইন্দ্রনীল। ওই—ওই পুনঃ অট্টহাসি
বাতাসের বক্ষ চিরে ছুটে আসে গুরু!

উর্বশী ছুটিয়া আসিলেন।

অনন্তদেব। ওই দেখ—ওই দেখ রাজা!
ভীতা ত্রস্তা নারী এক
ছুটে আসে আলু-থালু বেশে।

সুনন্দা ও লীলা। কেবা ও রমণী!

ইন্দ্রনীল। একী! কী হয়েছে তোমার উর্বশি?

উর্বশী। রাজা! রাজা!
চক্রধারী ছুটে আসে গ্রাসিতে আমায়।
ত্রিভুবনে পাইনি কো কোথাও আশ্রয়;
তাই মাগি ভিক্ষা করুণা তোমার,
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে।

মন্নু। হুঁসিয়ার রেজা! মাগী বহুৎ বদরাগী আছে! ঠাঁই দিলে হয়তো ফিন্ ফোঁস করিয়ে উঠ্‌বে!

উর্বশী। ভাল শিক্ষা লভিয়াছি তার!
কেন আর দিতেছ গঞ্জনা?
ব্যাধরূপী ওগো ধর্মরাজ!
কটূত্তর করিয়া বর্ষণ
করিয়াছি অপরাধ চরণে তোমার।
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মোরে।

[মন্নুর পদতলে পতিত হইলেন।]

ইন্দ্রনীল। ধর্মরাজ ব্যাধরূপে সহায় আমার!
তবে আর ডরি কারে?
নাহি ভয় উর্বশি জননি,
আসুক চক্রীর চক্র—
নিবারিব ধর্মরূপ বর্ম আচ্ছাদনে!

উর্বশী। ধর্মাশ্রয়ী হে রাজন্!
পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে ব্যবহারে তব
অভিশাপ বাক্য মম

করিলাম প্রত্যাহার। আর,
স্বীকার করিনু তব রূপের বিচার।

পদ্মাকে সঙ্গে লইয়া রতি আসিলেন।

রতি। করেছিনু বাক্‌দান—
বিচারের দেবো পুরস্কার!
গ্রহণ করিয়া তাহা—ওগো বিচারক,
মুক্তি দাও বাক্য-ঋণ হ'তে।

মন্নু। দেখ্—দেখ রেজা, ছুঁড়িটা কারে আনিয়েছে!

ইন্দ্রনীল। পদ্মা—পদ্মা!

পদ্মা। স্বামি—স্বামি!

[ইন্দ্রনীলের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।]

ইন্দ্রনীল। এস পদ্মা, আমরা ধর্মরাজ, গুরুদেব ও মাকে প্রণাম করি।

[প্রণাম করিলেন।]

সকলে। কল্যাণ হোক্!

নেপথ্যে। ছোটো—ছোটো—সুদর্শন!
ধ্বংস করি' পাপীরে ত্বরায়
ধরাভার করহ মোচন।

করাল ছুটিয়া আসিলেন।

করাল। স্বর্গ—মর্ত—রসাতল—তিন লোকে
কে আছ বান্ধব!
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে!

সুদর্শনহস্তে মোহন আসিলেন।

মোহন। ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস—

করাল। ইন্দ্রনীল! ধার্মিক রাজন্!
আমি তব লইনু শরণ,
ক্ষমা কর · রক্ষা কর মোরে।

ইন্দ্রনীল। নির্ভয় চতুর্থ যুগ! দিলাম আশ্রয়!

মোহন। এত স্পর্দ্ধা! এত অহঙ্কার!
মোর সহ বাদে অগ্রসর!
ইন্দ্রনীল! লক্ষ্যে মোর কর পরিত্যাগ!
নহে, আশ্রিত—আশ্রয়দাতা
ধ্বংস হবে দুয়ে!

ইন্দ্রনীল। এত ভাগ্য হবে সেবকের···
মৃত্যু দেবে নিজে নারায়ণ?
যুগ যুগ সাধনায়
পায়নি সাধক যাহা,
আজি তাহা পাই যদি
বিপন্নে আশ্রয় দিয়া,
সৌভাগ্যের এ অমৃতযোগ
কেন বা ছাড়িব?

মোহন। ছাড়িবে না তবে?
সুদর্শন! সুদর্শন!
ত্বরা ধ্বংস করিয়া দর্পীরে
রাখ মোর দর্পহারী নাম!

দেবর্ষি আসিলেন।

দেবর্ষি। কী করিছ?—কী করিছ হরি!
মহাভক্ত সম্মুখে তোমার।
ধ্বংস লাগি তার—
তুলিয়া ধরিছ প্রভু চক্র সুদর্শন?
সম্বর—সম্বর ওই মূরতি তোমার;
নহে, কলঙ্ক স্পর্শিবে দেব
ভক্তধীন নামে।

সকলে। শান্ত হও—শান্ত হও নারায়ণ!

পদ্মা। লাঞ্ছনা হ'তে যাকে রক্ষার জন্য তুমি আজ চক্রধারী—তারই সিঁথির সিন্দূর বিন্দুটুকু কী মুছে দেবে ভগবান্? শান্ত হও—শান্ত হও! আমি ওই মহাপাপীকে মার্জনা কর্‌লাম!

সুনন্দা। চক্রধারীই হও বা দর্পহারীই হও, পুত্র হ'য়ে থাকার প্রতিশ্রুতি তুমিই না একদিন দিয়েছিলে, মোহন?

মোহন। সে প্রতিশ্রুতির অপলাপ কিসে দেখলে মা?

সুনন্দা। এই কি পুত্রের মূর্ত্তি? ইচ্ছা ক'রে মায়ের চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়ে দেওয়া কি পুত্রের কর্ত্তব্য, ইচ্ছাময়?

মোহন। অনুমতি কর মা। কি করতে হবে?

সুনন্দা। ও মূর্ত্তি সম্বরণ কর···পূর্বের সেই মোহন হও···আমার ইন্দ্রনীলকে বাঁচাও!

[মোহন সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।]

সকলে। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

—শেষ—

৩২বি জয় মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫—সরমা প্রেস হইতে শ্রীগৌরহরি দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।